গুরুজ্ঞান-প্রকাশ

তত্ত্বপ্রাপক

সন্তগুরু শ্রীসাকেতানন্দদেব।

গ্রন্থপ্রকাশক

সন্তসাধু শ্রীকালিদাস পাল।

১৯৩৬

মূল্য ৵৹ আনা

প্রকাশক—
শ্রীকালিদাস পাল,
বাজার রোড,
চাতরা শ্রীরামপুর

প্রিণ্টার—
শ্রীমন্মথ নাথ দাস,
রামযাদু প্রেস, শ্রীরামপুর

প্রস্তাবনা।

ভারতবর্ষে মনীষিগণের বুদ্ধির তারতম্যবশতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু মত দৃষ্ট হয় কিন্তু সকল মতের উদ্ভব স্থান বেদ। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়—জ্যোতির্ব্রহ্ম বা ব্রহ্মমত। সুতরাং সকল মতের লয় স্থান—জ্যোতির্ব্রহ্ম। যে পুস্তিকা ভক্তবৃন্দমধ্যে প্রকাশিত হইতেছে—উহার কি বৈশিষ্ট আছে, ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনীষিগণ স্বতঃই প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার প্রত্যুত্তরে জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীগুরুমত সাধারণের মধ্যে প্রচারই এই পুস্তিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এবং অন্যান্য দেশস্থ সম্প্রদায় বিশেষের সকলেই গুরুকরণ করেন এবং তাঁহারই মত শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সাধন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন। ইহাই—সন্তমত। বর্ত্তমানযুগে সন্তপতি কবীর সকল মত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার ও সাধনা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া মনুজবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুমত সনাতন কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সেই বিষয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিবৃত হইল। সুধী ভক্তগণ ইহার সম্যক্ আস্বাদন করিলে কৃতার্থ হইব। বঙ্গদেশে সন্তমত প্রায় সুদুর্লভ, তজ্জন্য বঙ্গদেশের নিরপেক্ষ ভক্ত মনীষিগণের জন্য প্রকাশিত হইল।

বিনীত—

শ্রীকালিদাস পাল।

সূচনা

শ্রীগুরুমত
বা
সন্তমত

সন্তমত সনাতন, যেহেতু বিশুদ্ধজীব বা হংস গুরুই সৃষ্টির আদিপুরুষ; তাঁহা হইতেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, অণ্ড, পিণ্ড, স্থাবরজঙ্গমাদি সৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধজীব মায়াপ্রচ্ছন্নহেতু কৈবল্য দেহের ধর্ম্ম লইয়া কৈবল্য দেহেই ছিল এবং তিনি সনাতন কাল হইতে সাকেতপতির (পরমপুরুষের) অংশরূপে অণু, বিজর, গুণাতীত ও চিন্মাত্র-রূপে সাকেতপতির* জ্যোতির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তিনি অণুরূপ কথিত হইলেও অনন্ত। সাকেতপতি যেরূপ নিত্য, তাঁহার একাংশে স্থিতা যোগমায়াও সেইরূপ নিত্যা। পূর্ণ চৈতন্যের যে একাংশে মায়ার স্থিতি, মায়ার অন্তর্গত চৈতন্যের সেই অংশ অণু সমষ্টিজীব—বিশুদ্ধজীব—বিন্দুরাম। মায়ার আবরণ-প্রযুক্তই উক্ত চৈতন্যের জীবসংজ্ঞা। সনাতন কাল হইতে তাহা যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকায় সাকেতপতি করুণাবশে

* "সাকেতে নিত্যমাধুর্য্যে ধাম্নি স্বৈরাজতে সদা।" তিনি মাধুর্য্যপূর্ণ স্বীয় নিত্য সাকেতধামে সদা বিরাজমান থাকেন।

তাঁহাকে "রাম" ইত্যক্ষরগর্ভিত নাদ বা নামের ইসারায় জাগ্রত করিয়া স্বাভিমুখ করিতে প্রয়াস পান। দয়াল পরমপুরুষ (=সাকেতপতি) জীবকে মুক্তকরণ-মানসে চেতন করিয়াছিলেন। অনন্তকাল হইতে তিনি জীবের মুক্তিকামী। তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দেন, যাহাতে তিনি জাগিয়া মূল চৈতন্যে (=পরমপুরুষে) মিশিতে পারেন। মুক্ত হইয়া পূর্ণসুখী হইতে পারেন এবং সংসারী হইয়া আর যেন কালকবলে না আসেন। কিন্তু তিনি অণুত্বহেতু তাঁহার স্বরূপানুভূতির অভাবে, না নিজের ধারণা করিতে পারেন, না তাঁহার চৈতন্যকর্ত্তা সাকেতপতির ধারণা করিতে পারেন। সাকেতজ্যোতিকে নিজের রূপ ভাবেন ও সেই জ্যোতিকে বৃহৎ বা ব্রহ্ম মনে করেন এবং সেই ব্রহ্ম যে তিনি নিজেই বটে এইরূপ প্রত্যয়যুক্ত হইয়া "রাম" নামের অর্থ বা তাৎপর্য্য পরমপুরুষ সাকেতপতি-প্রতিপাদক না করিয়া, সংসার-প্রতিপাদক অর্থ বোধ করিয়া কৈবল্য দেহ হইতে অবতরণ করিয়া, স্থূলদেহ ধারণদ্বারা সংসারী হইয়া থাকেন অর্থাৎ অশুদ্ধজাব হইয়া থাকেন। যদি তিনি গুরুদ্বারা রামনামের পরমপুরুষ ও পার্ষদহংসপ্রতিপাদক অর্থ পাইয়া সাধনাদ্বারা তাত্ত্বিক রামনামে নিজের লয়সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে চিদ্রূপ প্রকাশ-বিশিষ্ট হংসরূপে স্থিতি করিয়া পরমপুরুষের সেবায় তাঁহার পার্ষদরূপে নিত্যকাল পরমানন্দে নিযুক্ত থাকিয়া সংসাররহিত অবস্থায় সুখে বাস করেন। কৈবল্য-দেহের অন্তর্গত হংস-দেহেই অণুচৈতন্যের স্থিতি, কিন্তু যোগনিদ্রাভিভূত। সে নিদ্রা তমোগুণ

জাগ্রত নহে। যাবৎ তিনি জাগেন নাই, তাবৎ মায়া বা গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ মায়া বা গুণের কোন ক্রিয়াও নাই। বর্ত্তমানে জাগরণের স্মৃতিই তাঁহাকে সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগরণের অবস্থায় লইয়া আসে কিন্তু যোগনিদ্রারূপ মহা-সুষুপ্তিতে যখন আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে কখন জাগেন নাই, তখন তাঁহাতে জাগরণ-স্মৃতির অভাবই ছিল সুতরাং নিত্য জাগ্রত সাকেতপতি ভিন্ন তাঁহার জাগৃতির অন্য কোন উপায় ছিল না। বিশুদ্ধ জীবাখ্য হংস অণু হইলেও নরাকৃতি। পরমপুরুষও বিরাট নরাকৃতি। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের মধ্যে কারণ, কারণের মধ্যে মহাকারণ, মহাকারণের মধ্যে কৈবল্য ও কৈবল্য দেহের মধ্যে হংসদেহ (পাকাতত্ত্বের)। হংসাবস্থায় (বিশুদ্ধ জীবাবস্থায়) দাঁড়ালে পূর্ণ চৈতন্যের সহিত এক হইয়া যাওয়া যায়। নামে লয় সাধিত হইলেও সেই হংসরূপে স্থিতি হয়। চিত্ত চিন্তাশূন্য হইলেও সেই হংস বা আত্মপদেই স্থির স্থিতি হয়। তাত্ত্বিক নামে বা নাদের সাহায্যে যে লয়হেতু হংসপদে স্থিতি তাহাই সমীচীন। স্বরূপানুভূতির পরেই লয়ে স্বরূপ হংসরূপে স্থিতি—তাহা পরমপুরুষের সাদৃশ্যে স্থিতি। পরমপুরুষের প্রেমাসক্তি, তাঁহার রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মায়ার রাজ্য ভেদ করতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত অণ্ডে ও অনন্ত পিণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং সকল জীবের শ্বাসে শ্বাসে রহিয়াছে। সকল জীবের যাহাতে সংসার হইতে উদ্ধার হয়, ইহাই পরমপুরুষের উদ্দেশ্য। পরমপুরুষের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, বংশবৃদ্ধি-ক্রমে সংসার আবহমানকাল স্থায়িভাবে চলুক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে

চিরকাল স্থায়িভাবের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। যে সকল নিয়মাধীন হইয়া সংসার চলিতেছে, তাহা প্রকৃতি বা মায়ার নিয়ম। পরমপুরুষের উদ্দেশ্য বা নিয়ম সেগুলি নহে। জীবাবস্থা হইতে পরমাবস্থায় জীব নিত্য বিহার করুক্, পরম-পুরুষের ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরমপুরুষ যেরূপ দুর্লভ, তাহাতে বিচার না রাখিলে কদাপি পারগতা লাভ করা যায় না। পরমপুরুষের চৈতন্যে—আত্মচৈতন্য, আত্মার চৈতন্যে—জীব চৈতন্য, জীবচৈতন্যে—ইন্দ্রিয়চৈতন্য, ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যে—দেহ চৈতন্য। মায়ার রাজ্যে তিন দেব (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ), মায়া (পরমপুরুষ সম্বন্ধে অজ্ঞানতারূপাবিদ্যা = বাসনা) ও নিরঞ্জন ব্রহ্ম (জ্যোতিঃস্বরূপ)—এই পাঁচের দোহাই চারিদিকে চলিতেছে। পঞ্চতত্ত্ব হইতে কল্পনা করিরা গণেশাদি পঞ্চ দেবতার সৃষ্টি। আকাশ হইতে বিষ্ণু, বায়ু হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে মহেশ্বরী, জল হইতে গণাধিপ, এবং ক্ষিতি হইতে মহেশ হইয়াছেন। এই পঞ্চদেবতার উপাসকগণ আপন আপন উপাস্য দেবের গুণ এবং অন্য উপাস্যের দুর্গুণ প্রকাশ করিয়া বাদ বিসম্বাদ করে কিন্তু নির্ব্বিবাদ এক গুরুদেব—সকল সম্প্রদায়ের পূজ্য। নাস্তিক সম্প্রদায় ও গুরুদেবকে পরম ইষ্ট মনে করেন। গুরুদেবতুল্য সমর্থবান আর কে আছেন। হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করা হয় কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাতা নাই। সগুণ, নির্গুণের পর পরমপুরুষের ভজনে বিরল ব্যক্তি লগ্ন হয়। জীবই ব্রহ্ম-আদি শব্দ আবিষ্কার করিয়া তত্তৎশব্দ-প্রতিপাদ্যরূপে এক একটী রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

সকল রূপের, সকল নামের মূলে তিনি বিরাজমান রহিয়াছেন এবং সকল নামরূপের অন্তর্গত হইয়া তিনিই রহিয়াছেন। লোকে প্রকারান্তরে অর্থাৎ ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, ঈশ্বরী, দেব, দেবী, ভগবান্, রাম, কৃষ্ণ, শিবাদি ও সপ্তকোটী মহামন্ত্ররূপে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং সন্ত-সমাজ তাঁহাতেই স্থিতির উপদেশ করিতেছেন। তিনি দেহ ধারণের পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে সকল অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। অশুদ্ধ জীবভাব অন্তর্হিত হইলেই শুদ্ধ গুরু হংস বা রামরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সদ্‌গুরু-প্রসাদে তিনি প্রত্যক্ষসিদ্ধ সদ্‌গুরুই বটেন। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও কৈবল্যের তিনি অতীত। সংসারে মহত্ত্বসূচক তাঁহারই অনন্ত-নাম ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু অশুদ্ধজীব, যাঁহার অনন্তনাম মহত্ব কথনের সহিত প্রচার করে, তাঁহাকে চেনে না, তাঁহার ধারণা করে না, স্থূল দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ রহিলেও ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড্, আল্লা ইত্যাদি নামে দ্বিতীয় স্বৃষ্টিকর্ত্তার অনুমান করিয়া ঐ সকল নামের উপাসনা করে, কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাসে কেবল স্থূল নাম (যাহা বর্ণাত্মক) মানিয়া চলে মাত্র। দেহে দেহে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে 'সত্যনাম' রূপে অনন্ত প্রকাশের সহিত যিনি প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমান, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, পরোক্ষভাবে তাঁহার উপাসনায় রত হইয়া থাকে এবং আঁধারে আঁধারে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বসে। যাঁহার অনন্ত বিকাশ, অনন্ত মহিমা, সেই আদি গুরুকে তুচ্ছজীব, জীব নামে তাঁহাকে হীন

ও অনাদৃত ভাবিয়া থাকে। সেই জন্য বড় বড় অর্থ বিশিষ্ট বড় বড় নাম কল্পনা করিয়া, সেই সকল নামের উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু জানে না কল্পিত নামের উপাসনায় কল্পনার মধ্যেই তাহাকে থাকিতে হইবে। যাঁহা হইতে কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না। যেহেতু তাঁহার বিষয়ে অশুদ্ধজীব সমূহের কোন লক্ষ্যই নাই। লক্ষ্য আছে—কল্পিত নামে ও কল্পিত রূপে। কিন্তু যাঁহার কল্পনা তিনিই সত্য ; কল্পনা সর্ব্বথা মিথ্যা। অতএব সন্তের উপদেশ—"যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্" অর্থাৎ যাহা ত্রিকাল সত্য, তাঁহারই উপাসনা কর। কিন্তু সদ্‌গুরু ব্যতীত সেই সত্যকে পায় কে ? সত্য-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞানসূর্য্য - সদ্‌গুরু। সন্ত সদ্‌গুরুর উপদেশ—

'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান করেঁ উপদেশ।
তব কোইলাকে মইলা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ'॥

জ্ঞানাগ্নির প্রবেশ ব্যতীত অশুদ্ধজীবভাবরূপ কয়লায় অশুদ্ধতা-রূপ ময়লা (মলিনতা)র ত্যাগ কিরূপে হইতে পারে ? যেহেতু অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। শতধৌতেও কয়লার কালিমারূপ ময়লার ত্যাগ হয় না। তাই বেদের উক্তি—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপা বৃণু, সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

অর্থাৎ—হে :(পূষণ)=সূর্য্যদেব ! (লক্ষ্যার্থ জ্ঞান সূর্য্য)

হিরণ্ময়েন = চমৎকারিতা পূর্ণেন মায়িক পাত্রেণ সত্যস্য মুখং অপিহিতং আবৃতং অস্তি অতঃ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে = সত্য ধর্ম্মস্য দর্শনার্থং তৎ (আবরণং) ত্বং অপাবৃণু = অপসারয়। হে জ্ঞানসূর্য্য—সদ্‌গুরো! (সত্যপ্রকাশক!) মায়িক চমৎকারিতা-পূর্ণ আবরণদ্বারা তোমার যে সত্যস্বরূপ আবৃত রহিয়াছে, সেই সত্য ধর্ম্মস্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত তুমি উক্ত আবরণ অপসারিত কর। এখানে হিরণ্ময় = চমকদার = চমৎকার আবরণ দেহ। সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র হইলে দেহের মধ্যেই সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। অন্যচ্চ :—'সত্যেন বায়ুর্বাতি, সত্যেনাদিত্যো রোচতে দিবি, সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা, সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি।' সত্য হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সত্য দ্বারাই সূর্য্য আকাশে প্রকাশ দিতেছে, সত্যের দ্বারা বাণীর প্রতিষ্ঠা, সত্যেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেইহেতু জ্ঞানিগণ সত্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইতি শ্রুতি অন্যচ্চ :— মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে :—

"সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।"

সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই তপ, সত্যই যোগ, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ যোগ, সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সত্য কি? শ্রুতি বলিতেছেন—সত্যং আত্মা, সত্যং জীবঃ, সত্যং ভিদঃ সত্যং ভিদঃ। শুদ্ধ জীব বা আত্মাই সত্য। জীবই সনাতনতত্ত্ব এবং জীবই সন্তমতে মুখ্য সিদ্ধান্ত স্থানীয় বটে। গীতার উক্তিতে পাওয়া যায়—নিত্যং সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং

সনাতনঃ। শ্রুতির উক্তি ঃ—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবস্সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্প্যতে। অপর শ্রুতি—সূক্ষানামপ্যায়ং জীবঃ সূক্ষাৎ সূক্ষতরোভবেৎ। জীব সূক্ষ হইতেও সূক্ষাতিসূক্ষ বটে। অন্যচ্চ কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সূক্ষ স্বরূপোয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ। এই (স্বদেহে বর্ত্তমান) জীবাত্মা কেশাগ্রের শতাংশের একাংশবৎ সূক্ষ এবং সংখ্যাতীত ও চিৎকণা স্বরূপ। নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ মানন্দমাত্রমবিকল্পম বিদ্ধবর্চ্চঃ। পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি। ইতি ভাগবত অর্থ—হে পরম! (শ্রেষ্ঠ!) ত্বদীয় অনাবৃত তেজ নির্ব্বিশেষ আনন্দমাত্র যে স্বরূপ অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে বিশেষ অন্য কিছুই দেখিতেছি না। আমি (স্বশরীরে) এই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই মূর্ত্তি বিশ্ব হইতে পৃথক্ হইলেও বিশ্বের সৃষ্টি ইহা হইতেই। এই মূর্ত্তি (স্বস্বরূপ) উপাস্য রূপের মুখ্য ও ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ পাক পঞ্চতত্ত্বময়। পুনঃ গীতায়াম্—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। সন্তমতে জীবতত্ত্বই মুখ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বটে· যেহেতু জীব হইতেই সৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়া এবং জীবের দ্বারাই ধৃত রহিয়াছে। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। গীতা। সন্ত সদ্‌গুরু কবীরও তাহাই বলিতেছেন—

সবকী উৎপতি জীবতেঁ, জীব সবনকী আদি।
নিজ্জীবতেঁ কছু হোত নহিঁ, জীবে পুরুষ অনাদি॥ ১

জীব হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। জীবই সকলের আদি, যেহেতু নির্জ্জীব হইতে কিছুই হইতে পারে না। অতএব জীবই অনাদি পুরুষ।

জীব নিরাদরকো বচন, সব আচার্য্য কহি যাঁহি।
কহেঁ কবীর অচরজ বড়া, শিব উপদেশত কাহি ॥২।

সকল আচার্য্যই জীবের সম্বন্ধে হীনতাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কবীর বলিতেছেন—বড় আশ্চর্য্য! শিব বলিয়া কাহাকে শাস্ত্র উপদেশ করেন? জীবো শিবো ন সংশয়ঃ।

জীব বিনা নহিঁ আত্মা, জীব বিনা নহিঁ ব্রহ্ম।
জীব বিনা শিবো নহিঁ, জীব বিনা সবভ্রম ॥৩॥

জীব ব্যতীত আত্মা, ব্রহ্ম, শিব সমস্তই ভ্রম বটে। ভ্রমেণাহং ভ্রমেণত্বং ভ্রমেণোপাসকা জনাঃ। ভ্রমেণেশ্বরভাবত্বং ভ্রমমূলমিদং জগৎ।

আত্ম ও পরমাত্মা, ঈশব্রহ্মলো যোয়।
জীব বিনা মুরদা সকল, বুঝে বিরলা কোয় ॥৪॥

আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্মাবধি জীবাভাবে সকলকেই মৃতক জানিতে হইবে। এই তত্ত্ব কোন বিরল ব্যক্তি জানে। যেহেতু এই সকল নাম জীবই কল্পনা করিয়াছে। জীব ব্যতীত নামরূপের কল্পনা অন্য কে করিবে? এবং তাহা ব্যক্তই বা (ব্যক্তি ব্যতীত) কে করিবে?

ঈশ ব্রহ্ম পরমাত্মা, পারব্রহ্মযো কোয়।
ওয়হ্ জীব কি নির্জীব হ্যায়, পণ্ডিত কহিয়ে সোয় ॥৫॥

পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া বলুন দেখি, ঈশ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম সজীব না নির্জীব বটে ?

কবীর যাকে বচনমে, জীব অনাদর হোয়।
নাস্তিক তাকো জানিয়ে, গুপ্ত সেওড়া সোয় ॥৬॥

হে কবীর ! যার উক্তিতে জীবের অনাদর আছে, তাহাকে নাস্তিক জানিবে। সে কুটীল সেবক বটে। যেহেতু প্রত্যক্ষের অনাদর করিয়া অপ্রত্যক্ষের সেবা করে।

জীব অনাদর যো কহে, নাস্তিক তাকো জান।
জীবদয়াসো মমদয়া, এহ যো কহা ভগবান্ ॥৭॥

যে জীবের অনাদর করিয়া কথা বলে, তাহাকেই নাস্তিক জানিবে। ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, জীবে দয়া আমারই দয়া বটে।

কবীর আত্মজ্ঞানকা, পরা জগতমে শোর।
পূছো কইসো আত্মা, তব দেত দাঁত নিপোর ॥৮॥

হে কবীর ! আত্মজ্ঞানের কলরব জগতে চতুর্দ্দিকে হইতেছে, কিন্তু যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়—আত্মা কেমন বটে ? তখন দন্ত বিকাশ করে।

চিহ্নকো সো চিহ্নে নহীঁ, আত্মা চিহ্নে মূঢ়।
পূছো কইসো আত্মা, তব কহে গুঁগাগুড় ॥৭॥

যাহা (যে স্বরূপকে) চেনা উচিত তাহা চেনে না, মূঢ় আত্মাকে চিনিতে বসে। যদি জিজ্ঞাসা কর—আত্মা কেমন? তখন বলে বোবার গুড় খাওয়ার মত।

পৃথিবীময় বহুমতের বহুশাস্ত্রে এবং সেই সকল শাস্ত্রে বহুমতের নিরূপণ বা সিদ্ধান্ত মনুষ্যরূপে জীবেরই বটে। যেহেতু, বেদ, বেদান্ত ও পুরাণাদি অজস্র শাস্ত্র শূন্য হইতে লিখিত হইয়া পড়ে নাই। জীব সনাতন। সেইহেতু জীবতত্ত্ব-প্রবোধক গম্ভীর সন্তমত সনাতন। সকলরূপের, সকল নামের সকল ব্যাখ্যার, সকল নিরূপণ বা সিদ্ধান্তের, সকল অবস্থার অবসান হয় জীবতত্ত্বে—গুরুতত্ত্বে—রামতত্ত্বে—হংসতত্ত্বে বা স্বরূপ স্থিতিতে। স্বরূপ স্থিতিতে জীব, গুরু, রাম, হংস বা স্বরূপ বলিবার লবমাত্রও অবকাশ নাই। এমন কি কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা প্রবেশেরও অবসর নাই। অতীব গভীর প্রশান্ত মহাসাগরবৎ স্বরূপস্থিতি জানিতে হইবে।

সজ্জনবৃন্দাশ্রিত

দীন গ্রন্থকার।

গুরুজ্ঞান-প্রকাশ।

বিচার পাদ।

প্রথম স্তবক।

হে সাধুস্বরূপ শান্তরূপ সন্ত সদ্‌গুরুদেব ! হে সত্য, বিচার, শিষ্যকৃত শীল, দয়া ও ধৈর্য্য এই পঞ্চ পক্ততত্ত্বময় হংসরূপ ! প্রার্থনা হে ভববন্ধন-মোচনকারিন্ ! হে অশরণ-শরণ ! হে পরমোদার শরণাগতপালক ! হে সৃষ্টির আদি অন্ত ও কাল-গুণ পরীক্ষক ! হে সর্ব্বমত সমীক্ষক ! হে পরম প্রকাশক, পরম পবিত্র রামরূপময় হংসপদবোধক ! হে চিন্তা-রহিত অচিন্ত্য গোস্বামি প্রভো ! যেন অহরহঃ তব চরণারবিন্দ-মকরন্দ পান হইতে দাসানুদাসের মনোভ্রমর বঞ্চিত না হয়, দাসের ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা। হে দুর্ব্বলসহায়ক কালাঘাত-নিবারক ! যেন তোমার সত্যপরীক্ষক শব্দের (বাণীর) সত্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই অর্থ-লক্ষিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, এইরূপ আমাতে বলের সঞ্চার করুন। হে আনন্দসিন্ধো সমর্থ পরমদয়াল দেব ! সাধুজনপ্রিয় ভববিনাশক কাল-ভয়োচ্ছেদক কালান্তককারিন্ কালগর্ব্ব-প্রহারিন্ সন্তজন সুখকারিন্ সমুজ্জ্বলপ্রকাশান্তর্গত-বিহারিন্ তোমার সুতীক্ষ্ণধার জ্ঞানাসিদ্বারা শরণাগত দীন শিষ্যের সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া সাকেত-প্রকাশের অন্তর্গত স্বপ্রকাশবিলীন তোমার হংসপদে

স্থির স্থিতিদানে কৃতার্থ করুন। হে বিবেক-বৈরাগ্য-ক্ষমাবতার! দাসের অহংকারবিনাশন! দাসের অশোভনামত্ত সংশয়াত্মক প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপনহেতু সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। গুরো! ত্রাহি মাম্ পাহি মাম্।

(১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। আমি কে? আর স্থূলাদিকৈবল্যান্ত পঞ্চদেহই বা কি? ব্যাখ্যার সহিত উত্তরদান করুন। হে প্রভো! নিজজনবোধে দয়া করিয়া দাসের বাহু ধারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। এক হইতে কিরূপে তিনি অনেক হইলেন এবং অনন্তকারণযুক্ত এই জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন? যখন তিনি এক, তখন কিরূপে অস্থায়ী সুখ ও দুঃখের বশে অস্থিরতা লাভ করিলেন?

(১) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! তুমি স্বতঃসিদ্ধ আনন্দস্বরূপ হংস। পাঁচটী দেহ ব্রহ্মের বিকার বটে; যেহেতু যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তাহা চঞ্চল বটে। তাহা স্থির সারবস্তু হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও জীব উভয়ই চঞ্চল। শুদ্ধ জীব বা হংসের কল্পনা ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবই কল্পনা করে যে আমি ব্রহ্ম; পুনঃ ব্যষ্টি জীবরূপে দাঁড়াইয়া, পঞ্চদেহকে আশ্রয় করিয়া, স্বকল্পিত ব্রহ্মকেই নিজের প্রভু মনে করে। মায়া, মন ও জগৎ এক ব্রহ্মই বটে। সুতরাং মায়ারহিত হইলে, সে ব্রহ্মের কোনই অস্তিত্ব থাকে না, কাজেই ব্রহ্ম অবস্তু। ব্রহ্ম অবস্তু হইলে, মন, মায়া ও জগৎ এই তিনেরই

ব্যবহার মিথ্যা। মিথ্যাহেতু এগুলিও অবস্তু। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইলে জন্ম ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। তাহাকে চুরাশী লক্ষ যোনিতেই ভ্রমণ করিতে হয়। হে শিষ্য! এইরূপ ভ্রান্তির বিচার করিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে স্বতঃই আনন্দস্বরূপ ধ্রুব হংসপদ লাভ করিবে।

(২) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। যে স্থলে ঋষিবৃন্দ ও বেদসকল এক বাক্যে ব্রহ্মপদকে স্থিরপদ বলিতেছেন, সেস্থলে ব্রহ্মপদকে অস্থিরপদ কিরূপে মনে করি?

(২) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! হৃদয়ে বিচার কর ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ, যেহেতু চৈতন্যগর্ভিত মায়া-মিশ্রিত ব্রহ্ম, মন ও ইচ্ছার বিস্তার করিয়া, জগৎ নির্ম্মাণ করিল অর্থাৎ স্বসংকল্পদ্বারা এক হইতে অনেক হইয়া জগৎরূপে প্রকাশ পাইল। পুনঃ অনেক হইতে এক ব্রহ্ম হইল, সুতরাং এইরূপে চঞ্চলতা হেতু তাহাতে স্থির স্থিতির অভাব রহিয়াছে। পাঁচ তত্ত্ব তিন গুণ, চতুর্দ্দশ দেবতা ও দশ ইন্দ্রিয় লইয়া জগৎ বহু বিস্তার লাভ করিল। মন ও মায়া ব্রহ্মের কারণ হইল, ব্রহ্ম জগতের কারণ হইল। অখিল ব্রহ্মাণ্ড, পঞ্চদেহ মধ্যে প্রকাশ পাইল। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রহিয়াছে এবং সকল হইতে পৃথক্ রহিয়াছে। বেদ, ঋষি ও শাস্ত্রসমূহ এইরূপ স্বমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মসৃষ্টি জীবের অনুমান বটে। হে শিষ্য! মায়াভরা এই ফাঁদ পরীক্ষা করিয়া লও। মায়াই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া, সমগ্র

জগতের বিস্তার করিল। শ্রবণ, মনন ও সাক্ষাৎ দ্বারা মায়াই পূর্ণব্রহ্মরূপে কথিত হয়।

(৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। শ্রবণ, মনন ও সাক্ষাৎকারদ্বারা মন ও মায়া হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ হইলেন, জানিলাম। সেই ব্রহ্ম কিরূপে চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিবে? চুরাশী মুক্ত হইলেত তিনি ব্রহ্ম পূর্ণসুখস্বরূপই হইলেন? এমত স্থলে হে দীনদয়াল! কিরূপে ব্রহ্মকে চুরাশীর কালস্বরূপ গণ্য করি?

(৩) গুরুকৃত উত্তর। বেদ, ঋষীশ্বর, মুনীশ্বর, মনুষ্য, সত্যশৌচদয়ারহিত দৈত্যসকল, প্রমাণ সহ এইরূপই (যেমন তুমি বলিতেছ) মত প্রকাশ করেন যে, ব্রহ্মের ইচ্ছা মায়া বটে এবং মায়া মনের ভাস বটে। সুতরাং মন মায়ার নিরসন হইলে এক ব্রহ্ম প্রকাশই থাকে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখ সকলে অনুমানের দৃষ্টিতেই দেখে, প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পারে না। না দেখিলে কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারে? মানিয়া লও শ্রবণ, মনন ও আনুমানিক সাক্ষাতের দ্বারা (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি) তুমি ব্রহ্মবেত্তা হইয়া ব্রহ্মই হইলে, কিন্তু হে সুবুদ্ধিনিবাস শিষ্য! তাহা হইলেই কি তুমি চুরাশী লক্ষ যোনিরূপ যে ভবচক্র তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলে? কদাপি না; কেননা—ব্রহ্ম হইলে সেই ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের ইচ্ছা মায়া হইল, মায়া মনের ভাস,

বটে এবং তাহাই সংসারের কারণ বটে। তাই বলিতেছি উৎপত্তি ও বিনাশ চঞ্চলতারই লক্ষণ বটে। সুতরাং ব্রহ্ম হইলে কিছুতেই কুশললাভ হয় না এবং জগৎ যেস্থলে ব্রহ্মসংকল্প-জাত, সেস্থলে ব্রহ্মে মুক্তি মানিলে জগৎকে ভ্রান্তিতেই আসক্ত থাকিতে হয়। সেই হেতু হে শিষ্য! মিথ্যা পদার্থ ব্রহ্মের পরীক্ষা কর। ছায়ারূপ যে সন্ধিকাল, তাহার মর্ম্ম অবগত হও। যাহা নাই অর্থাৎ অভাব পদার্থকে লক্ষ্য করাই অনুমান বটে। অতএব যাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেই হংসপদে প্রবেশ করিয়া থাকাই উচিত। গুরুমুখোচ্চারিত সত্য-পরীক্ষক শব্দাবলী (উপদেশ বাক্যের) দ্বারা অস্তি নাস্তি বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া অস্তি (অস্তিত্ব বিশিষ্ট) পদে স্থিতি কর ও যাহা যাহা নাস্তি (মিথ্যা), তাহা তাহা ত্যাগ কর।

হে প্রভো! সদ্‌গুরূপদিষ্ট সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা
(৪) শিষ্যকৃত উপদেশাবলীর পরীক্ষা কি বলিয়া দিন, যাহাতে
প্রশ্ন। জীব সেই উপদেশবাক্যের অনুরাগী হইয়া হংসপদে সংসার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্থিতিলাভ করিতে পারে। অপিচ ইহাও প্রকাশ করুন হংসদেহ কিরূপ এবং তাহার তাত্ত্বিক প্রকৃতি কি? তিনি কোন্ গুণের সহিত সম্বন্ধ রাখেন ও কিজন্য নির্ভয়ে স্থিতি করেন? এক্ষণে প্রভুর প্রসাদে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ব্রহ্মরূপ অণ্ড মধ্যে যাহা কিছু

রচনা মন ও মায়াকৃত, সুতরাং সেগুলি বন্ধনের মধ্যেই রহিয়াছে।

সত্য বলে'ছ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম-অণ্ডেরই প্রকাশ মন ও মায়া বটে।

(৪) গুরুকৃত জীব মন ও মায়ার বশে পড়িয়া অণ্ডজ, পিণ্ডজ, উত্তর। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি খনিতে ভ্রমণ করিতেছে ও সেই খনির আশায় বদ্ধ হইয়া বিকল ও ত্রাসিত রহিয়াছে। প্রমাণ সদ্‌গুরু কবীরের সত্য-পরীক্ষক শব্দ (বাণী)—

সাক্ষী—এক অণ্ড ওঁকারতে, সব জগভয়াপসার।
কহহী কবীর সবনারী রামকী, অবিচল পুরুষভর্ত্তার॥

ওঁকার-প্রতিপাদ্য এক নিরঞ্জন ব্রহ্ম অণ্ড হইতে সমগ্র জগৎ বিস্তার লাভ করিল। কবীর বলেন সকল জীব রামের নারী বটে ও সেই অচল পুরুষই ভর্ত্তা বটেন। সমুদ্রের জল যেরূপ অজস্র তরঙ্গের উত্থান, পতন ও ঘাত প্রতিঘাত হেতু অনুক্ষণ চঞ্চল থাকে এবং তরঙ্গ স্থিরতা পাইলে বড়বানল উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রজল শোষণ করিয়া ফেলে, সুতরাং উভয়তঃ অস্থিরতা দেখা যায়, সেইরূপ কি ব্রহ্মাবস্থায়, কি ব্যষ্টি জগতের অবস্থায়, জীবকে উভয় অবস্থাতেই চঞ্চল থাকিতে হয়। কাজেই দুঃসহ দুঃখহেতু ত্রাহি ত্রাহি রবে বিলাপ করিতে থাকে। জীব যখন নিজ সত্য প্রেম পাইয়া দয়ায় দ্রবীভূত হয়, তখন শুদ্ধ হয় এবং স্বতঃ নেত্র নিমীলন ও উন্মীলন করিতে করিতে, নিজ অনুমান দৃষ্টিতে নিজেকে দেখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দেখিতে পায় না—

যেহেতু তাহার স্বরূপ অণু। শেষ তাহার তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তির দ্বারা নিজেকে ব্রহ্মাকার দেখিতে পায়। এবং সেই ব্রহ্মাকারকে নিজের রূপ ভাবিয়া, তাহাতে আসক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি-হেতু, স্বরূপচ্যুত হইয়া ব্রহ্মরূপ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তুতঃ কিছুই নহে, জীবের প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র। সুতরাং নিজ সত্য-স্বরূপকে হারাইয়া নিজেকে মিথ্যা ব্রহ্মরূপ মনে করাই ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির কালই জীবের শুদ্ধাবস্থা হইতে অশুদ্ধ হইবার সন্ধিকাল। এবং এই সন্ধিকালই জীবের (অশুদ্ধাবস্থার) কালস্বরূপ। সুতরাং এইরূপে জীব নষ্ট হইল। অনুমান-দৃষ্ট নিজচ্ছায়া-সম্ভূত ব্রহ্ম, জীব, মায়া ও মন পরীক্ষা দ্বারা মিথ্যা জানিয়া ত্যাগপূর্ব্বক স্থিরপদে স্থিতি কর। যে জীব পক্ষপাত রহিত হইয়া স্থির স্থিতি করিল, সেই ভবসেতুর তারণ হইল। হংস স্বতঃ আনন্দস্বরূপ, তাহাই বিশুদ্ধ জীবের স্বরূপ বটে। অবিশুদ্ধ জীব গুরুর সত্য-পরীক্ষক উপদেশবাক্যে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় উপনীত ও স্থিত হইয়া নিজের কুশল নিজেই সাধন করে।

হে গুরুস্বামিন্! জীব স্বতঃসিদ্ধ হংস হইয়া কিজন্য (৫) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। জগতের অনুগমন করিল? জীবের প্রতিবিম্ব বা ছায়ারূপ যে কালসন্ধি সে-ত কালেরই পাকচক্র, সেই চক্রেই বা জীব কিহেতু পতিত হইল? তাহার মীমাংসা করিয়া দিন। কিরূপে মন মায়া তাহাকে ভ্রান্তিতে নিমগ্ন করিল? এবং কিরূপেই বা পুনঃ সে নিজরূপ প্রাপ্ত হয়?

হে দয়াল ! এই সকল প্রশ্নের এক একটীর মীমাংসা করিয়া দিয়া আমার বুদ্ধিকে সংশয়রহিত করুন। বুদ্ধি সংশয়শূন্য হইলে ছায়াসন্ধিজনিত ব্রহ্মবিষয়ক সংশয় ঘুচিয়া যায় এবং গুরুমুখ বিচারের দ্বার দিয়া অটলা সংস্থিতি (হংসপদে স্থিতি) লাভ করা যায়।

(৫) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য ! তোমার শ্রুতিসুখকর বিনীতবাক্যে আমি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার এই সকল প্রশ্ন অতি উত্তম ও সুখপ্রদ। যদিও মন, বাক্য, কর্ম্ম ও অনুমানবিষয়ক মীমাংসায় নামই সুখ ও শান্তিপূর্ণ, সুলভ ও সুগম মীমাংসক, তথাপি তোমাকে সংশয়রহিত করিবার জন্য বিস্তারিতভাবে হংসপদপ্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ সমস্ত ত্রুটি যথার্থ নির্ণয়ের সহিত ব্যক্ত করিতেছি। হে শিষ্য ! মায়াগর্ভিত অহঙ্কার-মুখ কল্পনাই, জীব ও ব্রহ্মসৃষ্টির মূলীভূত কারণ। অর্থাৎ অণু শুদ্ধজীব "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি ব্রহ্ম—কল্পনা করিল, সেই কল্পনা হইতে সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। সুতরাং ব্রহ্মসৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া জীবের দশা জাহাজের কাকের মত হইল। কাক যেরূপ সমুদ্রস্থিত জাহাজের মাস্তুলে থাকিয়া চারিদিকে উড়িয়া যায়, কিন্তু কোন দিকে পার দেখিতে না পাইয়া ঘুরে ফিরে এসে অগত্যা জাহাজেই বসে, সেইরূপ জীব কোথাও স্থির স্থিতি দেখিতে না পাইয়া অগত্যা ব্রহ্মেই স্থিতি করে। ব্রহ্ম জীবেরই কল্পনা। এই হেতু ব্রহ্মসৃষ্টি সাতিশয় নিগূঢ় বটে। মূঢ়জীব সেই সৃষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং

পঞ্চদেহকে আশ্রয় করিল। পাঁচ হইতে পাঁচ হইল, পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইল, পাঁচের প্রপঞ্চে পড়িয়া জীব কোথাও রক্ষা পায়না। পঞ্চাইত (পঞ্চতাত্ত্বিক) বিচার গুরুর শ্রীমুখবাণী দ্বারা অবগত হইয়া পাঁচ ও পঁচিশকে ত্যাগ কর। ন্যায়সঙ্গত গুরুকৃত পঞ্চাইত বিচার অবগত না হওয়ার জন্যই জগৎ-প্রপঞ্চে জীবের অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ পঞ্চাইত বিচার ব্যক্ত করিতেছি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। জীবের একোঽহং ব্রহ্ম কল্পনাকেই সচ্চিৎব্রহ্ম এবং তাহার সহিত আনন্দের যোগ থাকায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে। মায়াপ্রসূত অহংকারযোগে " সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাহং অস্মি " (আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম) বলে। একোঽহং—ইহার সূক্ষ্মধ্বনি হইতে ওঁকার হইল অর্থাৎ এ, ক, হ ত্যাগ করিলে ওঁ মাত্র থাকে। ওঁ হইতে মায়া সম্বলিত নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইল। নিরঞ্জন হইতে পঞ্চদেহ, তাহা হইতে স্থূল মায়া ও মন হইল, মায়া হইতে স্থূল তিন গুণ ও পাঁচ তত্ত্ব হইল, পঞ্চ কোষ হইল, পঞ্চকোষে জীব আবদ্ধ হইয়া চারি খনিতে ভ্রমণ করিতেছে। চারি খনিতে চুরাশীলক্ষ জীবযোনি রহিয়াছে। পাঁচ তত্ত্ব ও পঁচিশ প্রকৃতি হইতে অদ্ভুত সৃষ্টি বিস্তারলাভ করিল। ব্রহ্মাণ্ড—তাহা হইতে অণ্ড, খণ্ড, তাহা হইতে পিণ্ড হইল। পিণ্ড অণ্ডে, অণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে লয় পায়। পুনঃ তথা হইতে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাণ্ড সনাতন আকাশ বটে। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, মন ও স্থাবর জঙ্গমাদি করিয়া নানারূপ, জীবেরই কল্পনা বটে।

চারি খনি তিন লোক গুণের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্ম কল্পিত সুতরাং অভাব পদার্থ বটে, সেই ব্রহ্মকে জীব স্বামীরূপে মান্য করে। জীব সেইহেতু মহাচক্রে পতিত হইল এবং নানাক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। যেখানে কিছুই নাই, সেখানকারই ভরসা করে এবং তাহাতেই নিশ্চিত প্রীতি স্থাপন করে। এইরূপে অজ্ঞানতার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকিতে জীবের বহুকাল অতীত হইল। স্থূলদেহ ধারণ করিয়া দুঃখকেই সুখ মনে করিতে লাগিল এবং প্রগাঢ়ভাবে দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া তাহার ভোগ করিতে লাগিল। সেই মূঢ় জীব দুঃখের মর্ম্ম জানিতে পারিল না যে, তাহার কিহেতু এত দুঃখ। ছড়ান অবস্থা হইতে গুটাইয়া এক হয়, পুনঃ ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞানকে অজ্ঞানতা মনে করে এবং অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান মনে করে। এইরূপে অন্ধ-ধন্ধ হইয়া থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও শান্তি পায় না, বিকল হইয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করে। সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করিয়া দেখে না, পরীক্ষা করিয়া "না" দেখিলে, মিথ্যার ত্যাগ হইয়া কিরূপে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়? সৃষ্টির আদি বৃত্তান্ত পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, ব্রহ্ম, জীব ও মায়াই সত্য মনে হয়। অনেক কষ্ট পেয়ে পেয়ে শান্তিদাতার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মপদেই বোধ-বিশিষ্ট হয়। সুতরাং নিত্য ব্রহ্মাকার (শূন্যাকার) মধ্যে স্থিতি করে। কিন্তু ব্রহ্ম যেস্থলে কল্পিত, সে স্থলে তাহার স্থিতিও কল্পিত; সেখানে স্থিরতা কিরূপে

পাইতে পারে? এইরূপে কখন ঈশ্বর, কখন ঈশ্বরী, কখন ব্রহ্মপদ অনুমান করিয়া তাহা হইতে শান্তিলাভের আশা করে। অনুমানের মধ্যে থাকিয়া দীর্ঘকাল দুঃসহ দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে করিতে একদিন সাতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা, প্রেম ও বৈরাগ্যভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া প্রেমপূর্ণ বিনীতভাবে ডাকিতে লাগিল। সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্যপূর্ণ বিবেক ফিরিয়া আসিল। বুদ্ধি স্থির হইল, মন স্থির হইল, জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে নিমগ্ন হইল। এবং নিজ প্রকাশ-পূর্ণরূপ দর্শনে গুরুরূপ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইল। জ্ঞানদৃষ্টি পাইয়া স্বকৃত কল্পিত জাল সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়া, নিজ হংসপদে বোধপ্রাপ্ত গুরু, স্বপরীক্ষিত পদ প্রকটিত করিলেন। তিনিই প্রথম অর্থাৎ আদি শিষ্য, তিনিই আদি সদ্গুরু। তিনি পরীক্ষার প্রতাপে সকল সংশয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। নির্ণয়পূর্ণ সত্যপরীক্ষক উপদেশ তাঁহারই বটে। তিনিই বন্ধনমোচন গুণধাম মঙ্গলময় সাধু বেশধারী জীবন্মুক্ত আদি গুরু। তাঁর চরিত্র রহস্য বিবিধ ও বিচিত্র বটে। তাঁর মতের সম্যক্ উপলব্ধিই জ্ঞান। যেহেতু তদ্দ্বারা জ্ঞানেই স্থিতি হয়। সাধুগুরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাই ভক্তি। গুরুমুখী সাধু স্থিরপদ বটেন। অতঃপর তত্ত্ব ও প্রকৃতির বিষয় বলিতেছি এবং এই দেহীর যেরূপ ব্যবহার তাহাও ব্যক্ত করিতেছি। সত্য-পরীক্ষারূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, নির্গুণ ও সগুণ দুই মিথ্যা। কেননা উভয়েই

ওঁকার অণ্ড হইতে হইয়াছে। প্রথমে হংসজীব (বিশুদ্ধজীব) পাকারূপের অন্তর্গত ছিল এবং সেই রূপ, প্রকাশবিশিষ্ট হইয়া সাকেত জ্যোতির মধ্যে স্থিত ছিল। তখন দ্বিতীয় কেহই ছিল না। যাহা শুদ্ধ ও সত্য তাহাই প্রথমপদ হংসাখ্য জীব বটে। সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্য এই পাকা পঞ্চতত্ত্বময় তাহার রূপ বটে। সত্য ও বিচারের গুণ বিবেক, ধৈর্য্যের গুণ বৈরাগ্য, দয়ালুত্ব ও শীলগুণ সাধুভাবে গুরুভক্তি। হংস এই শুদ্ধ তিন গুণযুক্ত বটে। এক্ষণে শুদ্ধ পাঁচতত্ত্ব হইতে শুদ্ধ পঁচিশ প্রকৃতির স্বরূপ বলিতেছি।

১। সত্যের প্রকৃতি—নির্ণয়, বন্ধনরাহিত্য, প্রকাশ, স্থিরতা বা স্থৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা।

২। বিচারের প্রকৃতি—অস্তি ও নাস্তি পদের পার্থক্য বোধ, সত্য গ্রহণ, শৌচ গ্রহণ, সত্যপরীক্ষক গুরু বা বাণী অনুযায়ী পরীক্ষা করণ ও বোধহেতু বেদাদি শাস্ত্রের বাণী ধারণ।

৩। শীলের প্রকৃতি—ক্ষুধানিবৃত্তি, প্রিয়বচন প্রয়োগ, শান্তবুদ্ধি, পরীক্ষার প্রত্যক্ষতা ও সর্ব্বসুখপ্রাকট্য।

৪। দয়ার প্রকৃতি—অদ্রোহিতা, সমতা, জীবমৈত্রী, নির্ভীকতা ও দৃষ্টিসমতা।

৫। ধৈর্য্যের প্রকৃতি—মিথ্যাত্যাগ, সত্যগ্রহণ, সংশয়রাহিত্য, অহংকারশূন্যতা ও অচলতা।

বিবেক, বৈরাগ্য ও গুরুভক্তি এই শুদ্ধ তিন গুণ, সত্যাদি পাঁচ শুদ্ধতত্ত্ব এবং নির্ণয়াদি শুদ্ধ পঁচিশ প্রকৃতি—বিশুদ্ধ জীব বা হংসের দেহ বটে। এইগুলি পাকা বটে। যখন হংসের পাকাতত্ত্বের পাকাদেহ ছিল, তখন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অনুমান কি কল্পনার লেশ ছিল না। যখন সে তাহার পাকা পরমসুন্দর দেহ দেখিল, তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইল ও সেই আনন্দে নিমগ্ন হওয়ায়, আত্মবিস্মৃত হইল (আত্মহারা) এবং তাহাতে আত্মবিস্মৃতি-রূপ ছায়া স্থায়ী হইল। সেই ছায়াই ভ্রান্তির বীজ। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখ সেই ছায়া (আত্মবিস্মৃতি) ভ্রান্তির বীজ বটে কি না। তুমি কিঞ্চিৎ আঁধার হইলে পথ ধরিয়া হাঁটিয়া যাইতে হঠাৎ পথে একটী সর্প দেখিতে পাইলে, ভয়ে চমকিয়া উঠিলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটী সর্প নয় রজ্জু। এক্ষণে রজ্জু বিষায়ণী বিস্মৃতিই সর্পস্মৃতির উদয়হেতু সর্প দৃষ্টির কারণ হইল। সর্পদর্শনের পূর্ব্বে যদি রজ্জুস্মৃতি, জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে রজ্জুই দেখিতে পাইতে। ইহা যেরূপ সত্য, হংসের পাকাতত্ত্বের সুন্দররূপ সন্দর্শনহেতু তাহাতে যে আনন্দানুভূতি দেখা দিল ও তাহাতে মগ্নাবস্থা আসিল এবং তাহাই তাহার আত্মবিস্মৃতির কারণ হইল, ইহাও সেইরূপ সত্য। যেরূপ মণি হইতে তাহার প্রকাশ বাহির হইয়া অনেক-দূর প্রকাশিত করে, কিন্তু সেই প্রকাশ মণি নহে, তাহা মণির প্রকাশ। সেইরূপ পাকাতত্ত্বের রূপও হংস নহে, পাকারূপের

মধ্যে চিন্ময়রূপই-হংসরূপ। পাকারূপ তাহার প্রকাশ বটে। সুতরাং আনন্দে ডুবিয়া আনন্দরূপ হওয়ায় তাহার চিন্ময়স্বরূপ আনন্দের দ্বারা আবৃত হওয়ায়, আত্মবিস্মৃতি বা স্বরূপ বিস্মৃতিই ছায়ারূপে স্থায়ী ভাব ধারণ করিল। স্বরূপ বিস্মৃতির ফল এই হইল যে, হংসের পাকাতত্ত্বের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কাঁচায় পরিণত হইল (দুধ বদলাইয়া দই হইল)। সুতরাং পাকা ধৈর্য্যতত্ত্ব হইতে কাঁচা আকাশতত্ত্ব হইল। দয়া হইতে বায়ুতত্ত্ব, শীল হইতে তেজস্তত্ত্ব, বিচার হইতে জলতত্ত্ব ও সত্য হইতে পৃথ্বীতত্ত্ব হইল। এইগুলি কাঁচা স্থূলতত্ত্ব। পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব হইতে সত্ত্বগুণ, অগ্নি ও বায়ুতত্ত্ব হইতে রজোগুণ ও আকাশ হইতে তমোগুণ হইল। শুদ্ধজীব আত্মবিস্মৃতি হেতু " অহং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাস্মি " আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে—একোহহং বহুস্যাম্, " এক আমি অনেক হইব " সংকল্প দ্বারা রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে শিবের সৃষ্টি করিল অর্থাৎ ত্রিগুণকে আশ্রয় করিয়া, স্বয়ং তিনরূপে প্রকাশ পাইয়া চারি খনিতে চুরাশী লক্ষ যোনিতে প্রবেশ করিয়া বহু স্থূল জীবরূপে সংসারী হইল। ব্রহ্মাণ্ড, অণ্ড, পিণ্ড সৃষ্টি করিয়া সকলরূপের মধ্যে সকল লোকে ছড়াইয়া পড়িল। আত্মবিস্মৃতি হেতু নিজের ভূমিকা ত্যাগ করিল। যেহেতু ভ্রান্তিবশতঃ স্বয়ং ব্রহ্মাকার ধারণ করিল। এবং যখন ব্রহ্ম হইতে জগদাকার ধারণ করিয়া অনেক দুঃখভোগ করিতে লাগিল, তখন মনে মনে অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করিল, আমার দ্বিতীয় কেহ কর্ত্তা

আছে, সেই কর্ত্তার প্রেমে মগ্ন হইয়া বেদাদি বহুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিতে করিতে কর্ত্তা নির্গুণ নিরাকার স্থির করিল। শাস্ত্র শ্রবণ, মনন ও আনুমানিক সাক্ষাৎ দ্বারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্ম হইতে জগৎ হয়, এইরূপে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতে, সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মে যাতায়াত করিতে থাকে, কোথাও স্থির স্থিতি পায় না। সুতরাং পূর্ণ-সুখীও হইতে পারে না। অতঃপর স্থূল পঞ্চতত্ত্ব হইতে যে স্থূল পঁচিশ প্রকৃতি হইল, তাহার নিরূপণ বলিতেছি—

১। আকাশের প্রকৃতি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং ভয়।

২। বায়ুর প্রকৃতি—চাঞ্চল্য, কথোপকথন, বলপ্রকাশ, প্রসারণ ও সঙ্কোচ।

৩। অগ্নির প্রকৃতি—নিদ্রা, জৃম্ভন, ক্ষুধা, পিপাসা ও আলস্য।

৪। জলের প্রকৃতি—রক্ত, ঘর্ম্ম, নিষ্ঠীবন, মুত্র ও বীর্য্য।

৫। মৃত্তিকার প্রকৃতি—অস্থি, মাংস, নাড়ী, চর্ম্ম ও লোম।

আকাশের বর্ণ—ঘোর কৃষ্ণ, বায়ুর বর্ণ—সবুজ (হরিত), অগ্নির বর্ণ—লাল, জলের বর্ণ—শ্বেত, পৃথ্বীর বর্ণ—পীত। স্থূল পাঁচতত্ত্ব ও পঁচিশ প্রকৃতির স্থূলদেহ তাহাতে চারি অন্তঃকরণ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার (অন্তরিন্দ্রিয়) এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ পাঁচ স্থূল ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ দেবতা রহিয়াছেন। মনের দেবতা—

চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা – ব্রহ্মা, চিত্তের দেবতা—নারায়ণ. অহঙ্কারের দেবতা—শিব, চক্ষুর দেবতা—সূর্য্য, কর্ণের দেবতা—দিক্, বাক্যের দেবতা—অগ্নি, ত্বকের দেবতা – বায়ু, নাসিকার দেবতা—অশ্বিনীকুমার, জিহ্বার দেবতা বরুণ, হাতের দেবতা—ইন্দ্র, পায়ের দেবতা—উপেন্দ্র, উপস্থের দেবতা—প্রজাপতি, পায়ুর (গুহ্যদ্বারের) দেবতা – যম। স্থূল (অন্নময় কোষ) দেহের মধ্যে সূক্ষ্মদেহ (প্রাণময় কোষ), সূক্ষ্মদেহের মধ্যে কারণ দেহ (মনোময় কোষ), কারণ দেহের মধ্যে মহাকারণ দেহ (জ্ঞানময় কোষ), মহাকারণ দেহের মধ্যে কৈবল্য দেহ (বিজ্ঞানময় কোষ), এইগুলির পরে হংসদেহ (গুরুতত্ত্ব)। বিবেক, বৈরাগ্য, ও সাধুভাবে গুরুভক্তি এই তিনটী গুণ জীবের কল্যাণজনক বটে। কিন্তু সাধুভাবে গুরুভক্তি করা সহজ সাধ্য নহে। কারণ কেহ যদি সাধু বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় কিন্তু বিচারপূর্ব্বক কথা বলে না মুখের মধ্যে জিহ্বারূপ তরবারি বাঁধিয়া কেবল পরের আত্মাকে হনন করে অর্থাৎ জীবকে ভ্রান্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়া, জন্ম মৃত্যু চক্রে পরিভ্রমণ করাইয়া মনঃকষ্টের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাধু কিরূপে বলা যায়। অতএব এইরূপ লোকের সঙ্গ শীঘ্রই ত্যাগ কর, এবং গুরুর উজ্জ্বল পরীক্ষার শরণ গ্রহণ কর। যিনি সাধুবেশে মঙ্গলরূপ গুণধাম তাঁহারই নাম অশরণশরণ। তিনি বন্ধন-মোচনকারী সর্ব্বসুখদাতা দীনবন্ধু হংসপতি। সেই দীনদয়ালের শরণে আনন্দ আছে। কালের প্রত্যক্ষ ফাঁদ পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে মঙ্গলময় বন্ধনমোচন সর্ব্বজ্ঞদেব ! আপনার মঙ্গলরূপ এক্ষণে চিনিতে পারিয়াছি, আমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শঙ্কা উদিত হ'য়েছে, তাহা এই-যে জমা (মূল বস্তু) এক বটে না অনেক ? সেই প্রসঙ্গটী বুঝাইয়া বলুন। জীব শুদ্ধ হইলে হংসদেহকে আশ্রয় করিয়া মুক্তস্বরূপ হয় সত্য, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জীব কে ছিল—জীবই ছিল না আর কেহ ছিল ?

(৬) গুরুকৃত উত্তর। জমা (মূলতত্ত্ব) এক হইতেই অনেক হইয়াছে, তাহার কারণ—অহংকার। সৃষ্টির প্রাক্কালে জীব অহংকারাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মপদ আলিঙ্গন করিল, কাজেই নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিল। সুতরাং " অহং ব্রহ্মাস্মি " এতাদৃশ স্থির প্রত্যয়হেতু এবং " একোহহং বহু স্যাম্ " সংকল্প-হেতু এক হইতে অনেক হইল। তাহার নিজ ভূমিকা—হংসপদ বা রামপদ। এখনও যদি তত্ত্বদর্শী গুরুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সর্ব্বোত্তম সাধুরূপ ধারণ করিয়া রামভূমিকায় স্থিতি লাভ করে, তাহা হইলে এই স্থূল দেহেই সে তাহার মঙ্গলময় অবস্থাকে লাভ করিতে পারে। তাই বলিতেছি, এক হইতে অনেক ভেদ দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু যদি এককেই নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে অনেকের ভ্রান্তি ঘুচিয়া যাইয়া যে এক সেই এক হইয়া রহিবে। কালে ও দয়ালে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, এই বিষয়টী বুঝিয়া দেখ এবং তাহার পরীক্ষা কর। কালের গুণ—

সৃষ্টি করা আর প্রলয় করা। দয়ালের গুণ—দীনজনের উদ্ধার করিয়া হংস-স্বরূপ স্বপদে স্থাপন করা। কাল ও দয়ালের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধগুণ থাকায়, উভয়ের মধ্যে একতা কিরূপে আসিতে পারে? কাল অনেক রূপেতে জীবকে ভ্রমে ফেলাইয়া রাখে আর দয়াল একই রূপেতে সাধুগুরু নামে প্রখ্যাত হন। অতএব হে সুবোধ শিষ্য! যাহা শুদ্ধ হংসপদ তাহারই নিঃসংশয় বিচার কর।

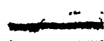
সত্য-পরীক্ষক শব্দ কবীর বাণী।

সাক্ষী—সাধু বতাওয়েঁ গুরুকো, গুরু কহে সাধু পূজ্য!
অরস্ পরসকে খেলমেঁ, ভই অগমকী সুঝ॥

সাধু বলেন—গুরু পূজ্য, গুরু বলেন—সাধু পূজ্য, পরস্পরের এইরূপ বিনোদহেতু অগম্য তত্ত্ব দৃষ্ট হইয়া পড়িল।

গুরু ও সাধুর একই রূপ বটে, অন্য যা কিছু কালের ফাঁদ গুরু দয়াল অশরণের শরণ ও সদা স্বচ্ছন্দরূপ সাধু বটেন, এবং কালজনিত ক্লেশের লাঘবকর্ত্তা বন্ধনমোচক। কিন্তু কাল অনেকরূপে জীবকে সংসার-প্রবাসে আটকাইয়া রাখে। কালের গুণ—বন্ধন, দয়ালের গুণ—বন্ধন মোচন, এমত স্থলে কালের সহিত দয়ালের একতা কিরূপে হইতে পারে? জীবরূপ জগা স্বতঃ এক হংসপদ কিন্তু বুদ্ধির ভ্রান্তিপ্রযুক্ত নিজের কাল নিজে উৎপন্ন করে। আবার যখন বুঝিতে পারে তাহার বুদ্ধিজনিত ভ্রান্তিই কালরূপে গ্রাস করিতেছে, তখন

পরীক্ষার দ্বারা ভ্রান্তির নিরসন করিয়া তিনিই দীনদয়াল গুরু হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—রোগী। রোগী রোগ-ভোগকালে বৈদ্যের বিবিধ ঔষধ সেবন করিয়া এবং সেই সকল ঔষধের গুণের সহিত পরিচিত হইয়া আরোগ্য লাভের পর সেই একজন বৈদ্য হইয়া বসে; কিন্তু যাহারা চিকিৎসিত না হইয়া স্বেচ্ছায় রোগভোগ করে তাহারা রোগী থাকিয়া যায়—যাহারা রোগভোগে মগ্ন থাকে, তাহাদিগকে রোগী জানিবে। রোগীর সহিত ব্রহ্মপদের একতা আছে। রোগী ব্রহ্মের বা ব্রহ্ম রোগীর সৃষ্টিই—রোগরূপ বিলাস আর এক ও অনেক ইহাই রোগের মূল বটে। কাজে কাজেই জীব বেচারী জন্ম ও মৃত্যুরূপ চঞ্চল খনিতে পড়িয়া তাহার ভুল দেখিতে পায় না। যদি নিজের ভুল দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেহা-ভিমানাদি সমস্ত মান পরিত্যাগ করিয়া দীনদয়ালের শরণাগত হয়, ও কালগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া স্থিতি করে এবং জানিতে পারে যে, এক ও অনেক দুইই অনুমান যেহেতু স্বরূপ-স্থিতিতে " এক " বলিবারও অবকাশ থাকেনা।



সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

শব্দ— হংসো ঠহরি দেখু থিতি বাট।
কাহে ভটকে ঔ ঘট ঘাট॥
যহঁ যহঁ যাহু তঁহা তঁহ দূজা।
তুহী কাল উপরাজা॥
কিয়ো কল্পনা জগকী আপে।
চৌরাশীকো সাজা॥
ভয়ে অনেক দুঃখ বহু পায়ে।
পুনি সো ব্রহ্ম কহায়ে॥
ব্রহ্ম ভয়ে থিতি কতহুঁ না পাওয়ে।
জগ ইচ্ছা রহি যাওয়ে॥
ব্রহ্ম জগত দৌউ ধোখা জীয়রা।
কল্পিত তেরো হোই॥
দেখু দৃষ্টি গুরু বুদ্ধি পরখ পদ।
তূ হ্যায় কি এহ কোই॥
আত্মারাম স্বতঃ পদ পূরণ।
গুরু পারখ ঠহবাই॥
কহহিঁ কবীর ঠহর পদ আপনে।
দূজা কাল কসাই॥

অর্থ ঃ—হে হংস ! স্থির হইয়া তোমার স্থিতির পথ নিরীক্ষণ কর। ভুলে পড়ে কেন অঘাটে বেড়াইতেছ ? তুমি যেখানে যেখানে যাবে, সেখানে সেখানেই তোমার দ্বিতীয় স্বরূপ অশুদ্ধ জীবভাবরূপ কাল রহিয়াছে। তুমি সেই কালকে উৎপন্ন করিয়াছ। কেন যে, চৌরাশী লক্ষ যোনির সাজ-স্বরূপ জগতের কল্পনা তুমি নিজেই করিয়াছ এবং সেই কল্পনার ফলে এক হইতে অনেক হইয়া বহু কষ্ট পাইলে, আবার মুক্তির বাসনা লইয়া সেই তোমার কল্পিত ব্রহ্মকেই মুক্তির স্থান মনে করিয়া, সোহং ব্রহ্মাস্মি (সেই ব্রহ্ম আমি) পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছ ! কিন্তু অবধারিত জেনো—ব্রহ্ম হইয়া কোথাও স্থিতি পাইবে না। যেহেতু ব্রহ্ম হইলে পূর্ব্ববৎ জগৎ বিষয়ে ইচ্ছা থাকিয়াই যাইবে। জীবের মধ্যে ব্রহ্ম ও জগৎ বিষয়ক ভ্রান্তি তোমার কল্পিত বটে। তুমি বিবেক-দৃষ্টি ও গুরুর নির্ম্মল বুদ্ধির সাহায্যে হংসপদ পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, সেই পদ তুমি না আর কেহ ? গুরু পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন—হংস স্বতঃ (স্বভাবতঃ) পূর্ণপদ-আত্মারাম। কবীর বলিতেছেন—হে হংস ! তুমি আপন আত্মারাম পদে স্থির স্থিতি কর। তোমার অশুদ্ধ জীবভাব কাল বটে—কসাই বটে, তার দয়া মায়া নাই।

হে দীনদয়াল গুরুদেব ! হে স্বতঃ হংসস্বরূপ দাতৃপদ !
(৭) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে যমজালমোচক—মঙ্গলরূপ সাধুগুরো ! আমার চিত্তে এক শঙ্কা রহিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে

সঙ্কোচ বোধ করিতেছি, যথাবিবেক বলুন—পুনঃ কাল কিরূপে দয়াল হইলেন ? অশুদ্ধ জীবভাব হইতে শুদ্ধ জীব-গুরুভাব-হংসরূপ কিরূপে ফিরিয়া আসিল ?

(৭) গুরুকৃত উত্তর।

শুদ্ধ জীবের কল্পিত ইচ্ছাই ব্রহ্ম নাম ধারণ করিল এবং যখন সেই ব্রহ্মাকারা ইচ্ছা ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইল, তখন তাহার নাম হইল মায়া। মায়া হইতে ত্রিগুণাত্মক মন হইল। মন হইতে সংকল্প উঠিল—"এক হইতে অনেক হইব" সেই সংকল্পহেতু অনেক হইল। চুরাশীলক্ষ যোনির সৃষ্টি করিয়া বহুধা যোনিতে প্রবেশ করিল। এইরূপে কল্পিত সৃষ্টি বিস্তারলাভ করিল। ত্রিগুণকে আশ্রয় করিয়া বহু জীবরূপে কর্ম্ম করিতে লাগিল এবং কর্ম্মের ফলাফল ভোগহেতু কর্ম্মের ফাঁসে আবদ্ধ হইল। সুতরাং সকল জীব ব্রহ্মধারায় পতিত হইল এবং ব্রহ্মপদানুরাগী হইয়া অস্থায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় না—যেহেতু মোহজনিত বুদ্ধির বশে সর্ব্বদা মুগ্ধ থাকে। চুরাশীলক্ষ যোনিরূপ যে খনি, মোহবশতঃ তাহাতেই সুখ মানে, বহু কষ্টভোগ করে, কিন্তু কষ্টের নিদান কি ? তাহার পরিচয় পায় না। এইরূপে বহুকাল কষ্টে অতীত হইল। যদিও মুলে জমা এক ছিল কিন্তু তাহার রীতি অনেক হইয়া পড়িল। তাহার অনেক রীতি দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং নিজের সংশোধনে মনোযোগী হইল। তাহার সংশোধিনী প্রবৃত্তি বলবতী হওয়া মাত্র তাহাতে (তাহার হৃদয়ে) সত্য বিচার

(বিবেকবুদ্ধিতে নিজের অনুশীলন) শীল, দয়া ও ধৈর্য্য আসিয়া বাস করিল। প্রেমের আহ্বানে স্বতঃ হংসপদ নিরীক্ষণ করিল এবং সেই পদের প্রাপ্তিহেতু সকল দুঃখের অবসান হইল। যেহেতু স্থির হইয়া যথার্থরূপে পরীক্ষা করিল এবং পরীক্ষার প্রকাশ প্রাপ্তিমাত্র স্বতঃ হংসপদ চিনিতে পারিল। হে বৎস! স্বতঃ (স্বাভাবিক) দৃষ্টি যে, যখন পেয়েছে, সেই তখন গুরুপদে স্থিরতা পাইয়া অন্যকেও পরীক্ষা করাইয়া দিয়া গুরুপদে অর্থাৎ হংস বা আত্মপদে (আত্মাবৈ গুরুরেকঃ) অভিষিক্ত হয়েছে। যে বুদ্ধিমান্ (কুশাগ্রবুদ্ধি) সেই পরীক্ষার মধ্যে স্থিতিলাভ করিতে পারে। নিজ হংসদশাকে প্রাপ্ত হইলে আর হানির কোন কারণ থাকে না। দীনদয়ালের নিজ দৃষ্টির বলেই মন মায়ার অস্তিত্ব। দৃষ্টি সম্বরণ করিলে মন মায়ার যে জাল তাহার বিনাশ হয়। দীন জীবকে নিজপদ স্বয়ং দেখালেন বলিয়া তাঁহার নাম দীনদয়াল। তাঁহার উপদেশ-বাক্যের মধ্যে যে প্রবেশ করিতে পারে সেই গুরু, শিষ্য, সাধু ও স্বামী সবই হইতে পারে। দয়াল পুরুষই হংসপতি মহাপ্রভু গুরুদেব বটেন। তিনিই দীনোদ্ধারণ অশরণ শরণ হংসজন। মহাগম্ভীর গুরু অতুাগ্র প্রত্যক্ষ। হে শিষ্য! উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই দয়ালপদের শরণাগত হও। গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যে গুরুপদে স্থির হয়, সে নিজ আত্মপদের মধ্যেই স্থিতি করে। স্বয়ং পরীক্ষা করা ও অন্য জীবকে পরীক্ষা করাইয়া দেওয়ার ব্যবহারের ব্যবস্থা, গুরু যথার্থই করিয়াছেন। হে শিষ্য! এই

হংসপদই দয়াল পদ। ইহাই কালকৃত ত্রিগুণময় নষ্টজাল বিনষ্ট করিতে পারে। যাবৎ যথার্থ পরীক্ষা না পাওয়া যায়, তাবৎ দয়ালপদ কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? বহু গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারেরা পরোক্ষভাবে কালের কলাই বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সদ্‌গুরু সত্যশব্দাবধারণ-পূর্ব্বক সত্যের নির্ণয় করিয়াছেন এবং যে জীব বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাতে আস্থাবান্ হইয়াছে, তাহাকে সত্যস্বরূপ হংসপদে স্থান দিয়াছেন। অতএব হে শিষ্য! কাল-কলার পরীক্ষা কর ও পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণকৃত সমস্ত প্রকাশ মিটাইয়া ফেল। হে শিষ্য! কাল ও দয়ালের যাহার যে গুণ তাহার যথার্থ প্রসঙ্গ তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর তোমার চিত্তে যদি কোন শঙ্কা থাকে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

হে অন্তর্যামী প্রভো! কাল ও দয়াল উভয়ের যে যে (৮) শিষ্যকৃত গুণ বর্ণনা করিলেন, তাহা জানিতে পারিলাম।
প্রশ্ন। আপনার মুখারবিন্দনিঃসৃত যথার্থ বিচারপূর্ণ বাণী দ্বারা কালের বিস্তৃতজাল লক্ষ্য করিলাম। আরও কালের যে সকল গুপ্তজাল যখন যেমন প্রসঙ্গ আসিবে, জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে প্রভু আর দুইটার ভেদ (পার্থক্য) বর্ণন করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন। সাধু ও গুরু দুই এক কি পৃথক্? ইহাঁদের বিষয় কিছু বুঝা যায় না। অতএব ন্যায়সঙ্গতভাবে অধীনের যথার্থ বিচার পৃথক্‌রূপে ব্যক্ত করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত

করুন। হংসরূপ জীবপদ দীনদয়াল বটেন। তিনি নষ্ট (দুষ্ট) কালজাল-বিনাশক বেশ বুঝিতে পারিলাম।

(৮) গুরুকৃত উত্তর।

সংসারে অস্মদাদি করিয়া মনুষ্যগনির যত বেশের রূপ দেখিতেছ, ততরূপই সাধু। যেহেতু মনুষ্যমাত্রেই সাধনার অধিকারী। সকলেই পরমার্থ সাধনার দ্বারা কালরূপ হইতে দয়াল হংসরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। তন্মধ্যে গুরুই উত্তমরূপ, কারণ তিনি গুরুদ্বারা বোধপ্রাপ্ত, চাঞ্চল্যরহিত স্থিররূপে সমাসীন থাকেন। তিনি স্বয়ং সুখী ও অপরকে সুখী করিতে সমর্থ। এইরূপে গুরুপরম্পরা বোধপ্রাপ্ত যিনিই তিনিই গুরু। তাঁহার লক্ষণ-পরীক্ষারূপ গুণ তাঁহাতে আছে; তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া এবং অপরকে পরীক্ষা করাইয়া দিয়া স্বরূপে বোধবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। হে শিষ্য! বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, স্থিরভাবে বিবেকের সহিত বিচার করিলে, সাধু ও চোর লক্ষ্য করিতে পারিবে। ঋষি, মুনি ও বেদ সকলেই সাধুদিগের গুণ ও লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। যে যে মতের যে যে বেশ দেখিতে পাও সকলেই নির্ব্বাণরূপ ধারণ করিয়া থাকে, যেমন অস্মদাদিরূপ দেখিতেছ সেইরূপ জানিবে। সেই সকল নির্ব্বাণরূপ (মুক্তের রূপ—সাধু-বেশ) ধারণ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যেহেতু রূপ (সাধুবেশ) প্রত্যক্ষ পূজ্য বটে এবং সেইহেতু পূজ্য সদ্গুরু সাধুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আনন্দলহরীর অগাধ সমুদ্রে

সাধুবেশ গুরু-পরীক্ষাদ্বারা স্থির স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই সাধু—যাঁহারা পরীক্ষাযুক্ত পরীক্ষক এবং উত্তম ক্রিয়া-নিষ্ঠ ও সত্যাদি গুণযুক্ত। বহুকালের অসংখ্য নামধারী মহান্ত গত হইয়াছেন। সাধুর বিষয়ে অনেক ভেদ আছে, তুমি গুরুর পরিপক্ক বুদ্ধি লইয়া পরীক্ষা কর এবং সন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হও।

(৯) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো! সাধু ও গুরুতে কি কি প্রভেদ আছে, এক্ষণে আমার সেই শঙ্কাই অপনোদন করুন। কৃপাকটাক্ষপাতে সকল প্রভেদ লক্ষ্য করাইয়া দিন।

(৯) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! সে বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। প্রকৃত সাধু ও ভেক্‌ধারী সাধুর মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। ভেক্‌ধারী সাধু সাংসারিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য অসিতবেশ ধারণ করে, যেমন কালনেমি, রাবণ ও রাহু। এতদ্ব্যতীত আরও অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ কালকলা-প্রভাবে বহুজীব দুঃখিত। তাহার উপর নিজ বুদ্ধিতে অনুমান করিয়া কল্পিত গুরুস্বামীর বেশ ধারণ করিল। তাদের বেশ কেবল অর্থ-প্রাপ্তির জন্য দৃষ্ট হয়। নানা মতে কৃত্রিম গুরুবেশ ধারণ করিতে দেখা যায়। বেশ-সাধুর কিন্তু ব্যবহার বিলাসিতায় পূর্ণ। হে শিষ্য! ভেক্‌ধারীর মধ্যে যিনি সত্যাশ্রয়ী, তিনি স্থির সাধুপদবাচ্য। দীনোদ্ধারণ গুণী গুরুর বেশ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা কর। যেহেতু বৈরাগ্যের রূপ বোধের রূপ। সুতরাং তাহা উত্তম দশা।

জগতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায়, সাধু স্বয়ংগুরুরূপ। সুতরাং সাধুর বেশে ও সাধুতে অনেক অন্তর রহিয়াছে। দ্রষ্টা গুরুর বিবেক দৃষ্টি লইয়া বিচার কর। সত্য গুরু সাধুরূপে প্রত্যক্ষ। ভেক্‌ধারীর সাধুভাবেশমাত্র। বিরক্তবেশ দীনদয়াল গুরু অতি প্রিয় করিয়া ধারণ করিয়া ছিলেন। সেই হেতু হে শিষ্য ! এই সকল বেশ সেই মঙ্গলময়েরই চিহ্ন। সাধু গুরু মঙ্গলমূর্ত্তি এবং তাঁহার অঙ্গ সুলক্ষণ-লক্ষিত। গুরু, তত্ত্ব বস্তুর অধিকারী, তাঁহার সঙ্গে বিবেক দৃষ্টি রহিয়াছে, তোমার সমীপে মাত্র ভেক্‌ধারী সাধুর ও তত্ত্বদর্শী সাধু গুরুর প্রভেদ বর্ণন করিলাম। গুরুর দৃষ্টির প্রতাপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। বেদ বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব নিশ্চিত ধারণা কর গুরুতে ও সাধুতে অন্তর নাই বরং বহুপ্রকারে একতাই রহিয়াছে। ভেক্‌ধারী সাধু ও তত্ত্বদর্শী সাধুব মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা দ্রষ্টা গুরুর সত্যপরীক্ষক দৃষ্টি লইয়াই পরীক্ষা কর। গুরুজ্ঞান অতিপ্রসন্নতা-কারক। অতএব তাঁহার সত্য-পরীক্ষক জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রষ্টারূপে স্থির থাক। পাঁচ ও পঁচিশকে সম করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গী কর। হে শিষ্য ! যাঁর তিনগুণ ও আচরণ শুভ এবং যিনি অপূর্ব্ব রহস্য-যুক্ত ও রাম ভূমিকায় স্থিতিসম্পন্ন, তিনি মনুষ্যপদবাচ্য হন। মনুষ্য-বুদ্ধি না পাইলে মনুষ্য মনুষ্য হইতে পারে না। মনুষ্য না হইলে সে উত্তম পরীক্ষা পাইতে পারে না। পরীক্ষার তত্ত্ব না পাইলে জীবের দুঃখের আদিকারণ নষ্ট হইতে পারে না। দুঃখ

না মিটিলে, হে শিষ্য! সে কিরূপে হংসপদাভিষিক্ত হইতে পারে? এই প্রকারে সদয়ভাবে সত্য-পরীক্ষক গুরুবাণী— যাহা তাঁহার বীজক গ্রন্থের সার মর্ম্ম, তাহা তোমার জ্ঞানগোচর করিলাম। যেহেতু তাহা শুভঙ্কর ও প্রৌঢ় মত এবং কালকৃত বিস্তৃত জাল-বিনাশক। অশরণ-শরণ দয়াল প্রভু কবীর সংসাররূপ যে বন্ধন, তাহার মোচনকর্ত্তা। তাঁহার মতের বিমল প্রকাশ অতি পবিত্র ও কালজনিত ক্লেশ নাশক।

হে দীনদয়াল! আপনি গুরুসাধুর ও ভেকধারী সাধুর (১০) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। যে সকল গুণ বর্ণনা করিলেন, তাহা সমস্তই অবগত হইলাম এবং উভয় গুণের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলাম। এক্ষণে মনুষ্যের লক্ষণযুক্তগুণ জানিতে ইচ্ছাকরি। মনুষ্য চুরাশীলক্ষ যোনিতে কেন পড়িল, তাহার শুভ নির্ণয় যথার্থ ভাবে করুন।

হে শিষ্য! চুরাশীর যে ব্যবহার, তাহার বিচার যথার্থ (১০) গুরুকৃত উত্তর। ভাবে ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। মন, মায়াকৃত ব্রহ্ম স্থাপন করিল, সেই ব্রহ্ম পুনঃ চুরাশীলক্ষ যোনিরূপ ফাঁদ নির্ম্মাণ করিল। অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিখনি প্রস্তুত করিল, তাহাই জীবের আবাসস্থান হইল। খনি সমূহের দ্বার হইল চুরাশীলক্ষ যোনি। চারি খনির চুরাশীলক্ষ যোনিতে কোটি কোটি জীব উৎপন্ন হইতে লাগিল

এবং খনিতে খনিতে উত্তম, মধ্যম ও অধম গুণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে চারি খনি চুরাশীলক্ষ যোনির নষ্ট জীব যেখানে সেখানে বাস করিতে লাগিল। পরীক্ষক গুরু জীবসমূহকে ক্লিস্ট দেখিয়া উগ্রবোধের খনি নিরূপণ করিলেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা গুরু বিবেকদৃষ্টির দ্বারা যখন চারি খনি দেখিতে লাগিলেন, তখন মনুষ্যকেই নির্ণয়ের খনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—মনুষ্য-দেহই উত্তমবুদ্ধির আধার বটে, মনুষ্যকেই বুদ্ধিমান্ দেখা যায়, সেই হেতু জগতের মধ্যে মনুষ্য দেহ উত্তম খনি। অণ্ডজ (অণ্ডজাত), পিণ্ডজ (পিণ্ডজাত), উষ্মজ (উষ্মজাত) তিন খনিতেই চেতনতত্ত্ব হংসের বাস রহিয়াছে। স্থাবর উদ্ভিদ খনিতে জড়চেতনের বাস, তাহাতে চৈতন্যের উগ্র বিকাশ নাই। হংসের বিহারের জন্য উত্তম, মধ্যম ও অধম জড় খনির উৎপত্তি হইল। সেই সকল খনির মধ্যে বাসস্থান দিয়া আদি মনুষ্য স্বপদ মনুষ্য জানিয়া নিজের নামকরণ মনুষ্য করিলেন। দয়ানিধানের নির্ণয় শক্তি লইয়া খনি সমূহের গুণ নিরীক্ষণ কর। মনুষ্য খনির বাহ্য বটে, ভ্রম-বশতঃ খনির মধ্যে গণ্য করা যায়। গুরুবাণীর বিচার লইয়া খনিসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, মনুষ্য দ্রষ্টা-স্বরূপ বটে। মনুষ্য হইলে সকল দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। এবং তখন নির্ম্মল অনুপম বিবেকদৃষ্টির উদয় হয়। যিনি দৃষ্টি প্রকাশক পরীক্ষক গুরু, তিনি পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যকেই গ্রহণ

করিলেন। যেহেতু মনুষ্য তাঁহার (গুরুর) পরীক্ষাকে প্রাপ্ত হইয়া সমদশায় হংসপদে স্থিরতা লাভ করিতে পারে। পুনঃ হংসপদ-প্রতিষ্ঠিত মনুষ্য যেরূপ কাঁচপোকা (ভৃঙ্গী কীট) অন্য কীটকে নিজ রূপ, বর্ণ ও গুণ বিশিষ্ট করে, সেইরূপ অন্য মনুষ্যকে হংসপদে পরীক্ষা করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব পঞ্চতত্ত্বের মনুষ্যদেহ সাধুদশার রূপ এবং গুরুর পঞ্চাইত বিচার শুভ। সুতরাং গুরুমহারাজ অটলরাজ্যের রাজা বটেন এবং সন্তমত পরমোজ্জ্বল ধর্ম্ম বটে। হে শিষ্য! যে মনুষ্য সন্তপদ সদ্‌গুরুর সন্নিধানে যাইয়া, তাঁহার উত্তম নির্ণয় বা মীমাংসাপূর্ণ মত বা ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে কালজাল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে এবং তাহার দশা দেখিয়া কাল পশ্চাত্তাপ করিতে থাকে। কালের কলা মনুষ্যই লক্ষ্য করিতে পারে, পশুদ্বারা লক্ষিত হয় না। পশুবৎ মনুষ্য বহু খনি ও বিবিধ বাণীতে বোধ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লুব্ধ হইয়া ভ্রমজালে পতিত থাকে।

(১১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরুস্বামী! মনুষ্যকে খনি হইতে ভিন্ন কিরূপে বলিতেছেন? চারি খনির বৃত্তান্ত সবিস্তার প্রমাণ সহ বর্ণন করিলেন এবং তাহাতে মনুষ্যকে চুরাশী লক্ষ যোনির অন্তর্গত করিয়াই স্থাপন করিলেন ও আপনার মাহাত্ম্য আপনি বর্ণন করিলেন, সে মনুষ্য খনি হইতে ভিন্ন কিরূপে বলিলেন? অতএব সে বিষয়ে যথার্থ বিচারপূর্ণ নির্ণয়

ব্যক্ত করিয়া, হে দীনোদ্ধারণ! মনুষ্যবিষয়ক রহস্য লক্ষ্য করাইয়া দিন।

হে শিষ্য! সে বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, পুনশ্চ বলিতেছি—বেদ,
(১১) গুরুকৃত উত্তর। বেদান্তাদি শাস্ত্র, সন্ত, ঋষি, মুনি ও মনুজ— সকলেই জীবের চারিখনি নির্ণয় করিয়াছেন। এবং তাহারই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, সেই প্রমাণেরই আচরণ করিয়াছেন। বন্ধনমোচন গুরু স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া যে নির্ণয় করিয়াছেন, আমি তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। চারিখনি নিরঞ্জন ব্রহ্মের স্থাপিত। সকলের মধ্যে তিনি নিজের অহঙ্কাররূপ জমা রাখিয়াছেন। আমি কর্ত্তা বলিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখেন ও সকলকেই নিজের সেবায় নিযুক্ত রাখেন। তিনি মহাপ্রবল কাল। স্ববলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত করিয়া রাখাই তাঁহার স্বভাব। চারিখনি ও চুরাশীলক্ষ যোনিতে স্থলচর, জলচর, উভচর ও নভশ্চর জীব সকল বাস করে। পরীক্ষকগুরু, শাস্ত্রবাণী ও চারিখনির পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং নিরূপণ করিলেন—চারিখনির মূলেই মনুষ্য রহিয়াছেন। যেহেতু "পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।" অতএব মনুষ্য হইতেই চারিখনি জীব উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ মূলচৈতন্যের ধারা সকল জীবের মধ্যে রহিয়াছে। সেইহেতু মনুষ্যরূপ অতি দুর্লভ বটে, মনুষ্যই খনির বিচার তন্ন তন্ন করিয়া করিতে পারে, অন্য জীবের সে ক্ষমতা নাই। চারিখনির লক্ষণ, ব্যবহার, শুভাশুভের বিচার মনুষ্যই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারে। নির্ণয়

মনুষ্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। মনুষ্য ব্যতীত সত্যাসত্যের নির্ণয় অন্য জীবে করিতে পারে না। সেইহেতু মনুষ্যের বুদ্ধি সর্ব্বোত্তম এবং সেইহেতু মনুষ্য চারিখনির অন্তর্গত হইয়াও পৃথক্। পশুখনি মনুষ্যখনিতে গণ্য হইতে পারে না। যদিও সকল খনির মিলিত বিচারে সকল খনিতে একই অনেক হইয়াছে, সুতরাং এক ভিন্ন অনেক খনিও যোনিভেদে অনেক বোধ হয়। জ্ঞানাভাবে সকল খনিই সমান। যাঁহার পরীক্ষার দৃষ্টি আছে, তাঁহারই মনুষ্যের লক্ষণ আছে। যাহার সে দৃষ্টি নাই, সে মনুষ্যাকার হইয়াও মনুষ্য নহে। পরীক্ষার বলে মনুষ্য সকলকে সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করাইয়া দেন। মনুষ্যরূপ অনুমাননাশক বটে। যেখানে অনুমান আছে, সেখানেই যমের ফাঁদ আছে। অতএব হে সন্ত! যমের আদি ভ্রান্তিরূপ ফাঁদ পরীক্ষা কর। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য স্বরূপ-পরীক্ষা করণ মাত্র অনুমাননাশক আনন্দকে প্রাপ্ত হয়। যে মনুষ্য, সে ব্রহ্মাকার রূপ যে অনুমান তাহার নাশ করিয়া, সত্যস্বরূপ হংসরূপে প্রবেশ করে। মনুষ্যের বুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সুলক্ষণযুক্ত গুরুর আজ্ঞাবহ সাধু সেই মনুষ্যকে চিনিতে পারে। যার খনি ও বাণী বিষয়ে নির্ণয়বুদ্ধি আছে, সেই মনুষ্য। সংসারে যত মনুষ্যরূপ দেখিতেছ, সে সকল প্রকৃত মনুষ্য নহে। পরীক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের লক্ষণ কিম্বা মনুষ্যের খনি বুঝা যায় না। যে গুরুবুদ্ধিকে সার করিয়াছে, সত্য-প্রতিষ্ঠিত, সে দয়া, ক্ষমা, শীল ও পরীক্ষাপূর্ণ বিচার এই চারি শুভলক্ষণকে ধারণ

করিয়াছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, বেশধারণ ও মোহ চারি খনির এই ছয়টী বিকার রহিয়াছে, সকলেই ছয়ের আশ্রিত। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানের ভাগ অধিক রহিয়াছে। মনুষ্য স্ববিবেকের সাহায্যে গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত পরীক্ষার দ্বারা ও সন্তবৃন্দের সৎসঙ্গে পড়িয়া নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারে। সেইহেতু সে চারি খনির মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব। অশরণশরণ গুরুর পক্ষাইৎ বিচারপূর্ণবুদ্ধি মনুষ্যকে সমতাসম্পন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং সে উদ্বেগরহিত হইয়া তাহার যথার্থভাবের মনন করিয়া তাহাতে বর্ত্তমান আত্মভূমিকায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। দুঃখে ও সুখে শান্তস্বরূপ মন উক্ত ভূমিকাতেই মগ্ন থাকে। মনুষ্য, চুরাশীলক্ষ যোনির পত্রিকা স্বরূপ। যেহেতু ঐ সকল যোনিগত ভাব-বৈচিত্র্য মনুষ্যের মধ্যে অঙ্কিত থাকে। মনুষ্য হইতে সব কিছু হইয়া থাকে, মনুষ্যই অনেকরূপ ধারণ করে। হংসপদে স্থিতিলাভ বশতঃ সত্য, দয়া, শীল ও সমতা এই চারিগুণ যোগে মনুষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং সহজবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যরূপ—সর্ববরূপ-পরিচ্ছন্ন অদ্ভুত বটে। হে শিষ্য ! মনুষ্য-বিষয়ক লক্ষ্য এইরূপ অবগত হও। জগতে মনুষ্যরূপ অনেক আছে, কিন্তু সে সকল কালের ভক্ষ্য বটে। মনুষ্যখনি গুরুমুখ-নির্ণয় প্রাপ্ত হইয়া সংশোধিত হইয়া থাকে। যে চুরাশীর চক্র হইতে রক্ষা পায়, সেই হংস। জীব স্বপদ হংসরূপকে পাইয়া কৃতার্থ হয়, তাহা দেখিয়া কাল হতাশ হইয়া ক্রন্দন করে যে

আমার মুখের আহার হাতছাড়া হইয়া গেল। হে শিষ্য! মনুষ্যাপেক্ষা আর উত্তম খনি নাই। তোমার নিকট বিমল-মতিপূর্ণ যথার্থ নির্ণয় করিলাম। আমার উপদেশের মধ্যে অনুমানের কোন মিশ্রণ নাই। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যের পরীক্ষা লও।

(১২) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে প্রভো! চারিখনি চুরাশীলক্ষ যোনির যে নির্ণয় করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। হে অনুমান-নাশক! অপুনর্ভব! আমার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধতাপের নিবৃত্তি হইল। হে গুরুদেব! এক্ষণে এক হইতে অনেক হওয়ারূপ যে ব্রহ্মকাহিনী বস্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকাবৎ তাহা ত্যাগ করিলাম। এবং আপনার অভয়পদদায়ক চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনার যথার্থ নির্ণয়ামৃতধার শ্রবণদ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিল। হে যমভয়ভঞ্জন! জনমনোরঞ্জন দীনজন-দুঃখ-নিবারণ! আপনার মত সমর্থ আর কে আছে? যেহেতু কালের জালে দুঃখিত জীবকে নিরাপদ স্থিতির মধ্যে লইয়া আসিলেন। তাই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি—চুরাশীর রূপত অনেক, মনুষ্যকে কোন্ রূপের মধ্যে জানিব?

(১২) গুরুকৃত উত্তর।

হে শিষ্য! চুরাশীলক্ষ যোনিরূপ রূপের মধ্যে মনুষ্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ বটে। চারিখনি, চারিবাণী, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই সকলের মধ্যে জীব আবদ্ধ রহিয়াছে।

পিণ্ডজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ বা স্থাবর জীবের এই চারিখনি বটে। যে বাণী শ্রবণদ্বার দিয়া প্রবেশ করে, তাহাকে পরাবাণী, সেই বাণী হৃদয়ের মধ্যে স্থিরতা পাইলে তাহাকে পশ্যন্তী বাণী, স্থির বাণীর নিশ্চয়কে মধ্যমা বাণী এবং যখন মুখদ্বার দিয়া ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে বৈখরী বলে। মনমায়া কল্পিত যে ব্রহ্মজাল—ব্রহ্মসৃষ্টি তাহাতেই জীব হাবুডুবু খাইতেছে। অহঙ্কারাশ্রিত জীব পানাহারাদি ব্যবহারে বদ্ধ রহিয়াছে। জীব তাহার অন্তর্গত উগ্রদশা অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যাহা নাস্তি অর্থাৎ অভাব পদার্থ—ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া নিজেকে ব্রহ্মরূপ দেখিতে লাগিল। সেই ব্রহ্মরূপ তাহার অনুমান-কল্পিত বটে। এইরূপে সে স্বয়ং বিপদে পড়িল। তাহার কল্পনা যে কল্পিত ব্রহ্ম, কল্পনার সহিত সেই ব্রহ্মে বাস করিল এবং ব্রহ্মকেই বিশ্বাস করিতে লাগিল। ব্রহ্মের সহিত অহঙ্কারাশ্রিতা বুদ্ধিই কালরূপ ধারণ করিল। সেই কালরূপা বুদ্ধি অনন্ত কলার বিস্তার করিল। মাহাত্ম্যপূর্ণ অপরিমিত গ্রন্থ রচনা করিল। প্রাচীন সনকাদি ঋষি মুনি—সকলেই প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং সে সকল গ্রন্থ হইতে বাছাই করে স্বকৃত বহুবাণীপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ বাণীতে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে অন্ধপরম্পরা তাঁহাদের মত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া চলিতে লাগিল। যেস্থলে সৃষ্টির মূল হইল ব্রহ্ম, ব্রহ্মের মূল হইল জীবের অনুমান-জনিত কল্পনা, সেস্থলে কল্পনামিশ্রিত বুদ্ধি হইতে যা কিছু প্রকাশ পাইল তৎসমস্তই কল্পিত হইল। সুতরাং কল্পনার

মধ্যেই ঋষি, মুনি সকলকেই পচিয়া মরিতে হইল। কল্পনার ভেদ কেহই পাইল না। যেহেতু এরূপ নির্ণয় কেহ করিতে পারিল না যে কে কল্পনা করে? আমি কে? এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেই বা কে ছিলাম? জীবের অনুমানকৃত ব্রহ্মেই ঋষি মুনি আদি করিয়া সকল জীবের মহাকঠিন দৃঢ়মমতা স্থাপিত হইল। কাহারও মূলমন্ত্র হইল শিবোহহং শিবোহহং, কাহারও বা সোহহং ব্রহ্ম। হে শিষ্য! সেইহেতু ঈশ্বরসৃষ্টি বা ব্রহ্মসৃষ্টি উভয়ই কল্পিত বিস্তার। বিচারপূর্ব্বক দেখ যাহার কল্পনা সে নিজের কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেই নষ্ট হইল। যেহেতু সে স্বপদচ্যুত হইল। তাহার অনুমানধৃত ব্রহ্ম, জীব, ঈশ্বর ও জগতে সত্য প্রতীতি স্থায়িনী হইল। বার বার নিরূপণ করিতে বসে কিন্তু তাহার ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর-নিরূপক যে সকল শব্দাবলী বা বাণী তাহারই ছায়ামাত্র ভাসমান হয়। প্রত্যক্ষীভূত কিছুই পায় না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ—যাহার এই সকল ভাস সেই প্রকৃতরূপ—প্রকৃতপদ। সেইহেতু গুরুর নির্ণয়ের সহিত মনুষ্যই যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ। এবং মঙ্গলময় মনুষ্য রূপই প্রথমরূপ; তাহা হইতেই চারিখনি, চুরাশীলক্ষ যোনি, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, জগৎ সমস্তই বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের গুণ অন্যরূপ। মন মায়া হইতে কল্পনা উঠেছে, কল্পনা ব্রহ্মাকার ধারণ করেছে, ব্রহ্মসৃষ্টি নানা আকার ধারণ করেছে। কাজেই সে সকলরূপ মনুষ্যের নহে, সেগুলি সমস্তই অনর্থপদ। যেহেতু রূপ অনেক দেখিতেছ, কিন্তু স্থূলরূপ সমূহের অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত সে

সকল মিথ্যা। এবং মিথ্যা হওয়ায় সেগুলি কিছুই নহে। সৃষ্টি সংকল্পিত হওয়ায় তাহাতে স্থিরতার লেশমাত্রও নাই। যদিও রূপই রূপ সকল উৎপন্ন করিয়াছে কিন্তু সে সকলরূপ মিথ্যা। যাহা বস্তুতঃ নাই তাহাতেই সকলে স্নেহ স্থাপন করিয়াছে সুতরাং যাহার প্রকৃতই অস্তিত্ব আছে সে নাস্তি-বিষয়ে লীন হইয়া আছে। জীব অন্যের ভরসা করিয়া নিজপদ চিনিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে কিছুই হওয়া উচিত ছিলনা। কিন্তু মায়ার প্রভাবে স্বসংকল্প দ্বারা অনেকরূপ হইয়া পড়িল। সেইহেতু চারিখনি চুরাশীলক্ষ যোনির মধ্যে মনুষ্যের রূপই প্রথমরূপ হইল। যে প্রথমরূপ হইতে সমস্ত হইল, সেই প্রথম রূপকেই ভুলিয়া গেল। এইহেতু পাঁচের প্রপঞ্চে পড়িয়া জীব ত্রিবিধ তাপরূপ শূল ভোগ করিতে লাগিল। হে শিষ্য! বিচারপূর্ব্বক সত্যের নির্ণয় করিয়া দেখ। সংসারে সকলেরই মত প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সকলেই বেদবাক্য মুখ্য করিয়া তাঁহাদের বাণীতে বেদের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল মতে জীব শান্তি পায় না। কারণ তাঁহারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বেদের নানারূপ অর্থ করিয়াছেন; একজন আর একজনের অর্থে সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া স্বয়ং অর্থ করিয়াছেন। পুনঃ তাঁহারও অর্থে সন্তোষ না পাইয়া অন্যে অন্য অর্থ করিয়াছেন। এইরূপে বেদের অর্থ বহু বিস্তারলাভ করিয়াছে। সুতরাং কার অর্থ সত্য, তাহার মীমাংসা করে কে?

অপিচ সকলের অর্থের ভিত্তি অনুমান। অনুমান ও কল্পনার হেতু নষ্ট বিষয়ে স্নেহ স্থাপন করিয়া বুধ অবুধ সকলকেই নষ্ট হ'তে হয়েছে। তথাপি অবুধ জন সেই সকল অর্থেই বিশ্বাস স্থাপন করে। ক্ষুধিত উদর কি গ্রাহ্য ভক্ষ্যবস্তুর নাম গ্রহণ করিলেই পূর্ণ হইতে পারে? তথাপি অজ্ঞ জীব তাহাতেই ভুলিয়া থাকে। তাই বলি বেদের অর্থ বিপরীত করিয়া যদি বুঝিতে থাক, তাহা হইলে যাঁহা হইতে কল্পনা ও অনুমানের প্রবাহ চলিয়াছে, সেই মূল মনুষ্য—আদি পুরুষ—যিনি মঙ্গলময় ও চৈতন্যময় তাঁহাকে ধরিতে পারিবে। তিনি প্রকাশবিশিষ্ট বলিয়াই তাঁহার নাম গুরু, হংস এবং তিনি সকল জীবের মধ্যে রমণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া রাম। **রামপদ, গুরুপদ, হংসপদ, মূলমনুষ্যপদ, চৈতন্যপদ, শুদ্ধ-জীবপদ ও আত্মপদ এক।** ব্রহ্মসৃষ্টি ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্ম রাজা, মায়া রাণী, মন উজির (মন্ত্রী) এবং দেহ রাজস্থান। সুতরাং সকলের চিত্তে সংশয়রূপ দ্বিধা লাগিয়াই থাকে, কেহই নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। সেইহেতু হে শিষ্য! ব্রহ্ম—মনুষ্যরূপ জীবের কল্পিতরূপ সুতরাং অবস্তু। মনুষ্য হইতে ব্রহ্মরূপ, ক্ষুদ্ররূপ ও বিবিধ নামের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইহেতু জগৎ নামরূপ ও গুণময় এবং চুরাশীর চক্র। মনুষ্যের ভুলেই সব কিছু হইয়াছে। সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক সেই ভ্রমের সংশোধন হইলেই জগতের ভ্রান্তিচক্র মিটে যায়। ভ্রম অঙ্গের মধ্যে বা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে নাই, ভুল আছে বুদ্ধির মধ্যে। সেই ভুল ধরিতে না পারার জন্যই সৃষ্টির মত

এত বড় সমস্যা দেখা দিল। তাই বলি হে সভ্য সন্তবৃন্দ! স্থির হয়ে বিবেচনা কর, ব্রহ্মাকার রূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ জীব কার ভরসা করিয়া ব'সে রয়েচে এবং কাহাকে বিবিধ কল্পিত নামে ডাকিতেছে? হে শিষ্য! তোমাকে যথাবিধি মনুষ্যবিষয়ক নির্ণয় দিলাম এবং মনুষ্য যে সকলরূপের প্রথম রূপ তাহা ব্যক্ত করিলাম। ইহাই চুরাশীতে বাস করে এবং এই স্বরূপ নিরূপণ করিতে বসে। বহু প্রকার কল্পনাদ্বারা কল্পনার নাশ করিতে চাহে। ইহার বর্ণনা বহু প্রকার ও বোধ বহু প্রকার। কল্পনারহিত হইয়া নিস্তার আশায় ব্রহ্ম হতে চায়, কিন্তু অজ্ঞান জানে না কল্পনারহিত হইয়া যদি ব্রহ্মই হইত, তবে ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে সৃষ্টি কিরূপে হইত? সুতরাং মিথ্যা প্রচার করে। ব্রহ্মে মুক্তির উপদেশ যে দেয় সেও নষ্ট হয়, যাহাকে উপদেশ করে, সেও ভ্রষ্ট হইয়া ক্লান্ত হয়। অবোধ, অবোধ উপদেশকের চরণ বন্দনা করিয়াই নিজের কল্যাণ কামনা করে। পাগল ইহা জানেনা—যে সমস্ত কল্পনা—**গুরুবিষয়ক, শিষ্যবিষয়ক, ব্রহ্মবিষয়ক, ব্রহ্মে মুক্তি-বিষয়ক, জগদ্-বিষয়ক, জীববিষয়ক, বন্ধনবিষয়ক, ও মোক্ষবিষয়ক** তাহারই বটে। সুতরাং হে শিষ্য! নিশ্চয় জানিবে মনুষ্য মনুষ্য হইতে না পারিলে, চুরাশীর ভ্রমণ ত্যাগ করিতে পারে না।

গুরুদেব! আপনার নির্ণয়ের বাণী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় (১৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। সুখ প্রাপ্তি হইল। জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল। আপনার কৃপায় বোধ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত-

পান করিলাম। হে সমর্থ প্রভু! মনুষ্যের গুণ ও লক্ষণ আরও কিছু বর্ণন করিলে কৃতার্থ হইতাম, তাই কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করি—মনুষ্যকে যে স্থলে পরমার্থরূপ বর্ণন করিলেন, সে স্থলে সবিশেষ প্রকাশ না করিলে, কিরূপে আদি সনাতন পুরুষের পরিচয় জানিতে সক্ষম হই?

(১৩) গুরুকৃত উত্তর। হে বৎস! বোধপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্য মনুষ্য হইতে পারে। সত্য, বিচার, শীল, দয়া, ক্ষমা এই পাঁচটী মনুষ্যের লক্ষণ। সর্ব্বদা বুদ্ধির প্রকাশ সমান ভাবে যাঁর থাকিবে, যিনি কল্পনার বচন উচ্চারণ করিবেন না, তিনিই সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জানিবে। যিনি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিয়া ক্রমাগত দুর্গুণ-ত্যাগে অভ্যস্ত হইবেন এবং সদ্‌গুরুর যথার্থ নির্ণয়বচনে মনোযোগী হইবেন, তিনিই গুণবান্ হইবেন। যাহাতে অনুমানের গুণ থাকিবে, তাহাকেই কাল-স্বরূপ জানিতে হইবে। নষ্ট নাস্তিপদের না আদি আছে, না অন্ত আছে। যার আদি অন্ত কিছুই জানা যায় না, তাহাই নাস্তিপদ অনুমান বটে। যাহার মধ্যে অনুমানের বুদ্ধি আছে, সে পশুখনির মধ্যে গণ্য। তাঁহাকে সংশয়ের ধারে হাবুডুবু খাইতে হয়। অনির্ব্বচনীয় যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি তাহাই অনুমান বটে, সেই অনুমানই সৃষ্টির বিস্তার করিয়াছে। নির্ণয়ের দৃষ্টি তাহাকে নাস্তি রূপ দেখিতে পায়। সুতরাং যাহা নাই (নাস্তি) সেখানে কেন মন দিবে? যে কাঞ্চন ও কাচ উভয়ই সমান দেখে, সে উত্তম বুদ্ধির নির্ণয়

কি করিয়া পাইবে ? সেই হেতু সত্যপরীক্ষক গুরু বিচার করিলেন, কল্পিত সৃষ্টির ব্যবহার নাস্তি (মিথ্যা)। কল্পিত সৃষ্টির দোষ ও গুণ উভয়ই কালস্বরূপ। সৃষ্টির গুণ—উৎপত্তি, দোষ-বিনাশ। মনের সংকল্পহেতু জগৎ বিস্তারলাভ করে, মনের বিকল্পহেতু নাশ পায়। সৃষ্টির মধ্যে চঞ্চল জীব কোথাও রক্ষা পায় না, সংশয়ে পড়িয়া নষ্ট হয়। যথার্থ নির্ণয়বচন উত্তমগুণ ও লক্ষণযুক্ত। নির্ণয়ের সহিত যে সাংসারিক ব্যবহারের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, সেই খাঁটী। আনুমানিক অর্থ মিথ্যা জানিবে।

সত্যপরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

সন্তো মানুষ কোই এক শূরা।
যাহিঁ মিলেঁ গুরু পুরা।
বহুতক ব্রহ্মধারকে হংসা।
বহুতক শিবগণ ভুতা।
বহুতক বিষ্ণু সেই জড় হোয়েঁ।
বহুত নিরঞ্জন পুতা।
বহুতক শিবশক্তি আরাধেঁ।
মদিরা পিয়া অচেতা।
খুন করেঁ বহু পূজি ভরম জড়।
রচ্ছাতনকে হেতা।

ষট্‌দর্শন পাখণ্ড ছ্যানবে।
অপনে অপনে ভাওয়ে।
সবে সরাহেঁ নিজ নিজ বানী।
পরখ কহাঁতে পাওয়ে।
ধন্দে বন্দে অন্ধে ভরমেঁ।
মিথ্যা নিজু করি থাপা।
কহেঁ কবীর মানুষ গুরুমুখ লহু।
মেটে কাল কলাপা।
মানুষকা গুণহী বড়া, মাঁস ন আওয়ে কাজ।
হাড় না হোতে আভরণ, ত্বচা ন বাজন বাজ।

হে সন্ত! কোন এক শূরজন মনুষ্য বটে, যে পূর্ণ গুরুকে * প্রাপ্ত হয়েছে। অনেক জীব ব্রহ্মাধারের মধ্যে অনেক ভূত, প্রেত, শিবগণের সেবক। অনেকে জড় শালগ্রাম শিলারূপ বিষ্ণুর সেবক, অনেকে নিরঞ্জনের উপাসক, অনেকে শিবশক্তির আরাধনা করিয়া মদ্যপানে অচেতন হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবশতঃ জড়ের পূজা করিয়া অনেক প্রাণীকে হত্যা করে। ছয়দর্শন ছিয়ানব্বই পাষণ্ড মত সকলেই আপন আপন মত পছন্দ করে। ভ্রমবশতঃ ধাঁদায় পড়িয়া বন্দনা করে, জড়কে সত্য মানিয়া স্থাপন করে, নিজকে অপকৃষ্ট ও মিথ্যা মনে করে। কবীর বলিতেছেন—হে মনুষ্য! গুরুমুখ নির্ণয় গ্রহণ কর, যাহাতে কালের যাবতীয় কল্পনা বিনষ্ট হয়ে যায়। মনুষ্যের গুণ বড়,

* পূর্ণগুরু=যিনি স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন।

তাহার মাংস মনুষ্যের কাজে লাগে না, হাড় হতেও কোন আভরণ প্রস্তুত হয় না, না ত্বকের কোনই বাজনা বাজে।

হে ভববন্ধন মোচক! যথার্থ মনুষ্যের গুণ ও লক্ষণ
(১৪) শিষ্যকৃত অবগত হইলাম। প্রভুর পরীক্ষা-প্রভাবে বিচারের
প্রশ্ন। লক্ষ্য বোধগম্য হইল। হে প্রভো! কিহেতু গুরু আদি রূপ মনুষ্যের করিয়া ছিলেন? এবং কিরূপেই বা সকল প্রকার সাংসারিক সুখ দুঃখ রহিত হইয়া মনুষ্য গুরুর শ্রেষ্ঠগত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দয়াল তাহা ব্যক্ত করুন।

হে শিষ্য! হংস স্বতঃই স্থির আনন্দরূপ, তাঁহার অন্তরের
(১৪) গুরুকৃত মর্ম্ম দ্বিতীয় স্পন্দন এইরূপ হ'য়ে ছিল যে, তিনি
উত্তর। ভাবিলেন "একোহহং স্বচ্ছন্দঃ" (স্বচ্ছন্দ বিহারী আমি এক)। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যিনি এক আনন্দরূপ স্বচ্ছন্দ-যুক্ত তাহাত তিনি আছেনই, সেখানে তাঁহার অন্তরাকাশে এতাদৃশী ভাবনার অবকাশ বা প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বেশত যা বটেন তা আছেন, সেখানে "আমি এতদ্রূপ" ভাবনাই যে মহামায়ার ছিদ্ররূপ দাঁড়াইল এবং এই ছিদ্র হইতেই মন ও মনের মন্তব্যাদি গুণ প্রকাশ পাইল। সেই গুণের গুণন করিতে করিতে সত্ত্ব, রজ, তমঃ তিন গুণও দেখা দিল এবং ক্রমশঃ পাকাতত্ত্ব হইতে কাঁচা তত্ত্ব ও কাঁচাতত্ত্ব পাঁচতত্ত্ব হইতে পঁচিশ প্রকৃতির বিকাশ হইল। কেন যে হংসের অন্তরের প্রথম স্পন্দন হইয়াছিল "কোহহং" (কে আমি) তাহার সিদ্ধান্ত—স্বরূপ ভাবনা এল-

একোঽহং স্বচ্ছন্দ আনন্দরূপ ব্রহ্মাস্মি - স্বচ্ছন্দযুক্ত আনন্দরূপ এক ব্রহ্ম (ব্যাপক) আমি। সুতরাং যে হংস আনন্দঘনচিন্ময় মনুষ্যরূপ ছিলেন, স্বব্যাপকতার ভাব গ্রহণ করিয়া, চারিখানি চুরাশী লক্ষ যোনীর কল্পনা করিয়া, ঐ সকল খনির যোনীতে প্রবেশ করিয়া স্থূল বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশ পাইয়া এক হইতে অনেক হইলেন। বেদ বলেন—সেই একের বিস্তার (একোঽহং বহুস্যাম্ সংকল্পহেতু) মুনি মনুষ্য দেহ। এতদ্বিষয়ে জগতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, যেহেতু বহুগ্রন্থে সেই এক বিদিত আছে। হে শিষ্য ! তন্মধ্যে যে ক্রটী গুরু প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহা দ্রষ্টার বিবেকবুদ্ধি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। সমস্তই জগৎ অনুমানকৃত ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অহঙ্কার লইয়া প্রকাশ পাইল। পরীক্ষক গুরুর নির্ণয় অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া দেখ— সে সকল মনুষ্যের কল্পনা হইতে হইয়াছে কি না ? কেননা ব্রহ্ম হইতেই বহুস্যাম্ ইচ্ছারূপ অহঙ্কার হইল। রূপ ব্যতীত অহঙ্কারাশ্রিতা মায়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপ্ত হইবে ? রূপ ব্যতীত ইচ্ছার উদ্ভব কিম্বা নামের উদ্ভব কোথা হইতে হইবে ? এবং রূপ ব্যতীত সংকল্পকর্ত্তার স্থান বা কোথায় ? সেই হেতু মন, মায়া, ব্রহ্ম, জীব সমস্তই কল্পিত হইল। সুতরাং সগুণ বহু ঈশ্বর, চারিখনি, চুরাশী লক্ষ যোনী—সমগ্রের মূল ভ্রান্তি। ভ্রান্তির মূল ব্রহ্ম, ব্রহ্মের মূল আদি মনুষ্যরূপ ও মনুষ্যরূপের মূল হংসরূপ। সেই হেতু সৃষ্টির মূল রূপ মনুষ্যরূপ। এই হেতু মনুষ্যরূপই আদি রূপ। সেই রূপেরই ছায়া সমস্তরূপ বটে।

মনুষ্যরূপের মধ্যেই সোঽহং ব্রহ্মস্বরূপ দ্বিতীয়ত্বরূপ ভাস হইল। মনুষ্যই ব্রহ্মাকার কল্পনা করিল। যেহেতু ব্রহ্ম বিস্তৃত বা ব্যাপক পদ সেইহেতু মনুষ্য ভ্রান্তির ধারায় পতিত হইল। রূপই রূপে প্রবেশ করিয়া রূপ হইতে রূপ প্রকাশ করিল। রূপ হইতেই পুনঃ নাস্তি হইল, রূপই অরূপ (নিরাকার=শূন্যস্বরূপ অভাব পদার্থ) হইল। হংস স্বতঃ আনন্দরূপ হইলেও পাকা মনুষ্যদেহ হইতে ব্রহ্মকল্পনা করিয়া পুনঃ তাহা হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া চুরাশীলক্ষ যোনির মধ্যে তাহার কাঁচা ঘর প্রস্তুত করিয়া, স্বচ্ছন্দ বিহারী হইল। স্বরূপচ্যুত হইয়া তাহার প্রথম রূপকেও বিস্মৃত হইল। সুতরাং কালের ফাঁদে পড়িয়া ঘন ঘন কষ্টভোগ করিতে লাগিল।

(১৫) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে সদ্গুরু মহারাজ! কৃপা করিয়া আরও বিস্তারপূর্ব্বক বলুন—হংস যে স্বতঃ স্থিরপদ, তিনি কিহেতু মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া চঞ্চলতাকে আশ্রয় করিবেন? এই প্রসঙ্গটী বুঝাইয়া দিন।

(১৫) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! সেই শুভ প্রসঙ্গ যথাবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বতঃ অস্তি-স্বরূপ আনন্দপদ কিরূপে অন্যথারূপ ধারণ করিলেন বলিতেছি। সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্য সকল তত্ত্বই হংসের সমীপবর্ত্তী ছিল, সেই সকল তত্ত্বের প্রতিবিম্বিত ছায়ায় লক্ষ্য পড়ায় অস্তিস্বরূপের

স্বলক্ষ্যসূত্রে সেই ছায়াতে বাস হইল এবং এই ছায়ায় অস্তি স্বরূপের বাস হওয়ামাত্র তাহাতে অহঙ্কার প্রকাশ পাইল। যেমন কোন প্রাণী দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিলে উক্ত প্রতিবিম্বের সহিত আমিত্বের মিশ্রণহেতু আমি সেই প্রতিবিম্ব এতদ্রূপ অহংকার ভাস বিশিষ্ট হয়, অস্তির মধ্যে সেইরূপ অহংকারের উদয় হইল। সোঽহং (সেই অহঙ্কার) ব্রহ্মাস্মিবোধে ব্রহ্মাকার হইল, ব্রহ্মকল্পনা হইতে মনমায়া হইল, মনমায়া হইতে সমস্তই হইল অর্থাৎ কল্পনা ক'রে ক'রে অনেক কায়া হইল। হে শিষ্য ! রূপভ্রম হইতে হংস মনুষ্য পদ প্রাপ্ত হইল। সুতরাং অস্তি নাস্তির মিলনহেতু সৃষ্টি হইল। অস্তি স্বকল্পিত ছায়ারূপ ব্রহ্মে বাস করিল। হে শিষ্য ! যেরূপ মদ্যপানোন্মত্তের কেবল আপনার ভানমাত্র থাকে, সেইরূপ হংসের পক্ষে মনুষ্যদেহের প্রাপ্তি হইল* ।

হে প্রভো ! আপনিত স্বতঃ প্রকাশরূপ দীনবন্ধু
(১৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। করুণায়তন কিরূপে হংস-ভাস ছায়াকে আশ্রয় করিলেন ? ব্রহ্ম হংসরূপের ছায়া বলিতেছেন,

*গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—মদ্যপায়ী যেরূপ মদোন্মত্ত অবস্থায় সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিরহিতাবস্থার মধ্যে কেবল ত্বদীয় স্থূল মনুষ্যাকৃতির ঈষৎ জ্ঞান বর্ত্তমানতায় স্থিতি করে, সেইরূপ হংসের ও মনুষ্যাকৃতির ঈষৎ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সে স্বরূপচ্যুত হইয়া মনুষ্যাকারে পরিণত হইল। যেহেতু রূপব্যতীত কি অহংকার, কি ইচ্ছা, কি মায়া, কি মন, কি সংকল্প, কি নাম, কি কর্ত্তার স্থান নাই ; রূপই সকলের আধার। রূপের ছায়াই অব্যক্ত প্রথম মনুষ্যরূপ বটে, বর্ত্তমানে তাহাই স্থূল মনুষ্যরূপে জগতে প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু ছায়া দেহ ব্যতীত হইতে পারে না দেখ্‌ছি। সেখানে হে প্রভো! আপনার কিরূপ তনু ছিল? এবং যখন কিছুই ছিল না, তখন কল্পনাই বা কিরূপে সম্ভব হল? হে দীনদয়াল! ইহার যথাবিধি উত্তরদানে হৃদয়ের বিশাল সংশয়রূপ শেল উৎপাটন করিয়া শরণাগত দাসের জন্ম জন্মান্তরের ব্যথা অপসারিত করুন। আপনার সত্য শুভ নির্ণয় ব্যক্ত করুন।

হে সুমতি শিষ্য! যথার্থ নির্ণয় শ্রবণ কর এবং তোমার (১৬) গুরুকৃত প্রশ্নের উত্তর চিত্তের মধ্যে ধারণা কর। হংস স্বতঃ
উত্তর। আনন্দপদ, ইহার মধ্যে অন্য কিছুরই কোনরূপ লেশ নাই। হংসের না দেহের ক্লেশ আছে, না গেহের ক্লেশ আছে। হংস আদি অস্তি স্থির যথার্থপদ এবং নির্ণয়রূপ স্বয়ং প্রকাশ ও প্রকাশক। হংসের সহিত ধৈর্য্যাদিতত্ত্ব সমূহও প্রকাশ বিশিষ্ট ছিল এবং সেই প্রকাশের মধ্যে হংসের উত্তম বিহার ছিল। ভাস, প্রকাশ, বিম্ব, হংসের অনুকূল ছিল কিন্তু রূপ ভাসহেতু ছায়াতে ভুলিয়া গেল। যে স্বতঃ স্থিরপাদ, তাহার বাস হইল—ব্রহ্মরূপ ছায়ার মধ্যে। ছায়ার মধ্যে সে প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাতে আশার স্ফূরণ হইল, আশার মধ্যে কোঽহং কল্পনা উঠিল এবং আমি ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মাস্মি) এতাদৃশ জ্ঞান হইতে ইচ্ছা শক্তিরূপ মন হইল। ইচ্ছাশক্তিই মায়া, মায়াশক্তিই মন। মায়ার মধ্যে মনের বাস, মনের মধ্যে ইচ্ছার বাস। মন মায়ার পরস্পর সংযোগহেতু স্থূলের সঞ্চার হইল ও স্থূল হইতে কর্ম্মের বিস্তার হইল। এইরূপে স্থূল বিস্তৃত হইয়া

কর্ম্মজাল বিস্তৃত করিল। হংস মধ্যে ব্রহ্মরূপ ছায়াই হইল প্রথম বিকার। সেইহেতু অস্তিস্বরূপ হংসপদ নাস্তি ছায়া স্বরূপ ব্রহ্মপদের অনুসরণ করিল। সুতরাং নাস্তিপদের সহিত অস্তিপদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া জগৎ নির্ম্মিত হইল। প্রথম পদে বিকার উৎপন্ন হইল বলিয়া ব্রহ্মপদার্থই সার হইল। কিন্তু ব্রহ্ম হইলে কোন সুখ নাই, কারণ নাস্তি (যাহার অস্তিত্ব নাই) পদার্থ নাস্তির মধ্যে গণ্য। হে শিষ্য! ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ বিকার মনে কর। কিন্তু সেই নাস্তি ব্রহ্মাকার পদই জগতের আধাররূপে দাঁড়াইল। জীব স্বকল্পিত নাস্তি ব্রহ্মপদেই স্থিতি করিল ও তথা হইতে বিস্তারলাভ করিল। নাস্তি-স্নেহী নাস্তির মধ্যেই বাস করিল। হংস ভ্রান্তিবশতঃই আত্মবিস্মৃত হইয়া ছায়া ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিল। সেইহেতু ব্রহ্মপদ স্থির নহে, কল্পনা ক'রে ক'রে চুরাশীর মধ্যে চক্রভ্রমণ করিতেছে। হে শিষ্য! হংসের প্রথম যে দেহ, সেই দেহ হইতেই ছায়াকে লক্ষ্য করিল, ছায়া হংসবিম্বরূপ দেহেরই আভা। সে কোঽহং (কে আমি) অনুসন্ধানের বশে স্ব-প্রতিবিম্ব আশ্রয় করিল। ব্রহ্ম বলি, প্রতিবিম্ব বলি, ছায়া বলি, সেই ছায়া ব্রহ্মই কল্পনা, অনুমান, আশা, ইচ্ছা বা মন মায়ার আশ্রয় হইল। প্রতিবিম্ব প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিল, সুতরাং তাহার ইচ্ছা হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেইহেতু ব্রহ্মাকার, হংসদেহের প্রথম বিকার মিথ্যা ছায়ারূপ। এবং হংস বৈকারিক দেহকেই সত্য মানিয়া তাহাতে স্থিতি করায় সত্য মিথ্যাত্মক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু

সে মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ না করিলেই বা কিরূপে সত্যস্বরূপ হংসপদে প্রতিষ্ঠিত হয়? সত্য মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা হইয়াছে। এরূপ হওয়ার কারণ তাহারই ভ্রান্তি। ভ্রান্তি মনের আকস্মিক বৈকারিক বৃত্তি। তাহা ইচ্ছা করিয়া উৎপন্ন হয় না। যিনি মহাজ্ঞানী তাঁহারও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, দিগ্‌বিভ্রম হয় এবং পিত্তাশ্রিত দৃষ্টিতে দৃশ্যবস্তু পীত বলিয়া ভ্রম হয়। ভ্রম যাঁহার মধ্যে হয়, তিনি সত্য কিন্তু ভ্রম মিথ্যা। সত্যে মিথ্যাত্মিকা সত্যপ্রতীতিই ভ্রম। যেমন রজ্জু সত্য। সেই সত্যস্বরূপ রজ্জুতে মিথ্যাত্মিকা সত্য-প্রতীতিরূপ সর্প অর্থাৎ রজ্জুতে যে সর্প দেখিতেছি আপাততঃ (যাবৎ রজ্জুতে রজ্জু বোধ হয় নাই তাবৎ) তাহা সত্য বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা, রজ্জুই সত্য। সুতরাং মিথ্যাত্মক সত্যবোধরূপ যে সর্প দৃষ্টি তাহা ভ্রম। সেইরূপ সত্যস্বরূপ হংস তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মপদ কল্পনা করিয়া তাহাকে সত্য মনে করিতেছে, তাহা তাহার ভ্রম। **কিন্তু সত্যকে না ধরিতে পারিয়া যদি মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লই, তাহা হইলে সত্যধারণা সত্যস্বরূপ হংসে (আত্মস্বরূপ আমাতে) কিরূপে আশ্রয় লইবে?**

হে গুরু প্রভো! আপনার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া (১৭) শিষ্যকৃত. তৃপ্ত হইলাম, এবং কৃপাকটাক্ষপাতে সমস্ত মর্ম্ম প্রশ্ন। অবগত হইলাম। এক্ষণে হে দীন-প্রতিপালক

প্রভো ! যে কিছু শঙ্কা মনে উদিত হইয়াছে, তাহার সমাধান করিয়া দিন। তাহা এই যে, যে স্থলে হংসদেহের প্রতিবিম্বই কালের সন্ধিচ্ছায়া এবং সেই ছায়াই যত উপাধির হেতু, সে স্থলে তাহাকে অস্তিরূপ কিরূপে মনে করি ? হে সাধো ! ইহার সত্য তথ্য উদ্ঘাটন দ্বারা দাসকে সংশয়রহিত করুন।

(১৭) গুরুকৃত উত্তর।

হে শিষ্য ! ছায়ারূপ যে প্রকাশ তাহাই যাবতীয় উপাধির মূল। যেহেতু প্রতিবিম্বগত চৈতন্যেরই অন্তরে দ্বিতীয়ত্বের ভাস হইল। প্রকৃতরূপ রূপই বটে, তাহা প্রতিবিম্ব নহে। যাহার মধ্যে হংসচৈতন্য বাস করিল, তাহাই প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বই নাশবান্ বটে সুতরাং মিথ্যা ; হংসরূপ সত্য ধ্রুব ও স্থির—সুতরাং অস্তিরূপ বটেন। অস্তিরূপ হংসই তাহার প্রতিবিম্বের প্রতি লক্ষ্য করায় প্রতিবিম্বগত হইয়া নাস্তিরূপ ধারণ করিল। এবং সেই নাস্তিরূপই কালসন্ধি*

* কালসন্ধির ব্যাখ্যা:—সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবদংশ জীব মায়ার অন্তর্গত হইয়া প্রসুপ্ত ছিল। তাহার স্ব কি পর বলিয়া কোন জ্ঞান ছিল না— তথাপি তাহা বিশুদ্ধের অংশ বলিয়া বিশুদ্ধই ছিল। কেবল মায়ার আবরণে আবৃত ছিল মাত্র। ভগবান সাকেতপতির তিনভাগ মায়া-রহিত বলিয়া অবিকৃত। একাংশের যে ভাগে মায়া অবস্থিত সেই অংশ অবিকৃত হইলেও মায়াপ্রযুক্ত বিকৃত দেখায় এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মায়া বিকৃত জগত ও জীবের সৃষ্টি করে। মায়ার ক্রিয়ারহিত অবস্থাই মায়াবৃত বিশুদ্ধ জীবের (মায়াধিকৃত চৈতন্যের) প্রশুপ্তি অবস্থা। পূর্ণ চৈতন্যের মায়াধিকৃত অংশই যত লীলাখেলা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ অভিনয় হইয়া

ব্রহ্মের প্রকাশ হইল। অস্তি, নাস্তির অন্তর্গত হওয়াতেই মিথ্যা হইল। প্রতিবিম্ব, ছায়া, কালসন্ধি, জগৎ, জগতের আদি, মধ্য, অন্ত সমস্তই নাস্তির তামাসা। আশা, বাসনা ও কল্পনা, এগুলিকেও নাস্তি জানিও। হে সুবুদ্ধি শিষ্য! তোমার আশা ব্রহ্মধামের মধ্যে সেইহেতু তুমি নিরাশ হ'য়ে রয়েছ। তোমার সত্য আশা (স্বরূপপ্রাপ্তি) পূর্ণ হইতেছে না। অনিত্য যে নাস্তিজনিত সুখ, তাহা ত্যাগ করিয়া বোধ বিশিষ্ট হইয়া দেখ। সাধু সন্তরূপ গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া, দীনভাবে নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, হংসপদে স্থির থাক। যেহেতু তুমি হংসরূপ জমাপদ স্থানীয়, সৃষ্টির মধ্যে খরচ স্থানীয় কেন হও? স্থিরভাবে বিচার করিয়া জগৎরূপহইতে হংসরূপ ধারণ কর। যেহেতু সেরূপ

থাকে। মায়ারহিত অবিকৃত নিত্য চৈতন্য (সাকেতপতি) প্রশুপ্ত জীবের অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার করায় সে জাগ্রত হইয়া পূর্ণ চৈতন্য বা মূলচৈতন্য মহাপ্রভুর দিকে তাহার লক্ষ্য ফিরিলে সে মায়ামুক্ত হয় এবং লক্ষ্য মায়ার দিকে দাঁড়াইলে মায়াবদ্ধ হয়। জাগরণের পর জীব পূর্ব্ব প্রশুপ্তি ও জাগৃতির সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে। যেহেতু সন্ধিস্থল জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কেন্দ্র বটে। সান্ধ্যস্থিতি হইতে তাহার প্রভুর দিকে ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া মুক্তি পাইতে পারে এবং স্বস্থিতির অধোদিকে লক্ষ্য করিলে মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারী হইতে পারে। যদি মুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সন্ধির স্থিতি অমৃত তুল্য হয় এবং বদ্ধ হ'লে বিষ তুল্য কার্য্যকরী হয়। সুতরাং জীবের লক্ষ্য অনুযায়ী সন্ধি, ঔষধের ও কাজ করে, ব্যাধির ও কাজ করে। যখন প্রভু দেখেন জীবের লক্ষ্য প্রভুর দিকে না ফিরিয়া মায়ার দিকেই ফিরিল তখন

তোমার স্থূল দেহরূপে বা জগৎরূপের মধ্যেই আছে। হে প্রিয়! দীনবন্ধু সাধুগুরুর শরণাগতি অশেষ কল্যাণজনক বটে। বেদ, স্বমত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের প্রশংসা করিতেছেন সত্য এবং সেই মতের বশে সকলেই চলে—হয় ভাল গুণ ধরিয়া চলুক না হয় মন্দগুণ। " মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি "। সকল জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করিবে, ইহা বেদের ভালগুণ, যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ—যজ্ঞার্থে পশুসকলের সৃষ্টি, অতএব যজ্ঞে পশুবধ অবধ (অহিংসা) মধ্যে গণ্য। এইরূপ উপদেশাত্মক গুণ বেদের মন্দগুণ। তাহার কারণ বেদের মুখ্য উপদেশ "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" যেস্থলে ব্রহ্ম স্ব সংকল্প (একোঽহং বহুস্যাম্) দ্বারা এক হতে অনেক হইয়া সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন,

সুমধুর বিবিধ ধ্বনির ঝঙ্কারপূর্ণ **রামনামরূপ** মহৌষধির প্রয়োগ (সন্ধির স্থিতিকালে) তাহার অন্তরে করিয়া থাকেন, যাহাতে রামনামের অর্থ প্রভু প্রতিপাদক করিয়া মুক্ত হয়, কিন্তু সে রামনামের সংসারমুখ (সংসার প্রতিপাদক) অর্থ করিয়া সংসারী হয়। তখন রাম নামৌষধ সন্ধিক বিষের সহিত মিশ্রিত হয় ও বিষবৎ ক্রিয়াশালী হয়। এক্ষণে বেশ দেখা যাইতেছে জগত সৃষ্টির মুখ্য কারণ স্বরূপ মূল বীজের অভাবই রহিয়াছে। সেই অভাব—জীবের স্বকীয় অনুস্বরূপের অনুপলব্ধি ও তাহার প্রভু সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব এই দুইটী অভাবই জীবের লক্ষ্যকে মায়ার দিকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। **জীবকে চেতন করার মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্ধার, সৃষ্টি নহে।** মায়া সহায় জীব ভ্রান্তি বশতঃ এক হতে অনেক হইয়া জগত ও বহুধাজীবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

সেস্থলে সৃষ্টি যে কারো হিতাহিতের উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে তাহা নহে, অর্থাৎ সৃষ্টি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য হয় নাই। যেহেতু সৃষ্টির মূলহেতু ব্রহ্মসংকল্প। কাজেই বেদে পশুবধের উপদেশ বেদের মন্দগুণ। বেদের ভালগুণ লইয়া চলিলে ভালফল পাওয়া যাবে, মন্দগুণ ধরিয়া চলিলে মন্দফল পাওয়া যাবে। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া দেখ, ব্রহ্ম অস্মি (অস্মিতা) স্বরূপ এবং তাহা হংসের প্রতিবিম্ব। সুতরাং প্রতিবিম্ব (ব্রহ্ম) হন্তা (কাল) রূপ দাঁড়াইতেছে কি না ? গভীরভাবে ডুবে স্বয়ং বিচার কর, হংসের প্রতিবিম্বরূপ ব্রহ্মশক্তি কালের চক্রস্বরূপ দাঁড়াইতেছে কি না ? হংস জীবরূপে তাহারই মধ্যে বাস করিল। তাহার নিজরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চাইল না। কাজেই মন ও মন্তব্যের ফাঁদে আবদ্ধ হইল। তাহার কিঞ্চিৎমাত্র যে প্রতিবিম্বরূপ ভাস (প্রকাশ) তাহা সুধরাইয়া লইতে পারিল না। স্বরূপ ছাড়িয়া সেই ব্রহ্ম-ভাসের মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজেকে ব্রহ্ম ভাবিয়া বসিল। হে শিষ্য ! হংসদেহের বিকারস্বরূপ প্রথমপদ নাস্তি ব্রহ্মভূপ সাজিয়া বসিল এবং নাস্তিতে প্রীতিসম্পন্ন জীব নাস্তিরূপ দাঁড়াইল। সকল জালের পরীক্ষক প্রকট অস্তিপদ হংসই বন্দনীয়। সেই অস্তি ও নাস্তিরূপের মিলনে গুণময় জগৎ দৃশ্যমান হইল। কারণ ব্রহ্মে প্রীতিসম্পন্ন জীব বহুরূপ কল্পনা করিয়া সেই সকলরূপে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রভু আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলাম। হংসরূপ বিম্ব
(১৮) শিষ্যকৃত প্রকাশ পাইয়া প্রতিবিম্বরূপ ছায়া হইল এবং সেই
প্রশ্ন। ছায়াই ব্রহ্মদেবরূপে দণ্ডায়মান হইল। হংসবিম্ব
হইতেছে প্রদীপের ঘনজ্যোতিঃস্থানীয় আর প্রতিবিম্ব হইতেছে-ঘনজ্যোতির প্রকাশস্থানীয়। ঘনজ্যোতিঃ গৃহের সকল অংশে ছড়ায় না, ছড়ায় ঘনজ্যোতির প্রকাশ বা আলো। ঘনজ্যোতিঃ হংসবিম্বস্থানীয়, ঘনজ্যোতির আলো ব্রহ্মস্থানীয়। গুরু-দয়ালের কৃপায় আমার এরূপ বোধ হইল। সুতরাং হংসরূপ উত্তমরূপেই বোধগম্য হইল। এবং ব্রহ্মে বা মায়িক বস্তু সমূহে মনের আন্তরিক প্রীতি বাস্তবিকই মিথ্যা। এক্ষণে প্রথম বা মূলরূপ হংসের খনি, বাণী, বিহার বা আধার কিরূপ? তাহাই ব্যক্ত করুন এবং দাসকে নিজের করিয়া লউন।

হে প্রিয় শিষ্য! শ্রবণ কর। হংস ধীরতাযুক্ত বিশুদ্ধ জীব
(১৮) গুরুকৃত (চৈতন্য) রূপ। তাহার নিজ মর্ম্ম হচ্ছে সে
উত্তর। রসরূপ* ও অস্তি (অস্তিত্ব) রূপ বটে। অর্থাৎ

---

* হংস, ধীরতাযুক্ত অর্থাৎ স্থিরতাবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ বিশুদ্ধ জীব বটে এবং সেই চৈতন্যরূপ বিশুদ্ধ জীবাখ্য হংসের প্রকৃত তত্ত্ব—রসরূপ ও অস্তিত্বরূপ অর্থাৎ রসরূপে তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। রসরূপ বলিবার তাৎপর্য্য—রস আস্বাদিত ও অনাস্বাদিত উভয় অবস্থায় অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবাখ্য হংস চৈতন্য যাহা প্রত্যেক অবিশুদ্ধ জীবের স্বরূপ বটে তাহাও অনির্ব্বাচ্য কথিত হয়। তাহা স্ব স্বরূপে অস্তিত্ব মাত্র রূপে বোধ্য হইয়া থাকে। সেই হেতু তাহা অস্তিত্বরূপ কথিত হয়।

ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে। তাহার অস্তিত্বেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব। হে সেবক! সেখানে এক কি অনেকের সঞ্চার নাই। সেইরূপ অবাঙ্‌ মনসো-গোচর, তথাপি তোমার বোধনিমিত্ত তটস্থ ভাবে বলিয়া যাইতেছি। সেই হংস পদের প্রেম প্রবাহ হইতে তারণরূপ ধীর গুরুমত প্রকাশ পাইল। জমাস্থানীয় স্থির হংসরূপ, প্রতিবিম্বহেতু দ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিম্ব এবং তাহার প্রকাশরূপ প্রতিবিম্ব (ছায়া=জ্যোতির ছায়া প্রকাশ) এক ভিন্ন দুই নয়। কিন্তু জ্যোতিঃপুঞ্জরূপ বিম্ব এবং সেই বিম্বের প্রকাশরূপ প্রতিবিম্ব দুই বলিয়া মনে হয়। হংস, স্বজ্যোতির্বিম্বের প্রকাশকে অন্য মনে করিয়া তদ্‌গত হওয়ায় স্বরূপচ্যুত হইয়া অনেক স্থানকে অধিকার করিল। অনেকরূপ হইল। স্বরূপ ভুলিয়া কুরূপ হইল। দ্বিতীয়ের কল্পনা নাশ-কর্ত্তা হইল, নানা জঞ্জাল কল্পনা করিয়া বসিল। নানা জঞ্জালে পড়িয়া জীব সকল দুর্দ্দশা ভোগ করিতে লাগিল, সুখের দশা ঘুচিয়া গেল। ত্রাহি ত্রাহি রবে বিলাপ করিতে লাগিল। যে গুরুর সত্যপরীক্ষক শব্দ বা বাণী লাভ করিল, পরীক্ষা করিয়া সে তাহার নাশরূপ অবস্থা হইতে অব্যাহিত পাইল। অতঃপর হংসের বিহার শ্রবণ কর। আনন্দ, হংসের সুশোভন নিজ আবাস। সাধুসমাজরূপ ভবনে তাহার বিহার। স্বচ্ছ প্রত্যক্ষ প্রেমে সে অলঙ্কৃত। সত্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল ও নির্ণয়পূর্ণ বিচার-

যুক্ত। বীরভাব অশুদ্ধ* জীবভাবরূপ কালের অন্তক বটে। রামভূমিকা তাহার আধার। এই সকল গুণ ও লক্ষণ লক্ষিত যে, সেই শ্রেষ্ঠ হংসরূপ গুরুপদ (গুরু স্থানীয়)। সেই হংস বা গুরুপদই স্থির অমাপদ। প্রতিবিম্ব ধরিয়া ভিন্নাকার দৃষ্ট হয়। বোধ গুরুপদ বটে। অবোধ শিষ্য, বোধের মধ্যে বিহার করিয়া উক্তপদে স্থির হয়। গুরু শিষ্যের মধ্যে পরস্পর-বোধিত যে বোধ তাহা জীবের সংসাররূপ ক্লেশ হরণ করে। **হংসস্বরূপ, গুরুপদস্বরূপ, অমাপদস্বরূপ, বোধস্বরূপ, আত্মারাম অস্তিরূপ বটেন।** নাস্তিস্নেহী দীন বটে। গুরুমুখ উপদেশ-প্রভাবে সেই দীনতা অপসারিত হইলে, কালকলা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। কালকলার নাশে যে সুখ দাঁড়ায়, সেই সুখ হংসের বিহারস্থান। গুরু শিষ্যের যে শুভসম্বাদ তাহা শাস্ত্র বাক্যের বিচার। গুরুসেবারত সাধুদেহধারী শিষ্য গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উক্তপদে অধিষ্ঠানরূপ যে গুরুকৃপা তাহা হংসের বিহার। এক্ষণে হে শিষ্য! যাহা ভাল মনে হয়, তাহা গ্রহণ কর। সাধুসমাগমে প্রেমের বিধি পাওয়া যায়, উত্তম

* বিশুদ্ধ জীবভাব বা আত্মভাব বা হংসরূপ যে স্বরূপভাব তাহাই বীরভাব যে হেতু সে ভাব দুর্জ্জয় মনকে স্বায়ত্তীকৃত করিলে দাঁড়ায় এবং তদবস্থায় দাঁড়াইলে অশুদ্ধ জীবরূপ যে কাল তাহার অন্ত হয়। সেই স্বকীয় শুদ্ধভাব মায়াবৃত স্বকীয় অশুদ্ধ জীবভাবের অন্তক অর্থাৎ কাল।

কথনপূর্ণ বিচার পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মাহংকাররূপ কল্পনা ত্যাগ কর। সন্তসমাজমধ্যে হংসগুরু, সন্তহংসগণকে জ্ঞান ভক্তির প্রেমপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তাহাই গুরু শিষ্যের বিহার। তোমার নিকটে তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা করিলাম। তুমি মনমায়াকৃত গুণসমূহকে (শ্ব-বিষ্ঠাবৎ) ত্যাগ কর। ব্রহ্মে যে অপ্রমেয় সুখের বর্ণনা আছে, ভুলেও তাহাতে অনুরাগী হইওনা।

হে শিষ্য! সাধুসমাজে প্রত্যক্ষ বিহার রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে অনুমানমাখা বিহার আছে। অনুমানের মত নাস্তিকতাপূর্ণ। সে মতাবলম্বী সকল ঘোর অন্ধকারে ভেসে যায়, যেহেতু প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে বঞ্চিত থাকে। হে শিষ্য! অস্তি (আস্তিক) পদ প্রত্যক্ষ বটে, ইহার ভিত্তি কল্পনা নহে—নির্ণয়। তাহা গুরুপ্রমুখাৎ অবগত হও। ধ্যান ও অনুমানের দ্বারা যে ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির কথন তাহা কথনমাত্র। **কথামাত্রেই সে সুখের রূপ বটে, বস্তুতঃ কিছুই নহে।** মঙ্গলমূর্ত্তি সাধু-সন্ত সদ্‌গুরু সকল সুখের আকর (খনি)। তাঁহার নির্ণয়পূর্ণ উপদেশ যাহা সত্য, তাহাতেই স্থির স্থিতি দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অনেকে ব্রহ্মসিন্ধুতে সুখ মানিয়া লইয়া ভেসে চলেছে। জীবসকল ভাবে না যে "আমি কে? আর ব্রহ্মই বা কে?" তাহারা সাধুসমাগম ত্যাগ করিয়া চুরাশীলক্ষ যোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। তাহারা গুরুর অপূর্ব্ব যত্নকে ত্যাগ

করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শব্দ (বাণী) সংগ্রহে ব্যগ্র থাকে। সুতরাং মন-মায়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া বহুদেহ ধারণ করে। ব্রহ্মমত জগতে বিদিত আছে এবং তদ্বিষয়ক নির্ণয়ই বহুলরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে গুরুমুখ-নির্ণয় গ্রহণ করে, তাহার চুরাশীর চক্রভ্রমণই সহজে রহিত হয়। সাধুসঙ্গে গুরুর নির্ণয়ের মধ্যে সম্যক্ লীন হওয়াই হংসের সর্ব্বোত্তম বিহার বটে। কারণ নিকটে পরীক্ষার প্রবীণ দৃষ্টি থাকায় কালকলা স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব মনের সহিত, বচনের সহিত, ব্যবহারের সহিত তাঁহার (গুরুর) আজ্ঞার মধ্যে চল। যদি দ্রব্য জুটে, অন্ন, বস্ত্র, জল দিয়া গুরুর অঙ্গ রক্ষা কর। হে শিষ্য! সেই উত্তম শিষ্য যে সদ্গুরুর বাক্যকে প্রমাণস্বরূপ মানিয়া চলে। সেই ভক্তির অধিকারী এবং হংসরূপ মনুষ্যপদাধিকারী ও বুদ্ধিমান্। হে শিষ্য! যাঁহারা গুরুপ্রসাদে ভবিষ্যতে গুরুপদাভিষিক্ত হন, তাঁহারা শিষ্যাবস্থায় এইরূপে গুরুর আদেশে অভ্যাসী হইয়া থাকেন। যাহা আমার নিকটে ছিল, তাহার সমগ্র বিবরণ তোমার নিকটে করিলাম। অতএব গুরুর বন্দনা কর, চরণামৃত পান কর, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ কর, আনন্দযুক্ত মিষ্টবচন প্রয়োগ কর এবং সর্ব্বতোভাবে গুরুর পোষণ কর, এবং অনুক্ষণ গুরুর নির্ণয়-লব্ধ সিদ্ধান্তামৃতে চিত্তকে সরস করিয়া রাখ। তাহা হইলেই একদিন তুমিই গুরু, তখন গুরু শিষ্যের একই অবস্থার মধ্যে বিহার দেখিতে পাবে। হংস-বিহার, গুরু-বিহার, গুরুশিষ্য-বিহার

তোমার প্রতি সন্তোষলাভ করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমার সমীপে ব্যক্ত করিলাম। আচরণ করিয়া পরীক্ষা কর। **গুরুমত সাতিশয় গম্ভীর ও আনন্দপূর্ণ বটে।** ধীর স্থিরভাবে মতের পরীক্ষা করিয়া তাহাতে নির্বিকারচিত্তে স্থিতি কর এবং সংসার-প্রচলিত গুরু শিষ্যদের ব্যবহারও পরীক্ষা করিয়া দেখ। **কাহারও সিদ্ধাই বা ধর্ম্মধ্বজিতার প্রলোভনে যেন বিভ্রান্ত হইওনা। গুরুর অপূর্ব্ব জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য কর। সাধন-কার্য্যের দ্বারা সদ্‌গুরুর পরিচয় লও।**

(১৯) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। গুরুদেব! আপনি সত্য রহস্যই বর্ণন করিলেন। হংসের বিহারের সকল মর্ম্ম অবগত হইলাম। হংসরূপ গুরুর কৃপায় জীব, শুদ্ধ হংসরূপে ত্রাণ ও তারক দুইই হইতে পারে। এক্ষণে দাসের প্রতি হংসদৃষ্টি-বিষয়ক বিচার ব্যক্ত করুন। হে প্রকটপুষ্প গুরুরূপ প্রভো! কিরূপে হংসতত্ত্বে লক্ষ্যের সঞ্চার হইতে পারে? আমা হেন দীন ও আপনার সদৃশ সমর্থ গুরু কাহাকেও দেখিতেছি না। এক্ষণে চিত্তের মধ্যে সেইরূপ কৃপার সঞ্চার করুন, যাহাতে আপনার প্রৌঢ় পরীক্ষার প্রণালী লাভ করিতে সমর্থ হই।

(১৯) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! তোমার প্রশ্ন অতি উত্তম ইহাতে আমি অতিশয় সুখী হইলাম। গুরুর সহিত সৎসঙ্গ করার ফল তোমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। **হে শিষ্য! তোমার মর্ম্ম উত্তমরূপে জানিয়াছি এবং অতি প্রসন্ন**

হইয়াছি। বেদমতে বহুপ্রকার কল্পনা দেখিতেছি, সে সকল তুমি নির্ণয়ের দ্বারা দৃষ্টি কর। অনুমানাসক্তেরও কোন্ মতকেই বা প্রামাণ্য মনে করি। গুরুপ্রমুখাৎ যথার্থ নির্ণয় যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর। মন মায়ার চক্র অতি বিস্তৃত তাহাতে আবার তাহা গূঢ়-জালমণ্ডিত। মন মায়ার প্রপঞ্চকে উত্তমরূপে বোধগম্য করিয়া তাহা ত্যাগ কর—যেহেতু মনমায়া হইতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা মূঢ়তাযুক্ত। হে শিষ্য! হংসদৃষ্টি (হংসবিষয়ক দৃষ্টি) সকলের ও সকল বস্তুর পরীক্ষক বটে। **গুরুর নির্ণয়াত্মিকা দৃষ্টিই হংসদৃষ্টি।** অতএব সেই দৃষ্টি লইয়া পরীক্ষা করিয়া ত্যাজ্যকে ত্যাগ করিয়া রামভূমিকায় স্থির হও, যাহাতে চুরাশীচক্র ঘুচিয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা স্থিতি সকলের পক্ষে স্থির স্থিতি। অতএব স্থির হইয়া সৎসঙ্গে থাক। **হংস বা রামরূপ বা গুরুরূপ, আত্মরূপ একইরূপে সৎ বটে।** সুতরাং তাহাতে স্থিতিই সৎসঙ্গে স্থিতি। মনমায়াকৃত গুণ-সমূহকে মিথ্যা মনে করিবে। সাধুসমাজের অন্তর্গত হইয়া গুরুমুখনির্ণয় উত্তমরূপে বোধগম্য করিবে এবং সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে মন এদিক্ সেদিক্ না যায়। গুরুমুখ পরীক্ষা পাইয়া হংস দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করেন এবং সৎসঙ্গের বল প্রাপ্ত হন। "আমি" "আমার" রূপ সংকল্পই সকল দুঃখের আকর বটে। অতএব তাহা ত্যাগ করিয়া যিনি গুরুর পরীক্ষা লাভ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম দ্রষ্টা হন। পরীক্ষারূপ দৃষ্টির

প্রতাপবশতঃ দ্রষ্টা হংসদৃষ্টি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষার বলে সকল দুঃখের অবসান হয়। সংকল্পের দ্বারাই জগৎ হইয়াছে, সংকল্প নষ্ট হইলেই তাহা নষ্ট হয়। দৃষ্টির বল প্রাপ্ত হইয়া এক ও অনেকের চক্র নিরীক্ষণ কর। চুরাশীর মধ্যে চারিখনিই প্রচণ্ড বটে। সে সকলের মধ্যে মনুষ্যরূপের দৃষ্টিকেই অখণ্ডরূপে স্থায়ী করা উচিত। অখণ্ড দৃষ্টির প্রভাবে প্রভুর প্রকাশ দৃষ্ট হইলেই মনুষ্যের বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া থাকে। মনুষ্য হইতেই সব কিছু হয়, মনুষ্যই দ্রষ্টাপদ প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টির বলে মনুষ্যের উজ্জ্বল রূপ অবগত হও। সেইহেতু হে সুবুদ্ধি শিষ্য! পরীক্ষাই যথার্থ বটে, যেহেতু পরীক্ষার ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্বলাভ করা যায় এবং যার মনুষ্যত্বলাভ হয়, সেই মনুষ্য। বন্দনীয় যে রামপদ তাহাই নিশ্চল গৃহসদৃশ। হংস স্থির-দ্রষ্টাপদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জাল পরীক্ষা করাইয়া দেন। এবং যিনি পরীক্ষা করিয়া স্থিরাত্মপদে প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষক, তিনি সদা সুখে অবস্থান করেন এবং নিজ দৃষ্টিপ্রভাবে নিজে কৃতার্থ হন। হে শিষ্য! পরীক্ষার বলে স্থিরগুরু কবীর এইরূপ মত সত্যপরীক্ষক শব্দ বা বাণীর দ্বারা বহু পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষার বিধি (যাহা সন্ত সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে) লব্ধ হইলে ত্বরায় সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়। যাহারা অনুমানপূর্ণ আনুমানিক মত লইয়া চলিয়াছে, তাহারা ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছে। সত্য-পরীক্ষক দ্রষ্টা মনুষ্যসকলের পরীক্ষা করিলেন এবং স্বয়ং স্থির থাকিয়া

পরীক্ষার বলে স্বগুরুপদ চিনিতে পারিলেন। যিনি দ্রষ্টা তিনিই সকল জীবের মুখ্য মর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। গুরুদৃষ্টির পরীক্ষা পাইয়া যে সুধরাইয়া যায়, সেই মনুষ্য। অস্মিতার মধ্যে সকলেই পতিত হয়। সেই অস্মিতাকে (অহংভাব) সাধুগণ দেখিতে পান। যে গুরুমুখ অবাধ নির্ণয় দৃষ্টি পায়, সেই অস্মিতা হইতে পৃথক্ থাকে। দেখা অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে এই নির্ণয় এক সমস্ত জগৎকে সুখদৃষ্টিতে দেখে, এক ব্রহ্মসুখে প্রীতির দৃষ্টি রাখে এবং জগৎ-সুখ অনিত্য এইরূপ বিচারবুদ্ধিতে ব্রহ্মসুখে লীন হয়। যিনি দ্রষ্টা তিনি উভয়ের সুখকে মিথ্যা জানিয়া থাকেন। গুরু-উপদেশের বিশেষতাহেতু ও নিজ পরীক্ষার দৃষ্টি প্রভাবে, পরীক্ষক দ্রষ্টা নিত্য প্রত্যেক সৎ-সঙ্গতির সুখ উপলব্ধি করেন। প্রকাশ্য পরীক্ষক গুরু তিনিই বটেন যাঁহার মধ্যে অনুমান কি কল্পনা নাই। সত্যতত্ত্বকে জানিতে পারিলে প্রত্যক্ষ, পূর্ণ ও নির্ম্মল সুখের মধ্যে স্থিতি হয়। হে শিষ্য! হংসের দৃষ্টি এইরূপে স্বতঃ আনন্দপূর্ণ। সেই আনন্দের প্রাপ্তি, দ্রষ্টা স্বচ্ছন্দে প্রাপ্ত হন। অতএব হে শিষ্য! নিষ্কামভাবে সাধুসঙ্গ কর। গুরুমুখ-নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। কালকলা স্বরূপ বেদান্তের মহাবাক্য—"ব্রহ্মাস্মির" ও বেদের বহুবিধ মতের বিচার করিয়া দেখ, ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ। কালকলা সাতিশয় প্রচণ্ড বটে, তাহার ভয়ে ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান। তাহা গুরুর পরীক্ষা প্রাপ্তিমাত্র নষ্ট হয়। পরীক্ষার প্রাপ্তি

হইলেই দৃষ্টি নির্ম্মল হয়। যমরাজ নানা যত্ন করিয়া তাহার উপর মনমায়ার সাজ পরাইয়া দেয়। তাহার নানা যত্ন—নানা-মতের সৃষ্টি। নানা মতের সৃষ্টি করিয়া জীবসকলকে সেই সকল মতের মধ্যে ভুলাইয়া রাখিয়া, নিজ সেবার অধীন করিয়া রাখে, যাহাতে কোন জীব তাহার বিবিধ মতরূপ জাল এড়াইয়া না যায়। দ্রষ্টা গুরুর পরীক্ষার প্রণালী অবগত থাকায় তাঁহার নিকট ভ্রান্তিজাল যাইতে পারে না। দ্রষ্টা সাধু সে জাল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন এবং তাঁর মনমায়াকৃত কল্পনারূপ ব্যাধি নির্ম্মূল হইয়া যায়। জীব (মনুষ্য) শিষ্যরূপে গুরুসেবায় রত হইয়া পরীক্ষার দৃষ্টিলাভে পরীক্ষক হইয়া সুধরাইয়া যায়। গুরুপ্রতাপে পরীক্ষার স্বরূপজ্ঞানান্তে দ্রষ্টা পুনঃ পরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যায়। এইরূপে যিনি দ্রষ্টা তিনিই স্থিরস্বভাব গুরুপদ, পুনঃ তিনিই স্বেচ্ছাবপুধারী প্রকাশ্য দ্রষ্টা গুরু। পুনঃ সেই দ্রষ্টাই মুক্ত সাধুজন। পুনঃ সেই সাধুই গুরুমুখযুক্ত দ্রষ্টা শিষ্যও বটেন। অতএব হে শিষ্য! গুরুর পরীক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লও, যাহাতে স্থির হইয়া হংসপদ পাইতে পার। এক, অনেক, ব্রহ্মভাস (ছায়া) ত্যাগ করিয়া গুরুর পরীক্ষার মধ্যে স্থির থাক। গুরুমুখে সত্যবাণী শ্রবণ কর এবং নির্ণয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল দৃষ্টিতে স্বরূপ দর্শন কর। নির্ণয় ও জীব এক হইলে কালজনিত গুণের নাশ হয়। কালসন্ধি ছায়া ব্রহ্মের চক্রান্ত। গুরুমুখ-বাণী দ্বারা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হয়। দীনবন্ধু দীনদয়াল গুরুর কৃপাদৃষ্টি-

প্রভাবে যমজাল সমগ্র লক্ষিত হয়। যে কালের জাল লক্ষ্য করিতে পারে, সেই স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যেহেতু কালচক্র হইতে রক্ষা পাইলে যোনি ভ্রমণ ঘুচিয়া যায় এবং সেই হেতু পরীক্ষক গুরুর শরণাগত হইলে, স্বস্বলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। অতএব মানসিক সংকল্প ঘুচাইয়া দিয়া কালকলার পরীক্ষা করিয়া তাহার ত্যাগানন্তর গুরুকে আপন করিয়া লও। হে শিষ্য! তখনই হংসদৃষ্টির প্রাপ্তি হইবে, যখন গুরুমুখ (গুরুর অভিমুখীন) হইয়া হংসরূপ গুরুপদে স্থির স্থিতিলাভ করিবে।

(২০) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। গুরুদেব! আপনার সৌহার্দ্দ্যপূর্ণবাণী শ্রবণে পরমানন্দ ভোগ করিতেছি এবং শ্রবণপিপাসা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছে। হে দীনদয়াল! আপনি অচলা স্থিতির বিষয় যথার্থই ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর কৃতাঞ্জলিপুটে অনুগত সেবকের নিবেদন—হে দীন-প্রতিপালক! এ দাস প্রভুর শরণাগত হইয়াছে, উদ্ধার করুন। শিষ্য লঘুপদ, গুরু গুরুপদ,—কিরূপে আজকে আমি তাহা লাভ করিতে পারি? এবং সার পদার্থ হংসকে বা কিরূপে প্রাপ্ত হই? যাহাতে শিষ্যভাবের আদর্শ লইয়া অচ্ছিন্নপদে মমতা স্থাপন করিতে পারি এবং প্রভুধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা বিস্মৃত না হই, গুরুসেবায় রত থাকিয়া হংস স্থিরতা পায়, তাহারই ক্রম যথাবিধি আমায় বলিয়া দিন, যাহাতে আপনার প্রদর্শিত প্রত্যক্ষপথে নাশক কাল

প্রবেশ না করিতে পারে। অপিচ, দয়াল গুরুপদে দিন দিন মমতা বর্দ্ধিত হয়, সহজে ভববন্ধন শিথিল হয়, তাৎকালিক সেই যুক্তি ব্যক্ত করুন। হে প্রভো! আপনার প্রতি স্বামিভাবের যেন কোনকালে অভাব না হয়, সেই যুক্তি ব্যক্ত করুন, যাহাতে কালের সুযোগ না ঘটে।

হে শিষ্য! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, প্রকৃত সাধুগত প্রকাশ্য-
(২০) গুরুকৃত ভাবে তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি। সত্য হংসই
উত্তর। ব্রহ্মাস্মিজ্ঞানে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভাব হইতে অশুদ্ধ জীবভাবের মধ্যে আসিয়া বিনষ্ট হইয়াছে এবং চুরাশীর আশ্রিত হইয়াছে। সিংহ স্বচ্ছায়া দেখিয়া অন্য সিংহ ভ্রমে কূপে পড়িয়াছে, মনুষ্য ব্যতীত সেই সিংহকে কে কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? অথবা সে স্বয়ং যদি কোন যুক্তি করিয়া উদ্ধার পায়ত পাইতে পারে পারুক। কিন্তু মনুষ্যই সকল জীবের মধ্যে জ্ঞানাধিকতায় শ্রেষ্ঠ সুতরাং সেই যুক্তির ভাণ্ডার হেতু উদ্ধার করিতে পারে। হংস সিংহ ভবকূপে পতিত হওয়ায় জীব নাচার হইয়া রহিয়াছে। সেই নাচার, গুরু মনুষ্যের দ্বারা ভবকূপ হইতে উদ্ধার পাইলেই প্রতাপবান্ যে সিংহকে সেই সিংহ। এক্ষণে একে একে বর্ণন করিতেছি, শিষ্য! তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। হে শিষ্য! তুমি যথার্থ নির্ণয় গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া যে হংসকে সেই হংস হও। হংসসূর্য্য ভ্রান্তিমেঘে আবৃত হওয়ায় ম্লান

দেখাইতেছে, গুরু-বায়ুদ্বারা ভ্রান্তিমেঘ অপসারিত হইলেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য। হংসদৃষ্টি স্বপ্রতিবিম্বে পতিত হওয়ায় মলিন প্রতিবিম্ব দৃষ্টিতে নিজেকে মলিন মনে করিতেছে। সেই দৃষ্টি গুরুদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বরূপে পতিত হইলেই নির্ম্মল দৃষ্টিতে নির্ম্মল হংস দেখায়। বিকৃত প্রথমপদ-স্বরূপ যে প্রতিবিম্ব অহংযুক্ত ব্রহ্ম সেই এক ব্রহ্মই এক হইতে অনেক হইয়াছিল। যেহেতু প্রথম কারণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনেক কারণের বৃদ্ধির জন্য অনেকরূপ হইল। সেই ব্রহ্মই এক হইতে অনেক রূপে বৃদ্ধি পাইয়া বিস্তৃত সৃষ্টিরূপ জাল রচনা করিয়া ফেলিল। পুনঃ সেই ব্রহ্মই অনেকের সংহার করিয়া স্বয়ং এক হয়। সুতরাং সেই বিস্তৃত সৃষ্টিরূপ জালে আবদ্ধ জীব ভূরি ভূরি দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ব্রহ্মে লীন হইয়া সুখশান্তির আশা করে, কিন্তু তাহার চক্ষুতে ভ্রান্তির ধূলা পড়ায় শান্তি পায় না। দুঃখে কাতর হইয়া নিজের কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সত্য ধৈর্য্যাদির তাহাতে আবির্ভাব হইল এবং সে তাহার শুদ্ধ পদের মধ্যে একোঽহং ব্রহ্মজাল রূপ প্রমাদ দৃষ্টিগোচর করিল এবং তাহা ত্যাগ করিয়া সত্য শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করিয়া সত্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করিল। হে শিষ্য! তিনিই প্রথম দয়াল পুরুষ। তিনি প্রথম দুঃখী হইতে সুখী হইলেন। তোমারও অবস্থা বর্ত্তমানে সেইরূপ দুঃখের দাঁড়াইয়াছে, সেইহেতু নিজ হংস জানিয়া তোমাকে উক্ত পদে বোধ বিশিষ্ট করিলাম। সেই বোধপ্রাপ্ত পদই গুরুপদ বটে। এক্ষণে

অপার মনমায়া জনিত সংকল্পের নিরসন হইল। দুঃখ নাশক বোধ হেতু গুরুমত বিচার মূর্ত্তিমান্ বটে। যে গুরুমতকে লক্ষ্য করে, সে-ই শিষ্য এবং যিনি শিষ্যকে বোধ বিশিষ্ট করেন, তিনিই গুরু। একের মধ্যেই গুরুশিষ্য দুই ভাব রহিয়াছে। যিনি শিষ্যরূপে ত্রাণযোগ্য, গুরুরূপে তিনিই তারক।

হংস ! হের হেন গুরুমত ভারি।
লক্ষ্য করে যেই ভবে নাহি আসে
খাটে না সে ভবের বেগারী।
শিষ্য সেই গুরু শিক্ষা মানে
শ্রীগুরু সাধুর আজ্ঞাকারী।
সেই সে মুক্ত পদার্থ পাবে
কাল-রহিত স্থিতি তারি।
সত্য বেশ স্থিতি সত্য সাধুর
দরশন সন্ত বটে অবিকারী।
শ্রীগুরু পরীক্ষার সেই অধিকারী
নির্জীব ভ্রান্তি নিবারি। *
গুরুমুখ সুখ অনুমান রহিত পদ
পরমানন্দ প্রচারী।

* যে নির্জীব ভ্রান্তি নিবারণ দক্ষ সেই সারাসার নিরূপণরূপ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ শ্রীগুরুতত্ত্বলাভের অধিকারী। নির্জীব ভ্রান্তিবলে শুদ্ধজীব কল্পিত ব্রহ্মকে। যেহেতু ব্রহ্মভ্রান্ত কল্পনা সিদ্ধ অবস্তু সুতরাং তাহা নির্জীব অর্থাৎ চেতনরহিত এবং স্বরূপতত্ত্ব গুরু চৈতন্যময়।

প্রেমভাব গুরু সাধুসেবা রত
সদ্‌গুরু কহেন বিচারি।

হে শিষ্য! নির্ণয় যে বোধগম্য করিতে পারে, সেই কৃতার্থ হয়। যেহেতু সে শিষ্য দয়ালসাধু গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে শিষ্য নির্ণয়ের দ্বারা নিজ (আত্ম) দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, সে স্বপদে (হংসপদে) প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর নষ্ট হইতে পারে না। যাহার হৃদয়ে গুরুর মত স্থায়ী হইয়াছে, সেই জীবই নিশ্চল হইয়াছে। গুরুই অধিকারী শিষ্যের স্বামিপদ স্থানীয়, অতএব মিথ্যা জাল পরিত্যাগ করিয়া সাধু গুরুস্বামীর সসম্মান সেবা কর। গুরুতে অনুরাগই আত্মসুখ বটে। দীনদয়ালের মত লক্ষ্য করিতে পারিলে শিষ্য স্বতঃ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এবং সে শিষ্য সাধু-গুরুকে সমান জানিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মন ও বচনের সহিত সেবা করে। জগতে সাধুবেশ বিদিত আছে, সেই বেশই গুরু ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধুবেশধারী প্রত্যক্ষ গুরুপদ ত্যাগ করিয়া কিসের নিমিত্ত অনুমানরূপ কালের অধীন হইতে যাইবে? গুরু ও সাধুসেবক শিষ্যই স্বচ্ছ হইয়া থাকে। হে শিষ্য! **সকল মতই গুরু ও সাধুকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে।** তাহার প্রমাণ সেই সকল মতেই রহিয়াছে। অতএব নিজেকে গুরুদাস মানিয়া লইয়া ত্রিবিধ সেবাদ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিবে। হে শিষ্য! দাসভাবে সেবা করিলে অহঙ্কার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এবং সেই শিষ্যই গুরু হইতে সত্যাসত্য-বিষয়ক পরীক্ষার যুক্তি লাভ করিয়া কল্পনা-রহিত হয় ও

গুরুমতাধিকারী হইয়া উত্তম পরীক্ষক হয়। পুনঃ সেই-সার, হংসপদে স্থির হইয়া অহঙ্কারকে নষ্ট করে। যে দাসভাবে সেবা ও গুরু সাধুর প্রতি ভক্তি করে এবং হংসরূপে স্থিতি করে সেই গুরুসেবককে আর গোলযোগে পড়িতে হয় না।

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

ঝগড়া এক বঢ়োে রাজা রাম, যো নিরুবারে সো নির্ব্বাণ।
ব্রহ্ম বড়া কি যহঁসে আয়া, বেদ বড়া কি যিন উপজায়া।
ই মন বড়া কি যেহি মনমনা, রাম বড়া কি রাম হি জানা।
ভ্রমি ভ্রমি কবীরা ফিরেঁ উদাস, তীর্থ বড়া কি তীর্থকে দাস।

হে রাম রাজা একটি ঝগড়া বিশেষরূপ বাড়িয়াছে, দেখতে পাই এই কলহের যিনি মীমাংসক তিনি মহানির্ব্বাণরূপ বটেন। ঝগড়া (কলহ) এই যে, ব্রহ্ম বড় কি ব্রহ্ম যেখান থেকে হয়েছে সে বড়? বেদ বড় কি যাঁহা হইতে বেদ প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি বড়? মন বড় কি যিনি মনকে মানেন, তিনি বড়? রাম বড় কি যিনি রামকে জানেন, তিনি বড়? তীর্থ বড় কি তীর্থের দাস বড়? এতাদৃশ ভ্রমে প'ড়ে প'ড়ে কবীর (কায়ার বীর জীব) উদাসীন হইয়া বেড়াইতেছে।

হে কৃপানিধান গুরু প্রভো! এ সকল রীতি জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে প্রীতির সহিত আপনার নির্ম্মল মত-গুরুর উপদেশ ব্যক্ত করুন। গুরুপদ-বিষয়ক

(২১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

বোধ উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। উপদেশের ক্রম বলুন যাহাতে শ্রীপাদপদ্মে দিনের দিন সরস স্নেহপূর্ণ প্রীতি সাতিশয় বর্দ্ধিত হয়।

হে শিষ্য! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, গুরুপদ অতি প্রশস্ত
(২১) গুরুকৃত বটে। তাহা আমার মুখে ভালই শুনিয়াছ।
উত্তর। গুরুসাধুর চরিত্র বিচিত্র বটে। এক্ষণে আমার স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই স্বরূপদ্বারা তোমার প্রতি কৃপা বিতরণ করাইতেছি। গুরু-উপদেশ ব্যক্ত করিতেছি। হে শিষ্য! যে যে ব্যক্তিকে সুস্তমতে আনয়ন করিতে তোমার বাসনা হইবে, **সে সে ব্যক্তিতে যাহা সত্য তাহাই প্রবেশ করাইবে**। এরূপ ভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা দিবে, যাহাতে তাহাদের চিত্ত দুঃখিত না হয়, অথচ তাহারা তোমার পরীক্ষার প্রভাবে যেন সংশোধিত হইয়া যায়। এবং যাহাকে পরীক্ষার বিবেক দিতে উদ্যত হইবে, তাহার প্রশংসা করিয়া মিলিত হইবে, মিলনের তাহাই উত্তম রীতি। যখন দেখিবে তোমাতে তাহার মতি হইয়াছে, তখন পরীক্ষা করাইতে আরম্ভ করিবে অর্থাৎ প্রথমে স্বয়ং তাহার মতের অনুকূল কথা বলিবে এবং একে একে তাহার সম্পূর্ণ মত জানিয়া ক্রমশঃ তাহার মধ্যে যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাবে, তাহার সংশোধন আরম্ভ করিবে। যখন পরীক্ষা করিয়া সে দেখ্‌তে পাবে, তাহার মতের মধ্যে তাহার দোষ রহিয়াছে, তাহার অনুমানিক স্থিতি ভাসিয়া যাইবে, সে আর পথ খুঁজিয়া পাইবে না। কাজেই তাহার মন তাহার আনুমানিক

মত হইতে উচ্চাটিত হইবে। এবং তাহার পক্ষ ত্যাগ হেতু সে ভীত হইবে, তখন তুমি তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে তোমার নিজমত পরীক্ষার প্রকাশ প্রবেশ করাইতে আরম্ভ করিবে এবং নির্ণয়ের ভূমিকায় তাহাকে স্থির করিবে। পরীক্ষার দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে লাগিবে। যদি তাহার বুঝের (বোধের) মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পাও, সুধরাইয়া লইবে। কারণ ত্রুটি থাকিলে সেই ত্রুটিই তাহাকে কালের মুখে লইয়া যাইবে। অতএব কালের কলা উত্তমরূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে। তাৎপর্য্য—অবোধের সহিত নিজেও অবোধের মত ভাব ধারণ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহার মধ্যে বোধের সঞ্চার করিতে হইবে। এইরূপে স্ব হংসপদে শিষ্যকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। **কর্ম্মজাল, ধর্ম্মজাল ও জ্ঞানজাল ত্রিবিধ জালই অতি বিস্তৃত কালজাল**। ত্রিবিধ জালের মধ্যে কালের কলা (বিদ্যা) প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেই হেতু সর্ব্বতোভাবে সত্য নির্ণয়ের বিচার তাহাকে দিতে হইবে। কর্ম্মজাল উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্টভেদে ত্রিবিধ। উত্তম কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, মধ্যম কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে পুনঃ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ, নিকৃষ্ট কর্ম্মের ফল—নীচযোনির প্রাপ্তি। সকল কর্ম্মের ফল-ভোগাবসানে সংসারে আসতে ও যেতে হয়, জীব জন্ম মৃত্যু হইতে নিস্তার পায় না। সুতরাং কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়ার উপদেশ তাহাকে দিবে। এবং অহঙ্কারের ফল ও ভ্রান্তির চিহ্ন লক্ষ্য করাইবে, যাহাতে জীব কর্ম্মজাল হইতে

রক্ষা পায়। কর্ম্মজাল-নিবাসী জীব কর্ম্ম ছাড়িলে, ধর্ম্ম কর্ম্মে আবদ্ধ হয়, ধর্ম্ম সাধনারও বহু বিস্তার আছে। ধর্ম্মচক্রেও জীব বহুকাল ধরিয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। ধর্ম্মের অঙ্গ—যোগ সাধনায় রত হইয়া, বিবিধ যোগের সাধনা করিয়া থাকে। হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, রাজযোগ, ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রাপ্তির যোগ, আশ্চর্য্য দেখাইবার যোগ, তীর্থ, ব্রত, বিবিধ সেবা, সংযম, নিয়ম, প্রাণ আকর্ষণ, অদৃশ্য হওয়া, পরকায়-প্রবেশ আদি করিয়া অনেকরূপ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে চাটু-বিদ্যায়, নাটকবিদ্যায় রত হয়। এইরূপে স্বয়ং নষ্ট হয় ও অপরকে নষ্ট করে। ধর্ম্ম-অঙ্গের মধ্যে অনেকে বলে 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ আর সকলে স্ত্রীরূপ সখী বটে। সখী ভাবে ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ স্থানীয় গুরুকে পতি ভাবিয়া নরনারীর গুরু-সেবা করা উচিত।' সেইহেতু ব্রজগোপিনীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুপ্তলীলা বর্ণন করে ও গুরু সাধুর প্রত্যক্ষমত আচরণ করিতে নিরত থাকে। যদি এইরূপের কোন সেবকের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া, তাহারি মতে মত দিয়া স্বয়ং সখীভাব দেখাইয়া একান্তে তাহার মতের গুপ্ত রহস্য জানিয়া লইয়া, তাহাকে তাহার মতের ত্রুটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে নির্ম্মল সন্ত মতের মধ্যে নিজের করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে সুগতি প্রকাশ পাইলে তাহার পূর্ব্ব মতের ত্রুটি ধরিতে পারিবে এবং তাহা ছাড়িয়া আর তাহাতে রত হইবে না। সেইরূপ

কর্ত্তাভজা বাউলভজা ও তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারীকেও স্বমতে আনিতে হইবে। তামসিক পঞ্চ-মকারীকে সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক পঞ্চ মকারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া পুনঃ তাহারও ত্রুটি দেখাইয়া নিজ সন্ত মতে আনয়ন করিতে হইবে। যখন দেখ্‌বে ঐ ভাবের লোকেরা তোমার মতে আস্থাবান্ হইয়াছে, তখন নিজ মত প্রকাশ করিবে। এবং তাহাকে প্রত্যক্ষরূপ লক্ষ্য করাইবে। সেরূপ লক্ষ্য করিলে, সে সেইরূপই হইবে এবং আপন হংসরূপ মনুষ্য পদে স্থির থাকিবে। মনুষ্যতত্ত্বের আদি ইতিবৃত্ত শুনাইবে, যাহাতে জীব নিজ মনুষ্যখনিতেই নিত্যকাল স্থির থাকে। মনুষ্য খনির রহস্য ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। হে শিষ্য! মদগুরু উপদেশ প্রভাবে ধর্ম্মজালের যথার্থভাব ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর জ্ঞানীর জ্ঞানজাল ব্যক্ত করিতেছি। জ্ঞানমতে ব্রহ্মাস্মি (আমি ব্রহ্ম) রূপে বাস হয়। অনেক জীব ব্রহ্মখনিতে পড়িয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। ব্রহ্মকে দ্বিতীয়-স্থানীয় প্রভু মানিয়া জীব স্বয়ং সেই ব্রহ্ম আমি (সোঽহং ব্রহ্মাস্মি) চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্ম হইবার আশায় অহংকারকে আশ্রয় করিয়া বাস করে এবং নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করে। হে শিষ্য! শ্রবণ কর, তাহার প্রতি উপদেশের বিধি বলিতেছি। যাহারা জ্ঞানমতাবলম্বী তাহাদিগকে গুরুর সমান করিয়া স্থাপনান্তে অবোধ শিষ্য সাজিয়া তাহার সঙ্গ করিবে, তখন সে আপনি তাহার মত (অন্তরের ভাব) তোমার নিকট প্রকাশ

করিবে। তুমি ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া হর্ষের সহিত তাহার প্রতি তাহার মতের অন্তরঙ্গীন প্রশ্ন করিবে। এই ভাবের প্রশ্ন করিবে যে, ব্রহ্ম এক এবং জীব অনেক, সেই একব্রহ্ম হইতে অনেক জীব কিহেতু হইল এবং কে করিল? ব্রহ্মত কর্ত্তারূপ হইয়া স্বয়ং প্রকাশরূপে স্থিতি করিতেছিল, জীব সৃষ্টি কে করিল? এবং জীবের সুখ দুঃখদাতাই বা কে? ব্রহ্মে সুখ দুঃখ নাই এইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, এক্ষণে জানিতে চাই যাহা ব্রহ্মের নাই তাহার দাতা ব্রহ্ম কিরূপে বোধগম্য করি? "একোঽহং" (এক আমি) 'বহুস্যাম্' (অনেক হইব) সংকল্প দ্বারা যেস্থলে এক ব্রহ্মই বহুজীবরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, সেস্থলে সুখ দুঃখের অতীত ব্রহ্মের গুণ বহুজীবেও থাকা সম্ভবপর বটে! কিন্তু জীব সুখ দুঃখের অন্তর্গত দৃষ্ট হয়। যদি অগ্নির রাশি হইতে বহু স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহা হইলে অগ্নিরাশির যেরূপ দাহিকাশক্তিরূপ গুণ থাকে, স্ফুলিঙ্গ-সমূহেরও সেইরূপ দাহিকাশক্তিরূপ গুণ থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ জীবেই বা না থাকবে কেন? যেহেতু ব্রহ্ম অগ্নিরাশি-স্থানীয় এবং জীব স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখ দুঃখের অতীত হইলে ব্রহ্ম হইতে যে সকল জীব হইয়াছে, তাহারাই বা সুখ দুঃখের অতীত কেন না হবে? পুনঃ জীব, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ পায়, পুনঃ ব্রহ্মেই লীন হয়, (পরেঽব্যয়ে একীভবন্তি ইতি শ্রুতিঃ), পুনঃ ব্রহ্ম হইতে কেন প্রকাশ পাইবে না? যেহেতু ব্রহ্মের স্বভাবই তাই। মীনের আধার যেমন জল, জীবের আধার

সেইরূপ ব্রহ্ম। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মে মুক্তির স্থান কোথায়? কাজেই স্বীকার করিতে হয় হংসের ভুল বিশ্বাস বা ভ্রান্তি হইতে ব্রহ্ম দণ্ডায়মান হইয়াছে। জীব হংস সেই ব্রহ্ম স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং এক হইতে অনেক ও অনেক হইতে এক হইতেছে। সদ্‌গুরু দ্বারা সেই ভুল বিশ্বাস বা ভ্রান্তি অপসারিত হইলেই জীব স্বতঃশুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ হংস। হে শিষ্য! অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানীর সহিত মিল রাখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে বোধ দিবে, যাহাতে তাহার ব্রহ্ম-সংস্কার দূরীভূত হইয়া তাহাতে স্বরূপ সংস্কার জন্মে। তাহার ব্রহ্মরূপ ছায়া দৃষ্টির অভাব হইলেই স্বয়ং-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে। যখন সে (জ্ঞানী) তাহার মতের সমস্ত ত্রুটি দেখ্‌তে পাবে, তখন আপনি তাহার মনের সংশয় সব ঘুচিয়া যাইবে। এবং ব্রহ্মজাল হইতে নির্মুক্ত হইয়া তাহার অহংকার-মিশ্রিত ইচ্ছাকল্পিত ব্রহ্মকে মিথ্যারূপ দেখ্‌তে পাবে। হে শিষ্য! এই তিনটী জাল-বিষয়ক উপদেশ তোমার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। এইরূপে সকলের সহিত পরস্পর প্রীতিস্থাপন করিয়া, নিজ মত প্রকাশ করিয়া, কালজাল হেতু ক্লেশের লাঘব সাধন করিয়া, স্বরূপ বোধযুক্ত হইয়া স্থিতি করিবে। পরমহংস-মতরূপ জাল, এই তিন জাল হইতেও সূক্ষ্ম ও কঠিন বটে। পরমহংস মতানুরাগী জীব মন ও বচনের সহিত ব্রহ্মরূপ কথিত হন। তিনি মৌখিক ব্রহ্ম কথন বা ঈশ্বর ও জীব কথনকে ভ্রম বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মপদে স্থিতির অবস্থায় ব্রহ্মবার্তা, ঈশ্বর বার্ত্তা বা

-বিষয়ক বার্ত্তার অভাবহেতু তাহা ভ্রম। উক্ত অবস্থা যেমন কার তেমনি বটে। ব্যাপকও নাস্তি অর্থাৎ সর্ব্বভাব-রহিত বটে। সেই সুখে বাস হবে জানিয়া জীব সেখানে উৎফুল্ল হইয়া বসে। তাহাকে উপদেশ দেওয়া আরও কঠিন বটে। কারণ তাহার কথার রচনা ভুল ও প্রমাদযুক্ত। হে শিষ্য! নিত্য দাসভাবে তাহার সমীপে শিষ্যতা করিবে। যখন কৃপা করিয়া সে তোমার নিকটে স্বমত প্রকাশ করিবে তখন তাহাকে হিতৈষীর মত দেখিবে। তুমি হিতৈষী জানিয়া তাঁহার সেবা করিলে তাঁহার হৃদয় হইতে তোমাকে সরাইয়া দিবেন না। তুমিও তোমার সত্য-পরীক্ষক উপদেশ দানের স্বভাবপূর্ণ দৃষ্টি হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিবে না। অর্থাৎ তাঁহার মতের ভিতর দিয়াই যেন তোমার প্রত্যয় মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে (স্বমত হইতে) ফিরিয়া আসিতে পারে, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে। যখন তাঁহার নিজ মত তুমি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে, তখন তাহার মধ্যেই তোমার শঙ্কা (সমাধানপ্রাপক প্রশ্ন) স্থাপন করিবে। প্রথমতঃ তিনি তোমার শঙ্কাকে আমলে আসিতেই দিবেন না, যেহেতু স্বমতকে বড় ভাবিয়া তাহাতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতে প্রয়াস পাইবেন। তথাপি তোমার প্রশ্নের রীতি এইরূপ হইবে যে, যদি আপনার পারমহংস্য মত সোঽহং হংস এক, অনির্ব্বচনীয় স্থির পদ হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে এক হইতে অনেক হইল? এবং পুনঃ অনেক হইতে এক বা কিরূপে হইল? তোমার প্রশ্নের উত্তরে স্বমতের

সাবধান স্বরূপ অনেক উত্তর দিবেন। তুমি তাহার উত্তর প্রশ্নে প্রবেশ করিয়া তোমার নির্ণয়ের বোধ তাঁহাতে (সেই পরমহংসের মধ্যে) প্রবেশ করাইবে। উত্তর প্রশ্নের অনেক বিধি আছে, সে সকল বিধি যথার্থ নির্ণয়-মিশ্রিত বটে। সেই হেতু তাঁহার সহিত ভাব রাখিয়া তোমার উপদেশ প্রশ্নচ্ছলে করিতে থাকিবে, যাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া না যান এবং তোমার অর্থের প্রতি লক্ষ্য যেন অটুট্ থাকে। ভাবসংস্থাপন করিতে কেন বলিতেছি যে, তুমি যে জমা তিনিও সেই জমা। সেই হেতু মিল রাখা ভাল, চটান উচিত নয়। একতাই সুখের আকর। সদ্‌গুরুর সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা বাণী অনুযায়ী সত্য নির্ণয় ব্যক্ত করিলাম।

সত্য পরীক্ষক শব্দ কবীর।

দাদাভাই বাপকে লেখো, চরণন হোই হোঁ বন্দা।
অবকী পুরিয়া যো নিরুওয়ারে, সো জন সদা অনন্দা।

বর্ত্তমান দেহে যে সত্যের নিরূপণ ধারণা করিয়া লইতে পারিবে, সেই সদা আনন্দে থাকিবে এবং আমি (কবীর) পিতা, পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত তাহাকে জানিয়া তাহার চরণের সেবক হইব। হে শিষ্য! এই তোমাকে উপদেশের যুক্তি সমস্তই বলিলাম। যাহাতে কেহ চটিয়া না যায় এবং তোমার উপদেশের মধ্যে আসিয়া যথার্থ হংসপদকে প্রাপ্ত হয়, তাহার

পথ দেখাইয়া দিলাম। নিজ হংসপদে যাঁর স্থিতি করাইবে, তিনিই কৃপালু গুরুদেব। সে অবস্থায় অনুমান বা কল্পনা অনায়াসে নষ্ট হইবে। গুরুর উপদেশের ক্রম যথাবিধি সমগ্র রূপে ব্যক্ত করিলাম। এই উপদেশের অনুরাগী জীব (মনুষ্য) নিজ হংসপদে স্থির হইয়া থাকে। হে শিষ্য! ভব বন্ধন মোচন কর্ত্তা সন্ত সদ্‌গুরুর সাধুরূপধারী কবীর জীবকে দুঃখী ও ব্যাকুল দেখিয়া নিজ হ'তে কৃপা করিয়া প্রকাশ্যভাবে গুরুমত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহার উপদেশের এইরূপ বিধি ও পারিপাট্যই বটে। তুমি কালকলার মধ্যে গুরুমত প্রত্যক্ষ কর। জীব, অনুমান নাশক নির্ণয় মত প্রাপ্ত হইলে শান্তি ও সুখলাভ করে। স্বতঃসিদ্ধ হংসের অবস্থায় জীবকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও মনের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। গুরু-অনুরাগী উদার জীব স্বয়ং ত্রাণ পায় ও অন্যকেও ত্রাণ করে। অজ্ঞেরা কাল জঞ্জাল সেবক বটে। গুরু কালকলা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করাইয়া দিলে, জীব হংস অভয় পরমপদ প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষার প্রভাবে কালজাল দৃষ্টিগোচর হইলে, কৃতার্থরূপ জীব সদা (নিত্য) সুখী হইয়া থাকে। অশরণ-শরণ গুরুর উপদেশে এই মনুষ্যই প্রকৃত মনুষ্য হইয়া সকলের দেহ দেখ্‌তে পায়। সে দেহ স্বীয় স্বরূপ নির্ম্মল পূর্ণ প্রকাশরূপ বটে। হে শিষ্য! তুমি গুরু উপদেশের ক্রম ধরিয়া মহাজাল নিরীক্ষণ কর এবং হংসপদে স্থির থাক। যাহার বুদ্ধি যেখানে মণ্ডিত হয়, সে সেইখানে বিশ্রাম পাইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত হইতে উপদেশের

কামনা উঠে, তিনি পরীক্ষক বটেন এবং তিনিই বন্ধন বিমোচক দয়াল গুণী সাধুগুরু ও কৃতার্থ শিষ্যরূপ বটেন। অতএব অষ্টযাম সাধু গুরুর সেবায় রত থাকিয়া, তাঁহারই পূজা করিবে। তাঁহার চরণামৃত গ্রহণ তীর্থ সেবা বটে, তাহাতে মনের রতি অচলাস্থিতি বটে। দীনদয়ালের বাহ্য বেশ-ছাপ তিলক ও গলদেশে মালাযুক্ত বটে। তিনি বর্ত্তমান মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা জীবকে তাত্বিক উপদেশ করিয়া থাকেন। দীনোদ্ধারণ সাধুগুরু প্রত্যক্ষ অস্তিপদ বটেন। তাঁহার বচন শ্রবণ করিবে ও নিজ গুরুরূপে লক্ষ্যরূপ মনন করিবে। তাঁহার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান ও তাঁহার নির্ণয়ই যথোচিত প্রমাণ। তিনি বেদান্ত মতের সাক্ষাতের ও সাক্ষাৎরূপ বটেন। ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যে গুরু ভক্তি করে, সেই জিজ্ঞাসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং গুরু-ভক্তি সম্পন্ন শিষ্যই গুরুমত প্রকাশের মধ্যে স্থিতি করিয়া শান্তপদ লাভ করে। উপদেশের যুক্তি এই যে, গুরু শিষ্য সম্বাদ্‌রূপে সত্য শব্দের উপদেশ করিতে হইবে।

হে প্রভো! শিষ্যকে উপদেশের যে রীতি দান করিলেন,
(২১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। তাহা আমি উত্তমরূপে বোধগম্য করিলাম। হে দীনদয়াল করুণার প্রস্রবন! কোন্‌পদ্ স্থির সম্প্রতি তাহাই ব্যক্ত করুন। কোন্‌পদের মধ্যে হংস স্বতঃ আনন্দ পদ প্রাপ্ত হয়? হে কৃপানিধান! কোন্ পদকে প্রাপ্ত হইলে জীব এক ও অনেকের (সমষ্টি ও ব্যষ্টির) ভাব ঘুঁচাইয়া

স্থির স্থিতি লাভ করে? এবং পরীক্ষার দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়? হে গুরুদেব! বিস্তারিতভাবে প্রামাণ্যরূপে নির্ণয়ের সহিত তাহা ব্যক্ত করুন যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়।

হে শিষ্য! হংসের স্থিরপদ তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি।
(২১) গুরুকৃত উত্তর। জলের দৃষ্টান্তে তোমাকে সে বিষয়ে বোধবিশিষ্ট করিতেছি। দেখ—কোন জল সিন্ধু, কোন জল হ্রদ, কোন জল কূপ, কোন জল ঘট, কোন জল যেন সুতরঙ্গ যুক্ত সমুদ্ররূপ থাল, সেই থালের জল মেঘ পান করে অর্থাৎ তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প আকাশে কেন উঠে জান? তাহা আকাশস্থিত বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া আকাশে উঠে, আকাশস্থিত যে অবধি বায়ু ভারত্ব বিশিষ্ট সেই অবধি উঠে, স্থির হওয়ার পর বায়ু দ্বারাই ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। ভারি বায়ুই মেঘ তাহা বাষ্পাকারিত জল পান করিয়া ঘন মেঘের সৃষ্টি করে ও সেই মেঘ বিন্দুরূপে ধরণীতে পতিত হয়। যখন বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ হয়, তখন তাহা তাহার অধিকৃত বায়ু অপেক্ষা ভার বিশিষ্ট হয় এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। পুনঃ নানা স্থান হইতে একত্রিত হইয়া নদীর সহিত মিশ্রিত হয় এবং ক্ষার সমুদ্রে যাইয়া বাস করে। এইরূপে জলের গতি বাষ্পাকারে শূন্যের দিকে হইতে থাকে, পুনঃ জলের আকারে ক্রমশঃ সমুদ্রে পতিত হয়। সমুদ্র হ'তে শূন্যে উঠে, শূন্য হইতে সমুদ্রে আসে, সেইরূপ ব্রহ্মে হংস হ'তে জীবরূপ বিহার উৎপন্ন

হয়। পুনঃ জলের যেরূপ সাগরে বাস হয়, জীবেরও সেইরূপ ব্রহ্মে, ব্রহ্ম হ'তে সংসারে, সংসার হ'তে ব্রহ্মে বাস হইয়া থাকে। জল যেরূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না, জীবও সেইরূপ কোথাও স্থিরতা পায় না। সরোবরের স্থির জল যদিও অল্প কিন্তু তাহা সুরস শীতল ও মিষ্ট বটে, সে জল ক্ষার সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় না। সুতরাং তার মেঘেরও ভয় থাকে না। অতএব হে শিষ্য! তুমি স্থির জলের মত স্থিরপদে স্থিতি কর। বাপী, কূপ, তড়াগ, হ্রদ, ঘট ও সাগর এগুলি রূপ বটে। ঐ সকল রূপের মধ্যে জল বস্তু। তাই বলি অহংকার ত্যাগ করিয়া স্বরূপে স্থিতি কর এবং সকলের দ্রষ্টা হও। সদ্‌গুরুর বচন যথাবিধি উত্তমমার্গের রীতি ব্যক্ত করে। এই আত্মারামই অস্তিপদ হন। "কোঽহং" "সোঽহং" জাল বটে। মন ও মায়ার পদ দেখে অর্থাৎ পরীক্ষার দৃষ্টি দ্বারা তাহাদের অসারতা উপলব্ধি করিয়া, গুরুর প্রামাণ্য নির্ণয়ানুযায়ী স্বরূপ লক্ষ্য কর। উহাই স্থির পদ বটে।

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

সন্তো ঠহরিকে করহু বিচার।
ঠওর ঠওর নিজ সুখ দাই।
বিনা বিচার সকল জগ জঁহড়ে।
থিতি কহু কৌন কহঁ পাই।

মাথে ব্যাপ্ সন্ধিকে ঘেরা।
বিষ বৌরানে সমুদাই।
জ্ঞানী ভক্ত যোগী কহলাওয়ে।
মর্ম মহাতম ভরমাই।
ত্রিদেবা অধিকারী জগ্‌কে।
ত্রিবিধ ভেষ মন কুটিলাই।
চীহ্ন ন পরী ঘাত মনুয়াকে।
মৃতক ভয়ে নর বউরাই।
নির্ণয় তিলক ললাট বিরাজে।
রাজ কাজ বিধি যুক্তাই।
সো পরপঞ্চ বিদিত হ্যায় জগমেঁ।
জঁহড়ে আপ ঔরল্ জঁহড়াই।
বৈষ্ণব দয়ারূপ কহাওয়েঁ।
কণ্ঠী কণ্ঠেঁ দিখলাই।
সো বিখ্যাত হুয়েঁ য্যহ জগমেঁ।
বিষয় বৈরী সঙ্গ কুশলাই।
যতিকো দস্ত যো হরকো দেখা।
কামকলা দৃঢ় ফইলাই।
খুলী কাছ কামকে মাতে।
কহত ন লাগে সঁকুচাই।
যইসা কহে করে পুনি তইসা।
সত্য শব্দ রহে অটলাই।

ফন্দা টুটে তব জীব ছুটে।
বিনা গুরু জাল ন দর্শাই।
সন্ত সদা সোই পরমাণিক।
যিন্ নিজু ঘরকী সুধ্ পায়ী।
কহহিঁ কবীর চেতুনর বৌরে।
হুঁসিয়ার হো দুখ বিলগাই।

হে সন্তবৃন্দ! স্থির হইয়া বিচার কর। **সকল স্থানেই তোমার নিজ সুখদাতা রহিয়াছেন।** কিন্তু বিচার ছাড়িয়া দিয়া সকল সংসার মায়ায় জড়ীভূত হইয়া রহিল। বল দেখি কে কোথায় স্থির স্থিতি লাভ করিল! সকলের মাথায় ব্রহ্মসন্ধিরূপ কালচক্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। কালরূপ বিষে সকলকেই পাগল করিয়া তুলিল। কেহ যোগী, কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত কহাইলেন। মহাতমোরূপ যে ব্রহ্মরূপ মর্ম্ম, তাহা সককেই ভ্রান্ত করিয়া রাখিল। তিনগুণে তিন দেবতা জগতের অধিকারী হইলেন। ত্রিবিধ (শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব) বেশধারীর মনে কুটিলতা দেখা দিল। কেহই মনের ঘাত চিনিতে পারিল না। সকল মনুষ্যই উন্মত্ত ও মৃতবৎ হইয়া রহিল। নির্ণয়ের স্বরূপ তিলকমাত্র ললাটে শোভা পাইতে লাগিল। (সকলেই রাজ কাজের বিধিযুক্ত হইল) সে প্রপঞ্চ জগতে অবিদিত নাই। লাভ বলিতে এই হইল ত্রিবিধ বেশধারী নিজেও নষ্ট হইল, অন্যকেও নষ্ট করিল। বৈষ্ণবগণ কণ্ঠে কণ্ঠী মালা ধারণ করিয়া দয়ার রূপ বলিয়া কথিত হইতে লাগিলেন এবং যে

বিষয় সাধুর বৈরী, তাহাতেই তাঁরা নিজের কুশল দেখিতে লাগিলেন। যতিগণ শিবোঽহং বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এদিকে কামকলা তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ়রূপে বিস্তার লাভ করিল। কামোন্মত্ত হওয়ায় তাঁহারা কাছা খুলিয়া বসিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইল না। **সত্য শব্দে অটল থাকিয়া কথায় ও কাজে এক হওয়া উচিত,** তাহা হইলে জীবের ফাঁদ নষ্ট হয় ও সে সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু কালের জাল বা ফাঁদ সদগুরু ব্যতীত কে লক্ষ্য করাইবে! তিনি সদা প্রামাণিক সন্ত যিনি নিজের ঘরের (স্থিতির) সন্ধান করিতে পারিয়াছেন। কবীর বলিতেছেন ওহে পাগল মানব! আজও হুঁসিয়ার হও, চৈতন্য লাভ কর, যাহাতে দুঃখ হইতে পৃথক্ হইতে পার। হে শিষ্য! ভববন্ধন-মোচনকর্ত্তা কবীর গুরুর সত্যপরীক্ষক বাণী (উপদেশ) তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তাঁহার মতেই মন প্রত্যক্ষভাবে পবিত্রতা লাভ করে এবং জগৎ দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়। অতএব হে শিষ্য! ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদাই তাঁর সত্য পরীক্ষক শব্দ বা উপদেশ বাণীর বিচার করিবে। দেখিতে পাবে আত্মারাম অস্তি পদ বটেন এবং জগতের বিস্তার নাস্তি পদ বটে। এই যে অস্তি পদ আত্মারাম তিনিই নাস্তির সহিত মিশিয়া নাস্তি হন এবং গুরুমুখ-বাণী দ্বারা স্থির হইয়া পরীক্ষা করিলে নিজ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ অস্তি পদে স্থিতি লাভ করেন। যেমন সংকল্পপ্রভাবে জগৎ হইয়াছে, তেমনি সংকল্প নাশেই তাহার অভাব হয়। সংকল্প বিকল্প দুইএরই পরীক্ষা

কর, পরীক্ষা দ্বারা স্থির স্থিতি বোধগম্য হইলে না সংকল্প আছে না বিকল্পই আছে। অস্তি পদের দ্বারা ব্যষ্টি সমষ্টিরূপ নাস্তি পদের বিচার কর। ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভাব দেখিতে পাইলে গুরুমুখ-বাণী দ্বারা তদাকার (গুরুর আকার) প্রাপ্তি হইবে। গুরুর আকারই অস্তি পদ এবং তাহাই কর্ত্তার রূপ বটে। ব্রহ্ম সৃষ্টিরূপ সমগ্র জগৎ কর্ত্তার কল্পনা হইতেই হইয়াছিল। **কর্ত্তারূপ হংসই অস্তিপদ, ব্রহ্ম নাস্তিরূপের খনি।** অতএব গুরুমুখে পরীক্ষা লাভ করিয়া চারিখনি ও সকল মতের বাণীর পরীক্ষা করিয়া, নাস্তি ব্রহ্মরূপের ত্যাগ কর। হে শিষ্য ! হংসদিগের (সাধুদিগের) ইহাই বিনিশ্চয়—তাঁহারা স্নেহের সহিত গুরুপদে স্থিতি লাভ করেন। **মন্দ বিষয় তাঁদের দৃষ্টিতে প্রবেশ করিলে, পক্ষপাত রহিত হইয়া তাহা ত্বরিত ত্যাগ করেন।** যে জীব নির্ণয়াশ্রিত হইবে, সে যথার্থ নির্ণয়ের মধ্যে স্থিতি লাভ করিবে। যে অনুমান প্রিয় সে অনুমানকেই আশ্রয় করিবে। সুতরাং সে কালমুখে পতিত হইয়া, সমতা লাভ করিতে পারে না। হে শিষ্য ! অতঃপর তোমার মনে যে কিছু সংশয় থাকে, তাহা প্রসন্নচিত্তে জিজ্ঞাসা কর, নির্ণয়ের সহিত যথাবিধি সুপদ-বিষয়ক যথার্থ উত্তর দিব।

(২৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে দীনদয়াল প্রভো ! আপনি নির্ণয়ের সহিত যথাবিধি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানিতে পারিলাম। সে সকল প্রভুর অনুগ্রহ বই আর কিছুই নহে।

প্রভুর কণ্ঠনিঃসৃত এই শব্দের বলিহারী যাই। হে বন্ধন-মোচন! এক্ষণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির লক্ষণ বলুন, যাহাতে কাল-কলার দিক হইতে কোন আদর্শ না থাকে। পূর্ব্বকথিত সকল বিধি জানিতে পারিয়াছি, সে সকল ধ্রুব সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এরূপ নির্ণয় দেন, যাহাতে ভ্রান্তির সম্যক্‌ভাবে সংহার হয়।

হে শিষ্য! স্থিরতা-সম্পন্ন মনুষ্যতনু-প্রাপ্তির লক্ষণ বলি।

(২৩) গুরুকৃত উত্তর। যে অস্তি (সত্য) ও নাস্তি (মিথ্যা = অসত্য) অর্থাৎ সদসদ্‌বিষয়ক বিচার গ্রহণ করে, তাহাকে হৃদয়ের সত্য হংস জান। যে মহাপ্রভু কবীরের নির্ণয় অর্থাৎ সত্য-নিরূপণের বচন শ্রবণ করে এবং গুরুমত নিরীক্ষণ করে ও প্রযত্নের সহিত নিজ আত্মপদে স্থির স্থিতি প্রাপ্ত হয়, সেই মনুষ্যপদ-বাচ্য হয়। মানুষের আকার থাকিলেই মানুষ হয় না। কারণ সে মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণহেতু অন্য আকারেও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু নিরূপণের দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বকে প্রাপ্ত হইলে সে মুক্তাবস্থায় স্থিতি করে। সুতরাং জন্মগ্রহণের দ্বারা তার আর পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে না। হে শিষ্য! তুমি শ্রবণ কর, তোমাকে সে বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি, মনুষ্যের স্থির স্থিতি বলিতেছি—তোমার বর্ত্তমান মনুষ্য-দেহের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় দেহ ধারণ করিতে হইবে না। মনুষ্য মনুষ্যদেহেই তাহার অস্তিত্ব বোধগম্য করিয়া

ধরিতে পারে। মনুষ্যের লক্ষণ শ্রবণ কর, মনুষ্য-বিষয়ক বিচারই এক্ষণে তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। বিচার (সদসদ্‌বিষয়ক নিরূপণ) করিয়া দেখ। সকল মতের বাণী সকল মতের গ্রন্থে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। যে সকল বাণী মনুষ্যরূপ জীবের প্রথম যে ব্রহ্মরূপ ভাস তাহার ফলেই প্রকাশ পাইয়াছে, বহু প্রকারে সে সকল মতের অসারতা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা যথার্থ কি অযথার্থ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। সেই আদি মনুষ্যরূপ জীব কি হেতু অনেক দেহ ধারণ করিল এবং বেদার্থ-জল্পনা করিতে আরম্ভ করিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া দেখ। তাই বলি **অনুমান ত্যাগ কর এবং গুরুর নির্ণয় যে সার শব্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই নির্ণয়ের দৃষ্টিতে স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য কর।** তোমার স্থির মনুষ্যরূপকে স্থূল মনুষ্যরূপের মধ্যেই দেখিতে পাইবে। যে বিরক্ত হইয়া ধীরমতি বিশিষ্ট হয়, সেই বন্ধনরহিত হইয়া স্থিরতাসম্পন্ন স্বমনুষ্যপদ লক্ষ্য করিতে পারে। যে মনুষ্য গৃহীর ধর্ম্মযুক্ত, তাহাকে শীল ও বিচার লইয়া চলিতে হইবে অর্থাৎ গুরুমুখ-বাণীর বিচার করিতে হইবে, সাধুসঙ্গ করিতে হইবে এবং মন ও বচনের সহিত গুরুসেবা সার করিতে হইবে। সেবকভাবের আদর্শ গ্রহণ করিয়া অহংকারকে চিত্তের মধ্যে স্থান দিও না। সাধুদের সহিত অকপট মিত্রতা স্থাপন করিয়া সত্য শীল ও দয়ার সহিত জাগতিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। গুরু সাধুর আশ্রয়ে থাকিয়া দীন বচন উচ্চারণ করিতে হইবে। বিষয়াদির অত্যধিক

সংগ্রহ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যেহেতু বহু অর্থ হইলে চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। সেইরূপ বহু অভাবেও উদ্বিগ্ন থাকে। অতএব মধুকরের মত অর্থের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিয়া সংসারে চলিতে হইবে। সর্ব্বদা গুরুর সত্যপরীক্ষক শব্দে প্রীতি স্থাপন করিবে এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের অনুসরণ করিবার চেষ্টায় থাকিবে। সংসারে নির্ণয়ের সহিত উত্তম ও মধ্যম ব্যবহারের অনুসরণ করিবে। গৃহীর ধর্ম্ম বড় গোলমেলে বটে, সেই হেতু খুব হুঁসিয়ার হয়ে সংসার করিতে হইবে। বিচার-পূর্ব্বক লৌকিক ও বৈদিক রীতি পালন করিবে। ভুলেও জীব ঘাতাদি কর্ম্মের আচরণ করিবে না। বরং স্নেহের দৃষ্টিতে জীব সমূহের প্রতি রক্ষাদৃষ্টি রাখিবে। অপ্রিয়বাণী বলিবে না, পারিলে সকলের উপকার করিবে। গুরুর দ্বারা বোধপ্রাপ্ত পদে স্থিরতা অবলম্বন করিবে এবং ভক্তিযুক্ত হইবে। চারিখনির অনেক জীবকে যদি দুঃখী দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমার সামর্থ্য থাকিলে অর্থাৎ অর্থশালী হইলে, তাহাদের রক্ষা করিবে। অসমর্থ হইলে চুপ্ করিয়া রহিবে। এইরূপে গৃহধর্ম্মের লক্ষণ তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর হে শিষ্য! বিরক্ত পুরুষদিগের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। বিরক্ত নিজদেহের বোধপ্রাপ্তিহেতু অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগ করিবে এবং কালকৃত কষ্ট অনুভব করিয়া রামভূমিকায় স্থিতি-সম্পন্ন হইবে। বিষয়াদির অভাবজনিত কষ্ট ইচ্ছা করিয়া সহ্য করিবে, অর্থ সংগ্রহ করিতে যাইয়া নিজেকে নষ্ট করিবে না।

ভ্রষ্টবুদ্ধিকে উত্তমরূপে ত্যাগ করিবে। অষ্টযাম সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। এ উচ্চ এ নীচ বলিয়া মনের মধ্যে অহংকারকে স্থান দিবে না। মনুষ্যখনির সকলেতেই সমতা বা একতার দৃষ্টি রাখিবে।

সত্য পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

হংসাহো চিত চেতু সকেরা।
ইন্‌পর পঞ্চ কইল বহুতেরা।
পাখণ্ডরূপ রচ্যো ইন্ তিরগুণ।
তেহি পাখণ্ড ভুলল সংসারা।
ঘরকে খসম বধিক ভেরাজা।
পরজা কাধোঁ করে বিচারা।
ভক্তি ন জানে ভক্ত কহাওয়ে।
তজি অমৃত বিষ কই লিন্ সারা।
আগে বড়ে অই সেহি বুড়ে।
তিনহু ন মানল কহা হমারা।
কহা হামার গাঁঠি দৃঢ় বাঁধো।
নিশবাসর রহিও হুঁসিয়ারা।
য়েত কলিকে গুরু বড় পরপঞ্চি।
ডারি ঠগোরী সব জগ মারা।

বেদ কিতাব দৌউ ফন্দ পসারা।
তেহি ফন্দা পরু আপ বিচারা।
কহহিঁ কবীর তে হংস ন বিছুড়া।
যেহিমাঁ মিলা ছোড়াওয়ান হারা। ১।
বন্দে করলে আপ নিবেরা।
আগ জীয়ত লঘু আপ ঠৌর করু,
মুয়ে কঁহা ঘর তেরা।
য্যহ ঔসর নহিঁ চেতহু প্রাণী,
অন্ত কোই নহিঁ তেরা।
কহহিঁ কবীর শুনো হো সন্তো,
কঠিন কাল কো ঘেরা।

১। হে হংস! (জীব!) তুমি শীঘ্র সতর্ক হও, কেন না স্বয়ং মায়া ও তাহার অনুচর মায়াবী গুরুযারা অনেক প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিল, কেবল তোমাকে ফাঁসাবার জন্য জানিবে। মায়া-নিঃসৃত এই ত্রিগুণ পাষণ্ডরূপ রচনা করিল, সেই পাষণ্ডরূপে সকল সংসার ভুলে রহিল। অর্থাৎ এক পাষণ্ডরূপভ্রান্তির ব্রহ্ম পুনঃ তাহা হইতে ত্রিগুণরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ সৃষ্ট হইল। গুরুয়ারা সেই সকল দেবের উপাসনা প্রচলিত করিয়া জীব-সকলকে স্ব-স্বমতে আবদ্ধ করিল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ দেখি যে সকল জীব-শিষ্য গুরুয়াদের উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া তনু ধন মন সমস্ত অর্পণ করিল, তাহাদের ভ্রান্তির কিনা ব্রহ্মে কিম্বা কল্পিত নানা দেবতার মধ্যে ভ্রমে ফেলাইয়া আটকাইয়া

রাখিল। জীব সকলকে স্বরূপে যাইতে দিল না। সেখানে জীব বেচারীর কি চারা আছে? সকলকেই নষ্টদশার মধ্যে পড়িয়া রহিতে হইল। ভূস্বামী যদি প্রজাদের বধ করে এবং গৃহস্বামী তাহার স্ত্রীকে বধ করে, তবে তাহাতে তাদের কি সামর্থ্য আছে? ভক্তির তত্ত্ব তারা (গুরুয়ারা) জানে না, কিন্তু ভক্ত নাম ধারণ করে। হংসপদ যে গুরুতত্ত্ব তাহার ভক্তি ত্যাগ করিয়া বিষরূপ যে নাস্তিপদ ব্রহ্ম এবং ত্রিগুণ দেবতা তারি ভক্তি সার করিল। পূর্ব্বে সনকাদি করিয়া যে সব বড় ভক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ত্রিগুণের ভক্তি করিয়া সংসারেই ডুবিলেন। আমার হিতোপদেশে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। অতএব হে হংস! আমার পরীক্ষারূপ সত্য উপদেশ দৃঢ়রূপে ধারণা কর এবং মন, মায়া, ব্রহ্ম, ত্রিদেব ও গুরুয়া হইতে দিবারাত্রি সতর্ক হইয়া থাক। এই কলির গুরুরা বড় প্রপঞ্চপূর্ণ বটে, ছলনা করিয়া সমস্ত সংসারটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। বেদ কিতাবাদি করিয়া মহা ফাঁদ প্রস্তুত করিল, তাহাতে নিজেও পড়িল এবং অন্যকেও ফেলাইল। কবীর বলিতেছেন—যে জীব সেই সকল ফাঁদ হইতে রক্ষাকর্ত্তাকে পাইয়াছে, তাহার স্ব (হংস) পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ দেখিতে পাই না।

২। হে গুরুভক্ত শিষ্য! তোমার নিরূপণ তুমি নিজেই করিয়া দেখ। জীবিত থাকিতেই তোমাকে লক্ষ্য কর, তুমি যথার্থই কি তাহা স্থির কর, মরিলে তোমার স্থির স্থিতি কোথায়? তাহার নির্ণয় কর। যদি এই অবসরে অর্থাৎ

মনুষ্য দেহ পাইয়া তোমার চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে আর কখন হবে? মৃত্যুর পর তোমার কেহই থাকিবে না, সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যাইবে, মনুষ্যদেহের সম্বন্ধ থাকিবে না, না জানি কোন খনিতে বাস কর'বে। কবীর বলিতেছেন হে সন্ত! নিশ্চয় জেনো কালের চক্র বড় কঠিন।

৩। মনের অনুযায়ী বুদ্ধিজনিত যে জ্ঞান তাহা কালের প্রাপ্ত জাল। গুরুর বুদ্ধি সাহায্যে সে জালকে লক্ষ্য করিতে পারিলে, না গৃহস্থেরই যমদণ্ডের ভয় থাকে, না বিরক্তেরই থাকে। গৃহস্থাশ্রম ও বেশধারী সাধুভেদে মনোমত ধর্ম্ম দুই প্রকার। উভয়েরই উচিত গুরুমুখবাণী-দ্বারা কালভয় রহিত হওয়া।

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর-বাণী।

নরকো নহিঁ পরতীত হমারী।
ঝূঠা বণিজ কিয়ো ঝূঠেসোঁ,
পূঁজী সবন মিলিহারী।
ষট্‌দর্শন মিলি পন্থ চলায়ো,
ত্রিদেবা অধিকারী।
দেশকে রাজা বড় পরপঞ্চী,
রইয়ত রহত উজারী (ড়ী)।
ইততেঁ উত উততেঁ ইত রহহিঁ,
যমকী সাঁট সঁওয়ারী।

যেও কপি ডোরি বাঁধি বাজীগর,
অপনী খুসী পরারী।
ইহে পেড় উৎপত্তি প্রলয়কা,
বিষয়া সবে বিকারী।
যইসে শ্বান অপাওন রাজী,
ত্যোঁ লাগী সংসারী।
কহহিঁ কবীর য্যহ অদ্ভুত জ্ঞানা,
কো মানে বাত হমারী।
অজহুঁ লেউঁ ছোড়ায় কালসোঁ,
যোঁ করে স্থরত সংম্ভারী।

সদ্গুরু কবীর বলিতেছেন—মানুষের আমাতে প্রতীতি নাই। সকলেই মিথ্যা যে ব্রহ্মজ্ঞান তদ্বিষয়ক আলোচনারূপ বাণিজ্য করিতে লাগিল। সেই বাণিজ্যের লাভ এই হইল যে, হংস-প্রকাশক যে গুরুজ্ঞান প্রকাশরূপ পুঁজী তাহা সকলেই হারাইয়া ফেলিল। ষট্ দর্শনের কর্ত্তারা ছয় মত প্রচার করিতে লাগিল। কেহ যোগ, কেহ ব্রহ্মজ্ঞান, কেহ শূন্যজ্ঞান, কেহ কর্ম্মজ্ঞান, ত্রিদেবের উপাসনা-বিষয়ক জ্ঞান, কেহ আত্মজ্ঞান, কেহ সকল হইতে পৃথক্ কর্ত্তার জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে দেশ তাহার রাজা যে মায়ারূপ মন, সে ভয়ঙ্কর প্রপঞ্চপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডদেশস্থ জীবরূপ প্রজাসকলকে সে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিল। কাহাকেও স্বর্গে লইয়া গেল, কাহাকেও নরকে

লইয়া গেল। পুনঃ সেখান হইতে মর্ত্তে লইয়া আসিল। এইরূপে এখানে হইতে সেখানে, সেখানে হইতে এখানে, পাকচক্রে ফেলাইয়া নানারূপে যমযন্ত্রণা ভোগ করাইতে লাগিল। যেমন বে'দে বানরকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আপন ইচ্ছামত নানা নাচ নাচায়, মন রাজাও সেইরূপ বিবিধ মতের রজ্জুতে আবদ্ধ রাখিয়া জীবরূপ প্রজাসকলকে স্বমতাধীনে পরিচালিত করিতে লাগিল। মনই উৎপত্তি ও প্রলয়ের বৃক্ষ, তাহার মধ্যেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের বীজ রহিয়াছে। মনের যাবতীয় বিষয় বিকারপূর্ণ। সুতরাং শ্বান যেরূপ অপবিত্র অস্থিচর্ব্বণে সন্তুষ্ট, সেইরূপ মনের বিকারযুক্ত সুতরাং অপবিত্র বিষয়-সমূহ লইয়া সংসারের লোকে সন্তুষ্ট হইয়া রহিল। গুরুজ্ঞান-প্রকাশ অদ্ভুত জ্ঞান, কিন্তু আমার কথা মানে কে ? না মানিলে কিরূপে নিরাপদ হংসপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ? যদি জীব তাহার লক্ষ্যকে সংসারের দিক হইতে সামলাইয়া লইয়া হংসপদাভিমুখীন হয় তাহা হইলে আজও কালহস্ত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পারি ? গুরুজ্ঞান-প্রকাশের এতাদৃশ বিচার যার ঘটে (শরীরে) প্রকাশ পায়, সেই গৃহীই গুরুরূপ হন। সে নিজেও ত্রাণ পায় এবং নিজের দৃষ্টান্তে অন্যকেও অনায়াসে ত্রাণ করে। সাধু গুরুর সেবা গৃহীর কর্ত্তব্য এবং সাধুর কর্ত্তব্য ত্যাগ। এইরূপে দুইয়ের ধর্ম্মই নিরাপদ্। গুরুমুখে যে নির্ণয় শ্রবণ করিবে, তাহার মনন করিলেই আত্মহংসের বা গুরুপদের সাক্ষাৎ পাইবে। অতএব অস্তিপদে প্রেমযুক্ত হইবে এবং

গুরুর পঞ্চাইত বিচারের মধ্যে স্থির হইবে। গুরুর পঞ্চাইত বিচার সহায়ক হইলে পর সাধুপদের কিছু গ্রহণ হইতে পারে। সাধুপদ হইতেই গুরুপদে উপনীত হওয়া যায়।:

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

এ জীয়রা তুঁ আপনে দুখহিঁ সম্ভার।
যেহি দুখ ব্যাপি রহা সংসার।
মায়ামোহ বঁধা সব লোই।
অল্প লাভ মূল গো খোই।
মোর তোর মে সবে বিগুর্চা।
জননী গর্ভ ওদরমা শূতা।
বহুতক খেল খেলেঁ বহুরূপা।
জন ভঁওরা অস্ গয়ে বহুতা।
উপজি বিনশি ফির্ যো যিনি আওয়ে।
সুখকে লেশ সপনেহুঁ নহিঁ পাওয়ে।
দুঃখ সন্তাপ কষ্ট বহু পাওয়ে।
সো ন মিলা যেহি জরত বুঝাওয়ে।
মোর তোরমে জরে জগ:সারা।
ধৃগ স্বারথ ঝূঠা হঙ্কারা।
ঝুঠী আশ রহা জগলাগী।
ইন্দ্রু তে ভাগি বহুরী পুনি আগী।

যেহি হিতকরি রাখেউ সব লোই।
সো সয়ান বাঁচা নহিঁ কোই।
আপু আপ চেতে নহিঁ,
কহুঁ তো রিসিহা হোয়।
কহেঁ কবীর যো আপু ন জাগে,
নিরস্তি অস্তি ন হোয়।

হে জীব! তুমি আপনাকে নিজের দুঃখ হইতে সামলাইয়া লও। যে দুঃখে তুমি দুঃখী সমগ্র সংসার সে দুঃখে দুঃখী। মায়ামোহে সকলেই আবদ্ধ। অল্প লাভের জন্য অর্থাৎ সংসারের কিঞ্চিৎ সুখের জন্য মূল বস্তু (আত্মতত্ত্ব) খুয়াইয়া দিতেছ। তোর মোর করিয়া কেন সকলে নষ্ট হইতেছ? জননীর গর্ভে (উদরে) ঘুমাইতেছ। বহুরূপের মধ্যে বহু খেলা খেলিতেছ। এইরূপে জন-ভ্রমর অনেক মরিতেছে, পুনঃ জন্ম লইতেছে। এবং জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া কত যোনি ভ্রমণ করিতেছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ সন্তাপ ভোগ করিতেছে। হায়! এমন কেহই মিলিল না যে তাপিত জীবকে শীতল করে। মোর তোর রূপ অগ্নিতে নিখিল জগৎ পুড়িয়া মরিতেছে। ধিক্ তাদের স্বার্থকে আর ধিক্ তাদের মিথ্যা গর্ব্বকে? যে সকল সিয়ানা লোকে জীবনকে হিত জানিয়া মিথ্যা আশায় বদ্ধ রহিল, তাহারা কেহইত বাঁচিয়া রহিল না, বা কেহইত মরিয়া রহিল না, আবার জন্মিয়া যে আগুনকে সেই আগুনেই

পুড়িতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ পুড়িয়াও আপনা আপনি চৈতন্যোদয় হয় না। যদি আমি তাদের হিতের কথা বলি তবে রাগ করে। কবীর বলিতেছেন যদি স্বয়ং জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে নিরস্তি জীব কিরূপে অস্তি আত্মারাম পদে দাঁড়াইতে পারে? এবং কিরূপেই বা সংসারতাপের নিবৃত্তি হয়? এক্ষণে হে শিষ্য! সাবধানচিত্তে নির্ণয়যুক্ত গুরুজ্ঞান শ্রবণ কর। স্বয়ং স্বরূপে প্রেম রাখিয়া ও অহংকাররহিত হইয়া সর্ব্বদা জীব সকলকে উপদেশ করিবে। জীবের পক্ষে পাইবার কিছুই নাই, তাহার নানা বিষয়ে অহংকার ত্যাগ হইলে স্বরূপে আপনি দাঁড়াইতে পারে। অতএব তুমি তাহার কেবল অহংকার ছাড়াইয়া দাও। দয়াযুক্ত নিজ স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া দীন জানিয়া জীবকে আপন করিয়া লও। যেহেতু স্বরূপ-বিস্মৃতিহেতু সে (জীব) মন মায়ার হইয়া রহিয়াছে। হে শিষ্য! বহু অবোধ (আত্মজ্ঞান রহিত) জীব কালজালে পড়িয়া রহিয়াছে। নিজের দিক্ হইতে দয়া করিয়া যিনি জীবকে তাহার স্বরূপে বোধ বিশিষ্ট করেন, তিনিই দীন দয়াল। গৃহী সাধু-গুণ ও লক্ষণযুক্ত হইয়া কালকলার ফাঁস হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। গৃহী বা বিরক্ত যে, গুরুর উপদেশে কালকলা হইতে রক্ষা পায়, তাহারই ভ্রান্তিনাশ হইয়া থাকে। পদার্থ-প্রাপ্তির জন্য কোন কোন গৃহী সাধু হয়, গুরু-প্রমুখাৎ উপদেশ-প্রাপ্তি হইলেই সর্ব্ববাধা বিরহিত নিরাপদ পদে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

হে শিষ্য ! গুরুমত অতি নির্ম্মল, তাহার প্রাপ্তি হইলে গুরু-সদৃশই হওয়া যায়। গৃহবাধা তাহার কিছুই করিতে পারে না। যেহেতু সে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পুনশ্চ যে বুদ্ধিমান্ বিরক্ত সেও গুরুমত প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছ হইয়া থাকে। এইরূপে গৃহী সাধু বা বিরক্ত সাধুকে মায়া লুট্‌তে পারে না। যেহেতু তাঁহারা মায়ার ক্ষমতার বাহ্য হইয়া পড়েন এবং পরীক্ষার মধ্যে সকল লক্ষ্য পাইয়া থাকেন। যাহারা অনুমানের উপর নির্ভর করে, তাহারা দুই দিক হইতেই অর্থাৎ ইহলোক হইতে এবং পরলোক হইতে চুরাশীতে বাসা পাইয়া থাকে। যে জীব সংকল্পজাত ব্রহ্মচক্রে পড়িল, তাহারই চিত্ত ছিন্ন হইয়াছে জানিবে।

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর-বাণী।

কহো নিরঞ্জন কৌনে বাণী।
হাথ পাঁও মুখ শ্রবণ জিহ্বা নহিঁ
কা কহি জপহু হো প্রাণী।
জ্যোতিহি জ্যোতি জ্যোতি যো কহিয়ে।
জ্যোতি কৌন সহিদানী।
জ্যোতি হি জ্যোতি জ্যোতি দে মারে
তব কহু জ্যোতি কহাঁ সমানী।
চারিবেদ ব্রহ্মা যো কহিয়া
উনহুঁ ন য্যা গতি জানী।
কহহিঁ কবীর শুনো হো সন্তো বুঝো পণ্ডিত জ্ঞানী।

বলদেখি নিরঞ্জন ব্রহ্মকে কোন বাণীদ্বারা ব্যক্ত করিতেছ? তাহাকেত মন ও বচনের পরে বলিতেছ-(যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ)। যার হাত নাই, পা নাই, মুখ, কান ও জিহ্বা নাই, তাহার কি ধরিয়া মনন করিতেছ? যদি বল সেই (তোমার ইষ্ট) ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ বটে, সেই জ্যোতিতে তোমার জ্যোতি যোগ করিয়া দাও এবং এইরূপে তুমি সেই জ্যোতিতে মিশিয়া জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যাও। তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত মনে করি? যেহেতু, জ্যোতি তুমি দেখিতে পাও না, কেবল অনুভব কর যে " আমি জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম।" সে স্থলে যাবৎ কাল তোমার অনুভবের স্থায়িত্ব থাকে, তাবৎ কালই তোমার অনুভূত ব্রহ্মের স্থায়িত্ব? সুতরাং তোমার ব্রহ্মের স্থিতি থাকিতেছে কৈ। বরং ব্রহ্ম মননের পূর্ব্বে, মননের মধ্যে ও মননের অন্তে, তিনকালই তুমিই থাকিতেছ সুতরাং তোমার অনুমানকল্পিত জ্যোতির্ব্রহ্মের কি অস্তিত্ব থাকিতেছে? আর ব্রহ্ম-জ্যোতিতে আত্মার জ্যোতি মিলিত করিয়া, সেই জ্যোতিরও নিরাকরণ করিয়া কৈবল্যে মিশ্‌লে, এবং তাহারও যখন নিরাকরণ কর'লে, তখন তোমার সেই ব্রহ্ম-জ্যোতি কোথায় প্রবেশ করিল? তুমি মনে কর যে আমি ব্রহ্ম, কিন্তু মনের নিরাকরণ হইয়া গেলে " আমি ব্রহ্মের " কি অস্তিত্ব থাকে? সুতরাং যে হংসস্বরূপে সেই জ্যোতি প্রবেশ করে, সেই হংসস্বরূপকে বিচার করিয়া ধর। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মা যে চারিবেদ রচনা করিয়া ব্যক্ত করিলেন, তিনিও

এ রহস্য বোধগম্য করিতে পারিলেন না। যেহেতু তিনি যে সিদ্ধান্ত করিলেন জ্যোতি, তজ্জ্যোতি ও স্বয়ং-জ্যোতি অর্থাৎ একজ্যোতি যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, একজ্যোতি যাহাতে দৃষ্টি-গোচর হয় আর একজ্যোতি যে দৃষ্টিগোচর করে—কিন্তু দেহ ত্যাগ হইলে সে সকল জ্যোতি কোথায় স্থিরতা পাবে তাহা বিচার করিয়া ধরা দিতে পারিলেন না। তাহা তাঁহার অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। কবীর বলিতেছেন যে সারাসার-বিবেকী জ্ঞানী পণ্ডিত সে বিচার করিয়া দেখুক। বন্ধনমোচন-কর্ত্তা দয়াল সদ্‌গুরু কবীর জীবের উদ্ধারকামনায় স্বপদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে পদে যে স্থিতি করিতে পারে সেই গুরুরূপ সাধু বটে এবং প্রকৃত গৃহী ও বিরক্ত। সে নিজেও ত্রাণ পায়, অন্যকেও ত্রাণ করে। গৃহী ও বিরক্ত দেখ্‌তে দুই মনে হয় কিন্তু নির্ণয় দৃষ্টিতে একই অবস্থায় (হংস দশায়) একই বটে। গুরুমতের অটল প্রকাশ যার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই প্রমাণযুক্ত নিরাধার দীনবন্ধু হংস। অতএব হে শিষ্য ! বিচার-পূর্ব্বক তাঁহারই চরণ বন্দনীয়। যিনি গুরু-সাধুর সত্যবেশ ধারণপূর্ব্বক সৎপদের সহিত অস্তি-স্বরূপে স্থিতি করেন, তিনি গুরুপদাধিকারী পরীক্ষক ও শ্রেষ্ঠ সত্যগুরুমত-স্বরূপ। সত্য বেশের ধারণ সত্য-স্বরূপে স্থিতি শুদ্ধ হংস দশা ! হংস নির্ণয় পূর্ণ গুরুবাণী দ্বারা স্বপদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। মায়াজনিত ব্রহ্ম ও ঈশ্বর মনের উপাধি ও গুণের খনি বটে। এবং সেই উপাধি অহং-মিশ্রিত। হে শিষ্য ! তুমি তাহা চিনিয়া ফেল।

অস্তিপদ প্রাপ্তির মত প্রকাশ্য মত। ইহাতে অনুমান কি কল্পনার লেশ নাই। গুরুজ্ঞানের দ্বারা ইহা গম্য হয় এবং অনুমান ও কল্পনা হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রাপ্তিতে ব্রহ্ম ও জগৎ বিষয়ক সংসার চুরাশীলক্ষ যোনি চক্রের ভ্রমণ রহিত হইয়া যায়। অতএব হে শিষ্য! মনুষ্যদেহের প্রতি তুমি অতিশয় প্রীতি স্থাপন কর যেহেতু মনুষ্যরূপ হইতেই স্থির স্থিতির সিদ্ধতা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। স্থিরপদে স্থিতি হইলে বিন্দু ও সমুদ্ররূপ দুই উপাধিই দূরীভূত হয়। হে শিষ্য! নির্ণয়-পূর্ণ গুরুমত ন্যায় বিচারের প্রত্যক্ষতা উত্তমরূপে লক্ষ্য কর। যে জীব গুরুমত রহস্যযুক্ত, তাহার হৃদয়ে সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্যগুণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়। এবং সেইগুলিই হংসকে বোধ বিশিষ্ট করিয়া থাকে। কৃত্রিম সাধুদের বহুবেশ এবং গৃহীদের অনেক বঞ্চকতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যস্থলে একমাত্র গুরুমতই অটল। তাহা উভয়কে কৃতার্থ করিয়া থাকে। গুরুর পরীক্ষাশালার নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিলাম। যে গুরুপদের অভ্যাসী তাহার জন্য গুরুজ্ঞান প্রকাশরূপ বিশ্রাম প্রদর্শন করিলাম। যদি কোন জীব গুরু-জ্ঞান প্রকাশের রহস্য জানে, তাহা হইলে সেই স্থিরপদে সমাসীন হয়। গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত গুরুর পঞ্চাইৎ বিচারের পরীক্ষা সেই লাভ করিতে পারিবে। এই যে গুরুজ্ঞান প্রকাশের যুক্তির রীতি, তাহা গুরু শিষ্য সম্ভাষণরূপে ব্যক্ত

করিলাম। যদি বক্তা ও শ্রোতা একমতাবলম্বী ও ধৈর্য্যশালী হন, তাহা হইলেই গুরুবচনে প্রীতি জন্মে। শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুর মত কল্পনা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জমার যথার্থ নিরূপণ যাহা নির্ণয়পূর্ণ গুরুর পঞ্চাইত বিচাররূপ সর্ব্বোত্তম মত তাহা সকলের মধ্যে স্থির করাইয়া দেওয়া। অবশ্য যার যেমন মর্য্যাদা তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। জমার মধ্যে কোন ফেরফার নাই ইহা উজ্জ্বল ধর্ম্ম ও জ্ঞান বটে। গুরুমুখ নির্গলিত নির্ণয়পূর্ণ সারশব্দই হংস সম্বন্ধে উত্তম প্রমাণ। ইহা যথার্থ শুভসম্বাদ এবং আত্মবিলাসের খনি। হে শিষ্য! তুমি গুরু সাধুতে অধিক প্রেম স্থাপন কর ও তাঁহাদের সঙ্গ কর। তাহা হইলে নির্ম্মল বুদ্ধি দেখিতে পাবে ও মন মায়ার তামাসা দেখিতে পাইবে। হে শিষ্য! ভু'লে রহিও না, কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া গুরু ও সাধুদের সেবায় রত থাকিয়া সর্ব্বদা দৃষ্টিকে নির্ম্মল কর। গুরু শিষ্যের এই সম্বাদটি বিচারপূর্ব্বক বহু প্রকারে বলিলাম। ইহার পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া যথাভক্তি যথাবিধি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ কর। হংস রামরহস্যপূর্ণ গুরুজ্ঞান প্রকাশ সাধুবৃন্দের নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ।

ইতি গুরুজ্ঞান-প্রকাশে গুরুশিষ্য সম্বাদে
প্রথম স্তবক সমাপ্ত।

গুরুজ্ঞান-প্রকাশ

বিচারপাদ

দ্বিতীয় স্তবক।

হে বন্দনীয় সর্ব্বমতপরীক্ষক গুরো! হে দয়াবিতরণকারী, (১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। সর্ব্বসংশয়হারী, বন্ধনমোচনকারী, সন্তরূপধারী, চতুর্য্যুগাবতারী, নিখিলজীব হিতকারী, মুদমঙ্গলধাম, বিঘ্নবিনাশক নাম, অশরণশরণ, করুণায়তন! কৃতাঞ্জলিপুটে বারম্বার তবচরণ বন্দনা করি। তুমি জীবোদ্ধারকর্ত্তা তাই স্বয়ং সন্ততনু আশ্রয় করে'ছ। কালজালের প্রচণ্ড ফন্দ নাশ করিয়া নিজ দাসকে সদাই সুখী করিয়া থাক। তাই তুমি ভক্তসহায়ক দীনদয়াল! আমিত সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আর তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য! হে প্রভো! দাসের সকল সংশয় অপনোদন কর। গুরুজ্ঞান প্রকাশ গ্রন্থের যথার্থভাব তোমার যথোচিত উপদেশ প্রভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত করাও। প্রভো! জগতে কোন্ জমার উপর জাগতিক সকল ব্যাপার চালিত হইতেছে? ইহা ত সর্ব্বজন সুবিদিত জমা ব্যতীত ব্যাপার বাণিজ্য পরিচালিত হইতে পারে না। কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্যতা প্রচার করিতেছে, কেহ যোগসমাধিকে মুখ্য বলিতেছে; কেহ তীর্থব্রত ও আচারের মুখ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে, কেহ কালমাহাত্ম্যকে মুখ্য করিতেছে, কেহ কর্ম্মের বিস্তারকে মুখ্য

বলিতেছে, কেহ জপ্ তপ্ ও সংযমকে নির্ভরযোগ্য বলিতেছে, কেহ মূর্ত্তিপূজার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছে। নানামত, নানাপথ, নানারূপ গুরুগিরি, এ সকল কোন্ জমার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে? কাল, কর্ম্ম, কর্ত্তা, যোগ, সাংখ্য ও বেদান্তমত কোন্ জমাকে আধার করিয়া স্থিতি করিতেছে? তাহার যথার্থ নিরূপণ প্রকাশ করুন।

হে শিষ্য! মনেযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর—এ সকল নানাবিধ (১) গুরুকৃত ভ্রান্তির জাল (বাস্তরা) বটে। জীব (হংস) উত্তর। রূপ জমাই একমাত্র সত্য জানিও। অন্য সমস্তকেই খরচের মধ্যে স্থির করিও। জীবই ব্রহ্ম হয়, আত্মা হয়। জীব হইয়াই সকলে যোগ, জপ, তপ, সংযম ও যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্ম সাধনা করে। জীবই কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রস্তুত করে, জীবই কাল (সময়) স্থির করে। চারিবেদ, নানামতের নানাবাণী, কল্পনা ক'রে ক'রে সমস্ত জীবই উৎপন্ন করেছে, জগতের মধ্যে যত সিদ্ধান্ত দেখিতেছ, তৎসমুদয় জীবেরই ভাস বটে। হে প্রিয়! জীব জমা যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিবিধ সিদ্ধান্ত কে স্থির করিত? নির্ণয় ইহাই প্রমাণ করিতেছে—জীবরূপ জমা অবগত না হইলে, সমস্ত সিদ্ধান্ত খরচের মধ্যে গণ্য।

সত্যপরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

যোঁ জানহু জগজীবনা,
যো জানহু সো জীউ।
পানী পচাওহু আপনা,
তো পানী মাঁগি ন পীউ।

সদ্‌গুরু কবীর তাঁহার বীজকের সাক্ষীতে বলিতেছেন—হে জীব! যদি তুমি জমা জানিতে চাও, তাহা হইলে সে জমা তুমি তোমাকে জান। তোমা হইতে পৃথক্ জ্ঞাতব্য আর কেহই নাই। কি ব্রহ্ম, কি আত্মা, কি পরমাত্মা, কি দেহ, কি সত্য, কি মিথ্যা আর কি শব্দ, এ সকল তোমা হইতেই হয় এবং তোমাতেই নাশ পায়। এই সকলকে যে জানে সেই জীব। পানী অর্থাৎ বাণী (যেহেতু পাণী=জল তরল, বানী=শব্দ ও তরল) রূপ সমগ্র বেদশাস্ত্র, বেদান্তাদি ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্ত তোমারই কল্পনা হইতে হইয়াছে। সেই কল্পনাকে তুমি পরিপাক (হজম) কর। অর্থাৎ পরীক্ষা করিয়া দেহের মধ্যেই সেগুলি জীর্ণ করিয়া ফেল এবং পরীক্ষানিষ্পন্ন পদে দৃঢ়তা অবলম্বন কর। যেস্থলে দেহ নাশবান্ সে স্থলে দেহের ভাস, অধ্যাস, আনন্দাদি সকলই নাশবান্। একমাত্র জীবই সত্য জমা-স্বরূপ, আর সমস্তই খরচ। সেইহেতু গুরুয়াদের বাণীরূপ পানী (জল) চাহিয়া পান করিয়া তৃপ্তিলাভের আশা ত্যাগ কর। যেহেতু তোমার উপর আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

হে দয়াল ! জীব জমার বিষয় যাহা ভবদীয় মুখারবিন্দ
(২) শিষ্যকৃত হইতে ব্যক্ত হইল, তাহা অবধারণ করিলাম।
প্রশ্ন। আপনার বচন মিথ্যা হইবার নহে। সেইহেতু জীব জমাকে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিতে দাসের বাসনা জানিবেন। আমি আপনার অজ্ঞান শিষ্য, সকল নিরূপণ বোধগম্য করাইয়া দিন। কিজন্য জীবকে জমা বলিতেছেন? ইহার তথ্য কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে? পাঁচতত্ত্ব, তিনগুণ, পাঁচ শরীর, ইহাদের মধ্যে জীব কোন্ গুণধারী? কেহ বীর্য্যকে, কেহ রক্তকে, কেহ তেজকে, কেহ শ্বাসকে, কেহ শূন্যকে জীব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সংসারে আরও জীব-বিষয়ক নিশ্চয়ের অনেক বাণী দেখিতে পাই, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া জীব কোথা হইতে আসিল জানা যায় না। সুতরাং হে প্রভো! সমস্ত সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া সেবকের প্রতি সহায় হউন।

হে সুশীল ! ইহাদের ত সকলই নাশবান্ বটে, এগুলি
(১) গুরুকৃত কিরূপে জীব জমা হইতে পারে? যাহা নাশ পায়
উত্তর। তাহা জীব জমা হইতে পারে না, যাহার নাশ আছে, তাহা খরচের মধ্যে গণ্য। যে সদা অবিনাশী সেই জীব বটে। জীবকে চিরঞ্জীবী বলিতেছি। তুমি যাহা যাহা উত্থাপন করিয়াছ, তৎসমস্তই নাশবান্ জানিয়া রাখ। যে পাঁচ তত্ত্বকে জানে, তিনগুণেরই বিচার করে এবং যে বীর্য্য, রক্ত, তেজ, শ্বাস ও শূন্যকে জানিয়া সে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করে, শূন্যকে জানে কিন্তু শূন্য হইয়া যায় না বা সেই সেই বস্তু হইয়া যায় না, যে

সব জানে সে সব হইয়া যায় না—সেই জীব। বিচার করি দেখ দেখি যে পাঁচ তত্ত্বকে জানে সে কি স্বয়ং পাঁচ তত্ত্ব হইয়া যায়? সে যদি তত্ত্ব হইয়া তত্ত্বসমূহে প্রবেশ করিত অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের রূপ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তত্ত্বসমূহের পৃথক্ পৃথক্ পুনঃ নিরূপণ কে করিত? এই সমগ্র জগৎ পাঁচ তত্ত্বের, সেই জগৎকে যে জানে সে জীব। তাহার কল্পিত ভাব কল্পনা এবং কল্পনাকে মানিয়া লওয়া অনুমান। অতএব জ্ঞ মাত্র জীব। জ্ঞ হইতে অধিক আর কেহ নাই।

সত্য পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

জাগ্রতরূপী জীব হ্যায়, শব্দ সোহাগা সেত।
জর্দ বুন্দ জল কুকুহী, কহহিঁ কবীর কোই দেখ।

জীব জাগ্রত (চৈতন্য) রূপ। সে তত্ত্ব প্রকৃতিকে, দেহকে, দেহের অবস্থাকে, সুখ দুঃখকে জানে সেইহেতু সে জান—"জ্ঞ" মাত্র বটে। সৃষ্টির প্রাক্কালে সে পাকাতত্ত্বের দেহের প্রকাশ দেখিয়া আনন্দরূপ হংস হইয়াছিল। তখন তাহাতে কোনরূপ স্ফূর্ত্তি ছিল না, নির্ব্বিকল্প ছিল। সেই অবস্থার মধ্যে "একোহহং" শব্দরূপ স্ফূর্ত্তি হইল অর্থাৎ "আমি এক" এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ পাইল, সেই জ্ঞানে তাহার দৃঢ় প্রতীতি-হেতু যেরূপ সোহাগার সহিত স্বর্ণের মিলন হয়, সেও তাহার সেই জ্ঞানে সেইরূপ মিশিয়া গেল। "একোহহং" জ্ঞানের সহিত মিশ্রণের পর তাহাতে "বহু স্যাম" "অনেক হইব" ইত্যাকার সংকল্প

বা ইচ্ছারূপ শব্দ :স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইল। তখন তাহার সঙ্গিনী নারীরূপা ইচ্ছার পূর্ণসংযোগ-হেতু সূক্ষ্ম জগৎ ও চুরাশীলক্ষ যোনির চিত্র দাঁড়াইল। সেই সকল চিত্র পাকাতত্ত্বের পরিবর্ত্তন হেতু কাঁচাতত্ত্বের যোগে স্থূলরূপে প্রকাশ পাইল। এবং নারী ও পুরুষ জাতীয় দ্বিবিধ জীব চুরাশীলক্ষ যোনিতে বাস করিতে লাগিল। পুরুষের বীর্য্য শ্বেত, নারীর রজঃপীত। মৈথুন হেতু রজোবীর্য্যের মিলনে জীব বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে এক জীব হইতে সমগ্র বিস্তার উৎপন্ন হইল। জাগ্রত জীব সেই বিস্তারকে জানে। বলা বাহুল্য পীত রজঃ ও শ্বেত বীর্য্য হইতে কুকুহী=বিম্ব (ডিম্বাকার) হইল, তাহা হইতে স্থূল দেহের উৎপত্তি হইল। **কবীর বলিতেছেন—কোন কোন জ্ঞানী পুরুষ সৃষ্টিরহস্য বোধগম্য করিতে পারেন।**

(৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে প্রভো! জ্ঞ সকল দেহেই রহিয়াছে, "জ্ঞ" ছাড়া আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাই না, সে "জ্ঞ" বস্তু কিরূপে বন্ধনের মধ্যে আসিল এবং স্থানে স্থানে স্বয়ং আবদ্ধ হইল? যেমন কেহ ব্যাপার ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়, সেরূপ ধর্ম্মত "জ্ঞ"য়ের নয়, "জ্ঞ" জীবিত অবিনাশী বটে, সে জড় বন্ধনের মধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিবে? জীব কি কারো করা বটে? না—আপনা আপনি বটে? ইহার কি কেহ মা বাপ নাই? কিরূপে বন্ধনের মধ্যে পড়িল এই সংশয়।

(৩) গুরুকৃত উত্তর।

ইহার না মা আছে, না বাপ আছে। ইহা স্বতঃ স্বয়ং স্বরূপ। ইহার কেহ কর্ত্তা নাই, এই স্বয়ং সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। মায়িক ভ্রান্তিবশতঃ স্বরূপ-বিস্মৃতি-হেতু স্বরূপচ্যুত হইল। এবং অহংকার আশ্রয় করিয়া বন্ধনের মধ্যে আসিল। নিজের দোষে নিজেই আবদ্ধ হইল। যেমন শুকপাখী ফাঁদে আবদ্ধ হয়, গুটীপোকা তাহার কোষে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ জীবেরও গতি হইল। দিনের ভাব ঘুচিয়া সন্ধ্যার ভাব তাহাতে আশ্রয় করিল। অর্থাৎ প্রকাশ ঘুচিয়া অন্ধকার দেখা দিল।

(৪) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

ইহার কেহ পিতা মাতা নাই, স্বতঃ কিরূপে বন্ধনযুক্ত হইল? শুকপাখী লোভবশতঃ ব্যাধের প্রস্তুত ফাঁদে পড়ে; গুটীপোকা স্বনির্ম্মিত কোষে আবদ্ধ হয় সত্য কিন্তু সে স্বয়ং কোষ কাটিয়া বাহির হইয়া যায় আর কোষে আবদ্ধ হয় না। ভাল বুঝিতে পারিলাম না, কিরূপে নিজের তনু বিস্মৃত হইল। ভুল ভ্রান্তির লক্ষণই বা কি? হে প্রভো! সে কি মনন করিল? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার সমস্ত পরিচয় ব্যক্ত করুন। হংসের প্রথমে কোন দেহ ছিল, যে দেহ হইতে ছায়াতে দৃষ্টি পড়িল। সে কেন ছিন্নমতি হইল?

সত্য-পরীক্ষক শব্দ বা কবীর-বাণী।

যহিয়া জন্ম মুক্তা হতা, তহিয়া হতা ন কোয়।
ছঠী তুম্হারী হো জগা, তু কহঁ চলা বিগোয়!

সদ্‌গুরু কবীর বলিতেছেন—হে জীব! যেদিন ক্ষিতি,
(৪) গুরুকৃত উত্তর। অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, তিনগুণ, চারি অবস্থা (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়), স্ত্রী পুরুষাদি ভেদ কিছুই ছিল না, সুতরাং দ্বিতীয় বিজাতীয় বন্ধন তোমাতে কিছুই ছিল না, বন্ধন না থাকায় সেদিন স্বভাবতঃ মুক্ত ছিলে। যদি বল যে বন্ধন তোমার মূল হংস-স্বরূপে ছিল না, তাহা মাঝখানে তোমাতে কোথা হইতে আসিল? অর্থাৎ কোথা হইতে বন্ধন প্রস্তুত হইল? এবং মূলে তুমি ভিন্ন যখন অন্য কেহ ছিল না তখন তোমা ভিন্ন অন্য কেই বা বন্ধন প্রস্তুত করিল? এবং যখন পাঁচতত্ত্ব পৃথিব্যাদি করিয়া ছিল না, তখন তোমার মূল হংস স্থিতিই বা কাহাকে আধার করিয়া ছিল? ইহার উত্তরে বলিতে চাই—এক্ষণে তুমি যেমন স্থূল পঞ্চতত্ত্বের শরীরকে তোমার স্থিতি স্থান দেখিতেছ, যখন স্থূলতত্ত্বগুলি ছিল না তখনও তোমার পাঁচ পাকাতত্ত্বের আধার-স্বরূপ তোমার মূল হংসরূপ ছিল। অর্থাৎ সত্যরূপ ভূমিকায় তোমার স্থিতি ছিল। সত্যই* ভূ-স্থানীয় ছিল। বিচার* জল-স্থানীয় ছিল। শীল,* তেজ বা প্রকাশ স্থানীয় ছিল। দয়ার* বিস্তার বায়ুর বিস্তার স্থানীয় ছিল

* সত্য=স্থীয়তে স্বপদে যেন তৎ সত্যং। বিচার=বি=বিশেষ রূপেণ চর=চরতি=গচ্ছতি যেন=গুরুবোধেন স্বপদে ইতি বিচার।

এবং ধৈর্য্য* অচল আকাশ স্থানীয় ছিল। এই পাঁচ পাকা তত্ত্বের দেহে চেতন হংসরূপ (প্রকাশরূপ) তুমি স্থিত ছিলে। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তে পাঁচ পাকাতত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড ছিল। পাকাতত্ত্ব, অনাদিতত্ত্ব। পাকাতত্ত্বের ব্রহ্মাণ্ডে, পাকাতত্ত্বের দেহে, হংসরূপে তুমি ছিলে। সেই দেহে চিৎ-প্রকাশ তুমি ও তোমার পাকা দেহ ছিল। পাকা দেহকে আশ্রয় করিয়া হংস (চিৎ-প্রকাশ জ্ঞ স্বরূপ) রূপ তুমিই ছিলে তোমাকে আধার করিয়া পাকা দেহ ছিল। চৈতন্যময় ব্রহ্মাণ্ডে চিৎ-প্রকাশ হংস তুমি ছিলে অনাদি। হে সন্ত! সেই কিনা তুমি তোমার ষষ্ঠ পাকা হংস দেহ ত্যাগ করিয়া কৈবল্য, মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল পঞ্চ দেহকে আশ্রয় করিয়া বসিলে। বল দেখি কোথায় নষ্ট হইয়া চলেছ! ষষ্ঠ দেহত তোমার নিকটেই ছিল কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলে না। অতঃপর তোমার আমূল পরিচয় ব্যক্ত করিতেছি যে, কিরূপে তোমার ষষ্ঠ দেহের ত্যাগ হইল, কিরূপে তুমি পঞ্চ দেহকে আশ্রয় করিলে এবং সংসারী হইলে। যখন তোমার হংস দেহ ছিল, তখন যদিও তোমাতে শান্তিপূর্ণ সুখ ছিল কিন্তু তোমার যে পরম চৈতন্যের সহিত একতার সূত্র ছিল, তাঁহাকে বিস্মৃতি হইয়াই স্থিতি করিতে ছিলে। পরমপুরুষ পরমচৈতন্যের বিস্মৃতি রূপ সুষুপ্তিতে নিজ সুখে

শীল = শীলয়তি = অনুশীলয়তি = নির্ণয়তি স্বপদং যেন তৎশীলং। দয়া = দ্রাবয়তি চিত্তং যয়া সা = দয়া। ধৈর্য্য = ধীরয়তি = স্থিরয়তি চিত্তং যেন তৎ = ধৈর্য্যং।

মগ্ন ছিলে। যেহেতু পরমপুরুষ বিষয়ক বিস্মৃতিরূপ সুষুপ্তিতে তোমার নিজ সুখাসক্তিই—সেই আনন্দধাম হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ছিল। তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরম চৈতন্যপুরুষ তাঁহার প্রেমপূর্ণ স্বলক্ষ্যের সঞ্চার তোমাতে করিলেন যাহাতে তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণানন্দভাগী হও কিন্তু তাহা হইল না। তুমি তাঁহার প্রেমপূর্ণ লক্ষ্য সঞ্চার হেতু উদ্বুদ্ধ হইয়াই পরমপুরুষের ধামের প্রকাশের মধ্যে যে পাকাতত্ত্বের ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্গত যে তোমার হংস দেহের প্রকাশ-উভয় প্রকাশের সম্মিলন দেখিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলে। পরমপুরুষে-প্রবেশ না করিয়া ধামের প্রকাশ ও স্বহংস দেহের মিলিত প্রকাশ দর্শনের যে আনন্দ, সেই আনন্দে প্রবেশ করিলে। সুতরাং যেমন পরমপুরুষকে বিস্মৃত হইয়া হংস দেহে বর্ত্তমান ছিলে সেইরূপ এবার স্ববিস্মৃতি হেতু স্বচিদ্রূপ জ্ঞান হইতেও বঞ্চিত হইয়া বাল, পিশাচ, উন্মত্ত, মূক, জড় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলে। যাহার ফলে পঞ্চদেহকে আশ্রয় করিলে। যদি বল যখন হংস স্বদেহ দেখিল, তখনও হংসের না কাঁচা ইন্দ্রিয় গোলক ছিল, না কাঁচা ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহারই ছিল, দেখিল কি দিয়ে? তদুত্তরে বলি—দেখিল বিচার বা বিবেকদৃষ্টি দিয়া। যাহা হউক, স্বরূপ বিচ্যুতি হেতু অবিশুদ্ধ হংস বা জীব—তুমি উক্ত পাঁচ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া ক্রমে কৈবল্য হইতে, মহাকারণ, মহাকারণ হইতে কারণ, কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া সংসারী

হইয়াছে। তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তা কেহ নাই। তুমি স্বকল্পিত ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালন কর্ত্তা, শিবরূপে সংহার কর্ত্তা। তুমিই ব্রহ্ম সমষ্টিরূপে এক, তুমিই ব্যষ্টি জীবরূপে বহু। অর্থাৎ এক হইতে অনেক ভাব, অনেক হইতে এক ভাব তোমারই বটে। তুমিই বহু মত মতান্তরের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই সে সকলের মননকর্ত্তা এবং বেদের সারপদ তত্ত্বমসি-রূপ তিনপদের মননকর্ত্তাও তুমিই। তুমিই তিনপদকে মানিয়া লইয়া সংসার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে যাতায়াত করিতেছ। তোমারই বেদ-বেদান্ত বাণী। তোমার অনুমানসৃষ্ট তত্ত্ব-মসির (তৎ—ত্বং—অসি-র) তিন পদ তোমার স্বপদবিচ্যুতির পর হইতে গমনাগমনের মূল বটে। সেই তিনপদের অর্থ তোমাতে ভাসমান হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ ঘন ঘন যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাক। তথাপি তোমার মহামায়ার বশে তুমিই বিভোর বিভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছ।

হে প্রভো! অনন্তজীবের অনন্তসুখ-দাতা! মায়াবিভ্রান্ত (৫) শিষ্যকৃত জীব অহঙ্কারাশ্রিত হইয়া তোমায় চিনিতে পারে প্রশ্ন। না। তোমায় চিনিয়া ধরিতে পারে না। তাই অপার দুঃখ, কাতরে অকাতরে সহ্য করিতে থাকে। হে তাত! আমার সমস্ত ভ্রম দূর করিয়াছ, আমি জানি যে কর্ত্তা কেহ দ্বিতীয় আছে, তাই ভ্রান্তির বৃদ্ধিহেতু ভ্রান্তির বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়া বহু প্রকারে সে সকলের পূজা করিয়াছি।

দ্বিতীয় কর্ত্তার কারণেই জগৎ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে ভবদীয় কৃপা-কটাক্ষ-পাতহেতু আমি জানিতে পারিয়াছি সমস্ত আমার প্রস্তুত জাল, আমার জালে আমি নিজেই আবদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তত্ত্বমসির তিনপদের বিষয় যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা কিরূপে হইল আমায় লক্ষ্য করাইয়া দিন। তত্ত্বমসির যে তিনপদ তাহা কিরূপে জানা যায় ? হে সদ্‌গুরো প্রভো ! আমি অজ্ঞান, কি জানি ? আপনি তাহা লক্ষ্য করাইয়া দিন।

হে শিষ্য ! তুমি বড় ভাগ্যবান্। দেখিতেছি তোমাতে (৫) গুরুকৃত সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্য দেখা দিয়াছে।

উত্তর। আমাতে বলিবার কোন আগ্রহ নাই, কিন্তু তোমার প্রেমের বশে যা কিছু বলিতেছি। আমি কবিতা রচয়িতা কবি নই, কি প্রবঞ্চক নই। বক্‌বাদীদের কাছে আমি যাই না, যাইতে আমার মন অগ্রসর হয় না। গুরুগিরি বল, মান-সম্মান বল, বড়াই প্রশংসা বল, ঋদ্ধিসিদ্ধি বল, কিছুই স্থায়ী নহে, সকলই একদিন নাশ পাইয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাচ্ছি এই সকলেতে জগৎ আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কালকলার মর্ম্ম কেহই জানে না। এই সকলে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। তোমার ভক্তির বশে যাহা কিছু বলি মাত্র। তত্ত্ব-মসির ব্যাখ্যা শ্রবণ কর। এই শব্দের মধ্যে তিন পদ রহিয়াছে। "তৎ" পদ, "ত্বং" পদ ও "অসি" পদ। তৎ পদ ঈশ্বরবাচক, ত্বং পদ জীব ও জগৎবাচক, অসি পদ অবিনাশী ব্রহ্মবাচক।

তৎপদ—জ্ঞান, ত্বং পদ—অজ্ঞান ও অসি পদকে ব্রহ্মৈক্যবোধক বিজ্ঞান বলে। আত্মা—সহজসুখরাশি অচল অটল পদ। (সমষ্টি অবস্থা তৎপদবাচ্য, ব্যষ্টি অবস্থা ত্বংপদবাচ্য, অসি পদ পুনর্ব্বার সমষ্টি অবস্থার প্রাপকরূপে বাচ্য। সমষ্টি হইতে (সদগুরুর উপদেশে) পরমপদে স্থিতিলাভ হয়। নচেৎ তৎ হইতে ত্বং, ত্বং হইতে অসি অর্থাৎ সমষ্টিতে স্থিতি হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য্য চলিতে থাকে। চতুর্থপদ-স্বরূপস্থিতি।

(৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরো! আপনি দীন দয়াল, আপনার উপদেশে আমার হৃদয়ের ব্যথা দূর করিতে আপনিই সমর্থ। এক্ষণে ইহাঁদের নাম রূপ স্থিতি সমস্তই ব্যক্ত করুণ। ঈশ্বরের স্থান কোথায়, জগৎ ও জীবের স্থান কোথায় এবং আত্মারই বা স্থান কোথায় বলিয়া দিন। হে পরম গুরো! আপনি সুযোগ্য, আমি মতিহীন, অজ্ঞান। শরণাগতের লজ্জা আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? সকল বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিন।

(৬) গুরুকৃত উত্তর। হে বৎস! তুমি যাবতীয় বিচার শ্রবণ কর। এক একটী করিয়া নিরূপণ করিয়া যাইতেছি। যিনি ব্রহ্মাণ্ড-বাসী ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী বা বিশ্বাভিমানী, তাহাকেই জ্ঞানী সকলে ঈশ্বর বলেন এবং যাঁর পিণ্ডে (শরীরে) বাস, পিণ্ডাভিমানী, তাঁহাকে জ্ঞানীরা জীব কহিয়া থাকেন। উভয়ের বাচ্যাংশ বাদ দিয়া যে লক্ষ্যাংশগ্রহণহেতু একতাবোধ, তাহাই

ব্রহ্মানন্দ "অসি" পদ বাচ্য। ঈশ্বরের স্থান ব্রহ্মাণ্ড, জীবের স্থান পিণ্ড। অসি পদের স্থান—আনন্দ। কোন শব্দের দ্বারা আনন্দের ব্যাখ্যা করা যায় না! এক্ষণে ইহাদের রূপ তোমায় বলিয়া দি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমস্তই বুঝাইয়া দি। যিনি তৎপদ মনন করেন, তাঁহাকে জ্ঞানী; যিনি ত্বং পদ মনন করেন, তিনি অজ্ঞানী এবং যিনি অসি পদ মনন করেন, তাঁহাকে বিজ্ঞানী পরমহংস বলে। ইহা উচ্চ পদ। তৎপদকে সিন্ধুস্থানীয় মনে কর, ত্বং পদকে বিবিধ কূপ ও তড়াগস্থানীয় মনে কর। বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত—সিন্ধু ও কূপ, তড়াগের জল যেমন জাত্যংশে এক সেইরূপ। নাম ও রূপ মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিলে যেমন জল বিষয়ক নিশ্চয়, জলের বিষয়ে সত্য, সেইরূপ একাত্মা বিষয়ে নিশ্চয় জানিবে। জ্ঞানের যেরূপ দুইটী ভেদ, অজ্ঞানেরও সেইরূপ দুইটী ভেদ। সেইরূপ বিজ্ঞানের দুই ভেদ। নিরুপাধিজ্ঞানকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। সোপাধি-জ্ঞানকে পরোক্ষ-জ্ঞান বলে। বেদের প্রমাণ যে মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম। অতঃপর যে সংশয় হয়, তাহা ব্যক্ত কর, তাহার ব্যাখ্যা করি।

(৭) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরো! জ্ঞান, অজ্ঞান ও বিজ্ঞান এই গুলির যে দুইটী করিয়া ভেদ আছে বলিতেছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানের দুইটী ভেদ শুনিলাম। তাহা আরও বিস্তারিতভাবে শুনিবার ইচ্ছা আছে। অজ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে দুইটী করিয়া পার্থক্য আছে, তাহাও বিস্তারিতভাবে

শুনিতে ইচ্ছা করি। প্রথমে দুই প্রকার অজ্ঞানের পরিচয় দিন, তাহার পর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দুইটী করিয়া ভেদ বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিব। হে গুরুরাজ! অপরোক্ষ অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহাই অগ্রে বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করুন। হে প্রভু! আপনি যে সত্য সদগুরু তাহা এক্ষণে চিনিতে কিঞ্চিৎমাত্র ও সংশয় মনে স্থান না পায়।

(৭) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! যাহা বিশেষ অজ্ঞান, তাহাই অপরোক্ষ অজ্ঞান বটে। অপরোক্ষ অজ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ কর বলিতেছি। অপরোক্ষ অজ্ঞানী সর্ব্বদাই বিষয়ে আসক্ত থাকে। সে জাতি পংক্তির কোন ধার ধারে না, বেদের মর্য্যাদা জানে না, পণ্ডিতদিগের মান্য রাখে না। সেই উদ্ধত জীব কিসের কুল বা কিসের বা জাতি এই বলে। বিষয়েই রত থাকে, প্রত্যহ তার কাবাব পলাও, কালিয়া ও মদ্য চাইই চাই। দিবারাত্রি পরনারীর অনুসন্ধানে থাকাই তাহার কার্য্য। শৃঙ্গার রস পূর্ণ গান করা, দিবা রাত্রি বেশ্যার বাটীতে অবস্থান করা, পরনারীর মনস্তুষ্টির জন্য অর্থনষ্ট করা, সর্ব্বদা ঘোর বিষয়ীদের সঙ্গ করা, বাম-মতকে ইষ্ট করিয়া তাহার আচরণ করাই তাহার নিত্য কর্ম্ম। যদি কোন জ্ঞানী তাহাকে জ্ঞান উপদেশ দেন তবে তাহা শ্রবণ দূরে থাকুক বিতণ্ডা আরম্ভ করে। সে সর্ব্বদা কলহ প্রিয়। কলহ না করিতে পাইলে তাহার মনে শান্তি হয় না। অনর্থক

কলহ করিতে চাহে, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, জ্ঞানীকে অজ্ঞানী লোকদৃষ্টিতে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। বলে যে জ্ঞানীরা জ্ঞানে ভুলে থাকে, বিষয়ের অপূর্ব্ব স্বাদ তাহারা কি করিয়া জানিবে? সংসারে নারী ও অনেক সম্পত্তির ভোগের মত আর কি ভোগ আছে? ইহার মত অন্য কোন যোগ নাই। মৃগনয়নী সকল সুখের খনি তাকে কি না ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া বসিল। ইহাদের মতি বুদ্ধি সব নষ্ট হইয়াছে, সাধুদের সঙ্গে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিবিধ রঙ্গ তামাসা, বিবিধ রাগ-রাগিনীর আমোদ ছাড়িয়া দিয়া নেড়ানেড়ির দলে ভর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য সাধনা করিতে বসিয়াছে। ইহারা কর্ম্মহীন মহাদরিদ্র তাই ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকেই (সাধুদিগকেই) অভাগা বলিতে হয়। সংসারে আমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছেরে! যাহারা অনেক যোগ, জ্ঞান, ভক্তি লইয়া থাকে, তাহারাই অজ্ঞানী। জ্ঞানী আমার মত আর কে আছে? মরিলেত শেষে মুক্তি হবে? মাঝখানে অনর্থক যোগে, জ্ঞানে, ভক্তিতে পচিয়া পচিয়া মরে সব। ওরে ভাই সকল! যাহা কিছু দেখছিস্ যাহা কিছু আছে, তাহা দেহই আছে। উত্তমরূপে তারি সেবা কর। ইন্দ্রিয় সমূহকে উত্তমরূপে ভোগ্যবস্তু দাও, অনেকরূপ বিচার করিয়া কেন মরিতেছ? হাঁরে মরিয়া আবার কে জন্ম লয়? মরিয়া জন্মিয়াছে এমন কাহাকে কি দেখেছ ভাই! পুনর্জন্ম, জীব, ব্রহ্ম সমস্তই মিথ্যা মনে কর। পাঁচতত্ত্বের দেহ হইয়াছে, শেষে

পাঁচটাই পাঁচে মিশে যাবে। তখন থাকবে কি যে কর্ম্মভোগ ভুগতে আসিবে। বৃক্ষের পত্র ঝরিয়া পড়িলে কি পুনরায় বৃক্ষে লাগে ? বৃক্ষ হইতে অন্য পত্র উৎপন্ন হয়। সেইরূপ জগৎ হইতে অনেক যোনি উৎপন্ন হয়। জগতই পাঁচতত্ত্বের অনাদি বৃক্ষ। তাহাতেই সীমা-বিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হইতেছে পুনঃ নষ্ট হইতেছে। তাই বলিতেছি আমার কথা মান, বোধ বিচার কেবল সংশয়ের ঘর। সেই হেতু—ভাই সকল! যাবৎ দেহ আছে, তাবৎ সর্ব্বতোভাবে বিষয় ভোগ করিয়া লও। বৃদ্ধদিগকে ভ্রান্ত জানিও, তাহাদের কথা শুনিও না। হে শিষ্য! অপরোক্ষ অজ্ঞানের গতি এইরূপ, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিলাম। অপরোক্ষ অজ্ঞানী এইরূপ বুদ্ধির বশে অন্তে মহাকষ্ট ভোগ করে। অপরোক্ষ অজ্ঞানের দুই ভেদ আছে—এক সমানাধিকরণ আর এক বিশেষাধিকরণ। বিশেষাধিকরণ যে অজ্ঞান তাহা গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

১৪শ অধ্যায় ৮ম শ্লোক :—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধিমোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবন্ধাতি ভারত।

তমোযুক্ত অজ্ঞানতা সকলের হৃদয়কে মোহিত করে। মোহ হেতু প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা জীবকে বন্ধনে ফেলায়। অতঃপর পরোক্ষ অজ্ঞানের বিষয় বলিতেছি।

পরোক্ষ অজ্ঞানী মনে করে কেহ দ্বিতীয় কর্ত্তা আছে। সেইহেতু নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সে বহু প্রকার মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা নানা দেবদেবী সেবা করিয়া থাকে। তীর্থ, ব্রত, মূর্ত্তি, পূজা ও আচারাদি করিয়া উপাসনা কাণ্ডের বহু বিস্তার তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। বৈদিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিবিধ কর্ম্ম মানিয়া থাকে। জাতি ও পংক্তির ব্যবহার উত্তম রীতিতে করিয়া থাকে। কুলাচরিত প্রথায় নিপুণ থাকিয়া মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলে। বেদপুরাণাদির বার্ত্তা মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করে। বহু প্রকারে সে সকল বাণীর গুণন ও মনন করে। বিধি নিষেধ বাক্যে আস্থাবান্ হয়। ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্ত সত্য মানিয়া চলে, গো-ব্রাহ্মণের পূজা করে, জগতের নীতি জানিয়া তাহার আচরণ করে। এই সকলকে পরোক্ষ অজ্ঞান বলে। আরও যে সকল বিবিধ কর্ম্ম করে, তাহার মধ্যেও দুইটী ভেদ আছে—সমানাধিকরণ ও বিশেষাধিকরণ। যোগ, ধ্যান ও সমাধির অনুষ্ঠান করা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি ও ইন্দ্রজাল বিদ্যার অনুষ্ঠান, তন্ত্রমন্ত্র যোগে ধনধান্যও লক্ষ্মীর প্রাপ্তির হেতু রাজা মহারাজার বশীকরণ সাধনা, স্ত্রী পুত্রাদির বাসনা লইয়া যন্ত্র লিখিয়া তাহার পূজা করা, শাপ ও অনুগ্রহ সিদ্ধির জন্য দেবদেবীর আরাধনা, কায়াকল্পকরণ, জগতে মান ও প্রতিষ্ঠা পাইবার ইচ্ছা, স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু বিবিধ স্নান ও তপস্যা করণ এইরূপ বিবিধ কর্ম্ম বিশেষাধিকরণ মধ্যে গণ্য। অতঃপর সমানাধিকরণ কর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। চিত্তের মধ্যে মুক্তি-

বাসনা রাখিয়া কর্ত্তা-প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম-সাধনা করা। যেমন ইহ অমুত্র (ইহলোক পরলোক) ফলভোগ বিষয়ে বিরাগ ও মুক্তির বিষয়ে অনুরাগ রাখিয়া মুক্তি বাসনা লইয়া শমদমাদির সাধনায় রত হওয়া। পরোক্ষ কর্ম্মের বিস্তার এইরূপ ব্যক্ত করিলাম। ভক্তদিগের মন এই মত ধারণ করে। প্রথমে যে অপরোক্ষ কর্ম্মের কথা বলিলাম, সে সকল মত কর্ম্মীরা গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মরূপ ও অকর্ম্মীদিগকে অকর্ম্মরূপ জানিবে। পরের ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া যে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম করা হয়, তাহা সমানাধিকরণ মধ্যে গণ্য। স্বইচ্ছায় যে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম করা হয়, তাহা বিশেষাধিকরণের ধর্ম্ম। এতদ্বিষয়ে গীতার সাক্ষ্য—যাহা যদুরাজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দিতেছি—

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি, তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়, কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।

রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণার সঙ্গহেতু ইহার উৎপত্তি, ইহা দেহীকে কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা বন্ধনে ফেলাইয়া থাকে! এইরূপ কর্ম্মসঙ্গ পরোক্ষ বিশেষাধিকরণ মধ্যে গণ্য। এক্ষণে পরোক্ষ সমানাধিকরণের সাক্ষ্য গীতা হইতে দিতেছি—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।

সত্ত্বগুণের স্বভাব শান্ত ও নির্ম্মলহেতু নিরাময় ও প্রকাশক। সত্ত্বগুণে যেমন নির্ম্মলতাও প্রকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণও আছে। সুতরাং তৎসঙ্গহেতু যে কর্ম্মের উদ্ভব হয়, এবং সেই কর্ম্মহেতু যে সুখোদয় হয়, তাহাও জীবকে বন্ধনে ফেলাইয়া থাকে। পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দুইপ্রকার অজ্ঞানের স্বরূপ ব্যক্ত করিলাম। এইরূপ অজ্ঞানতা ত্বংপদ-বাচ্য। দুইরূপ অজ্ঞানের বিষয় যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে বিশেষাধিকরণ ও সমানাধিকরণ দুইটী বিশেষত্ব দেখান হইল। অনেক জীব ইহার বন্ধনে পড়িয়াছে। সেই সকল জীবকে অজ্ঞানী বলিতে হইবে, যাহারা দুইপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দুইপ্রকার অজ্ঞানকে দৃঢ়রূপে মানিয়া লওয়ার জন্যই সেইরূপ জীবের উপাধি হইল—অজ্ঞানী।

(৮) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে প্রভো! আপনি সকল জীবের সুখদাতা, সংশয়হেতু ভ্রান্তির আঘাত হইতে সেবককে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। আপনার মত আর কে দয়াল আছে? যেহেতু ভ্রান্তি হরণ করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। দুইপ্রকার যে অজ্ঞান বলিলেন, তাহার পুনঃ দুইটী ভেদ বলিলেন, এই বিচারটী আমার মনে বেশ লাগিয়াছে। অতঃপর যাহা বিনয় করি, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিন। জীব ও অজ্ঞানতা একই বটে কি, দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ আছে? এই সংশয় দূর করিয়া সমস্ত ভ্রম নষ্ট করুন।

(৮) গুরুকৃত উত্তর।

হে শিষ্য ! সে রহস্য প্রকাশ করিতেছি। জীব ও অজ্ঞান এক নয়, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাতো সংসারে সর্ব্বজন-সুবিদিত যে রোগী আর রোগ এক নহে। যদি রোগ ও রোগী একই হইত, তবে রোগী রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কিজন্য ক্রন্দন করিত ? সুতরাং যেমন রোগ ও রোগী ভিন্ন, সেইরূপ জীব ও অজ্ঞানতাও ভিন্ন। জীব চৈতন্য সদাকালের জন্য অবিনাশী। আসক্তিরূপ অজ্ঞানতা জড়ও নষ্টরূপ। নাস্তিরূপ যে অজ্ঞানতা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্যই জীবকে অজ্ঞানী বলা যাইতেছে। রোগের সহিত জীবের সম্বন্ধ হওয়াতেইতো জীবকে রোগী বলে। রোগ নাইত রোগী কিসের ? অতএব অজ্ঞান ভিন্ন, অজ্ঞানী ভিন্ন এইরূপ জানাই জ্ঞানের চিহ্ন। জীবের সহিত অজ্ঞানতার সম্বন্ধ কোনকালে না হইলে জীব যে অবিনাশী সেই অবিনাশী থাকবেই। আর আসক্তিরূপ অজ্ঞানতা জড় নাস্তিরূপের নাস্তিরূপেই থাকিয়া যাইবে।

(৯) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে দীনদয়াল ! হে স্বরূপচ্যুত জীবের পবিত্র কর্ত্তা পতিত-পাবন ! হে পতিতোদ্ধারণ ! আপনার পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত বিজ্ঞাপিত করিতেছি। জীব সর্ব্বদা অজ্ঞানতার বশে আছে বলিয়াই সে অবস্থাহীন হইয়া জগতে পুনঃ পুনঃ দেহধারণহেতু বিবিধ কষ্টভোগ করিতেছে। হে গুরুদেব ! কিরূপে অজ্ঞানতার নাশ হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, কিরূপে জীবের নিত্য সুখের মধ্যে বাস হয়, এক্ষণে সেই

যুক্তিই বলুন। জ্ঞান এক কি দুই সেই বিষয়ে সত্য নির্ণয় প্রকাশ করুন।

(৯) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! তোমাকে ত্বংপদের অর্থ বোধগম্য করাইলাম। অজ্ঞান যে দুইপ্রকার তাহাও ব্যক্ত করিলাম। ত্বংপদ কর্ম্ম, উপাসনা ও উপাধিসহ বেদের অর্দ্ধাংশ। এক্ষণে তৎপদের ভেদ বলিতেছি। জ্ঞানের ভাব দুইপ্রকার, এক সমানাধিকরণ জ্ঞান আর এক বিশেষাধিকরণ জ্ঞান। ন্যায় যাহাকে বিশেষাধিকরণ জ্ঞান বলিতেছে, তাহাই পরোক্ষ জ্ঞান। সমানাধিকরণ জ্ঞান—বেদমতে অপরোক্ষ জ্ঞান। বিশেষাধিকরণ জ্ঞান—উপাধিযুক্ত। সমানাধিকরণ জ্ঞান—উপাধিমুক্ত। যে জীব বিশেষাধিকরণ জ্ঞানে রত, সে জ্ঞানকে বেদও ঈশ্বরস্বরূপ মনে করে। সমানাধিকরণ জ্ঞান—বেদান্তের নিশ্চয়।

(১০) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরুদেব! বিশেষাধিকরণ যে পরোক্ষ জ্ঞান, যাহার লক্ষ্য ঈশ্বর, প্রথমে তাহার বিষয়ে বোধ দান করুন।

(১০) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, যাহাতে সকল সংশয় নষ্ট হয়। নিজদেহের উপাধি জানে, পরদেহের সকল উপাধির পরিচয় জানে, দুঃখ ও সুখের সহিত তিন (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) অবস্থাকে জানে, চারি খনি, চারি বাণীর সকল নিরূপণ জানে, এবং এই সকলকে

মিথ্যা জানিয়া ইন্দ্রজালবৎ যার লক্ষ্য হয়, ও আমি সর্ব্বসাক্ষী আদিস্বরূপ আর সমস্তই মৃগজলবৎ ভ্রমকূপ, এই সকল নাশবান্ অসত্য, আমি অবিনাশী চৈতন্য নিত্য। সমস্তই অসত্য আমি ত্রিকাল সত্য, তিন দেহ মায়ার জাল। বারবার এইরূপ স্ফূরণ হইলে তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলে! পরোক্ষজ্ঞান দুই প্রকার, তাহার সকল নিরূপণ বলিতেছি। যে সকল সত্তা, সকল শক্তি ও ঋদ্ধি সিদ্ধির সহিত নিজের বর্ত্তমানতার ধারণা রাখে, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে, ষট্ ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিজেকে মনে করে, সেই সিদ্ধ জীব জগতে ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। দ্বিতীয় জ্ঞান নিরুপাধি বটে, তাহা ঋদ্ধি সিদ্ধি কিছুই মানে না! সে জ্ঞান ঋদ্ধি, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, দেবতা, ঈশ্বর ও মায়া সব নাস্তিরূপ জানে। জগৎজাল মৃগতৃষ্ণিকার জলবৎ মিথ্যা, করা কি করানোর ভাব তাহাতে থাকে না, সে জানে—মন-মায়াকৃত যা কিছু উপাধি সমস্তই নাস্তিরূপ মিথ্যা। আমি সকলের আদি, আমিই সকলের জ্ঞাতা সর্ব্বসাক্ষী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই আমাকে জানিতে পারে না! ত্রিগুণের ব্যবহার নাস্তিরূপ। আমি ত্রিগুণাতীত সকলের দ্রষ্টা, আমি বেদের ইষ্ট-অখণ্ড, অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য। ব্যষ্টি সমষ্টি দুই মিথ্যা। তিনকালেই এইরূপ মনোবৃত্তির স্ফূরণ হইলে সকল অবিদ্যা নষ্ট হয়। এইরূপ যার জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের নিধান জ্ঞানী। এই প্রকারে দুইটী জ্ঞান পরোক্ষ।

এক্ষণে তোমাকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি। তিনকালে কিছুই ভাসবিশিষ্ট হয় না। সর্ব্বদা একভাব-স্বয়ং স্বয়ং। সুষুপ্তির মত সমস্তই বিস্মৃত হয়, তিনকালেই দ্বৈতের স্ফূরণ জানে না, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়; ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়; উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকজ্ঞান, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, ত্রিপুটীর জ্ঞানের অভাব থাকে, একভাবের অখণ্ড বৃত্তি থাকে, তিনকালেই আপন ভাব থাকে, দ্বৈতের উপাধি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সর্ব্বদা আনন্দ-পূর্ণ চিন্ময়বৃত্তি থাকে। এবং পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাব থাকে। এইরূপে যে জ্ঞানীর জ্ঞানস্থিতি তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলে। ইহার মধ্যেও দুইটী ভেদ আছে। হে শিষ্য! তাহার নিরূপণ বলিতেছি। যোগ-ধারণাদ্বারা যে মনের মৃতীকরণ ও এক ভাবে অখণ্ড বৃত্তির ধারণ তাহা মধ্যম পক্ষের জ্ঞান। আগম-নিগমে এইরূপ উল্লেখ আছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-দ্বারা যে নিজসাক্ষাৎকার বৃত্তির ধারণ ও সেই বৃত্তির ধারণ-হেতু যে স্থিরতার প্রাপ্তি—যাহাতে কখনও দ্বৈতভাবের উদয় হয় না, এইরূপ ভাবের মধ্যে যে থাকিয়া যায়, বেদ তাহাকে উত্তম পক্ষ বলে। বেদমতে যে এইরূপ জ্ঞানযুক্ত, সেই অবিনাশী জ্ঞানী শিব (মঙ্গল) স্বরূপ।

(১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে দীনদয়াল গুরো! জ্ঞ আর জ্ঞানেতে কি প্রভেদ আছে, তাহাই প্রকাশ করুন। হে জীবের রক্ষাকর্ত্তা! আপনার চরণকমল বার বার বন্দনা করিতেছি, এই সংশয়টী দূর করুন।

(১১) গুরুকৃত উত্তর। জ্ঞানে ও জ্ঞতে কোন প্রভেদ নাই। তথাপি সন্ত কিছু প্রভেদ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জ্ঞ সকলের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানের উদয়ে মুক্ত হইয়া যায়। জ্ঞর মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, তাহাই জ্ঞানের পরিচয় করাইয়া দেয়। জীবভাব মলিন দর্পণের মত, দর্পণ মলযুক্ত হইলে যেমন নিজরূপ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু নির্ম্মল হলে দেখা যায়। যেমন প্রদীপ উজ্জ্বল, কিন্তু ঢাকনা দ্বারা ঢাঁকা পড়িলে দেখা যায় না ও প্রদীপ ঢাকা পড়ায় অন্ধকার দেখা যায়, সেইরূপ জ্ঞকে অবিদ্যা ঢাকিয়া দেয় এবং সুবিদ্যার প্রকাশে অবিদ্যার মলিনতা দূর হয়, তখন প্রকাশ পায়। যেমন মেঘে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, পুনঃ বায়ুর প্রভাবে মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্য প্রকাশ পায়, সেইরূপ জ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞও প্রকাশ পায়। বিচারের দ্বারা সেইরূপ জ্ঞান জানা যায়, জ্ঞানকে জানিয়া জীব স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়া থাকে। জ্ঞানে ও জ্ঞ'এ যে অন্তর তাহা বলিলাম।

(১২) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। জ্ঞান ও জ্ঞ দেখিতেছি একই বস্তু, দুই একই জাতি, নামে মাত্র ভেদ। আপনার অনুগ্রহে ইহা জানিতে পারিলাম। এতদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই।

(১২) গুরুকৃত উত্তর। যাহা হউক জ্ঞান সজাতি বটে, অজ্ঞান অজাতি। দুয়েরই বিষয় তোমাকে জানাইলাম। এবং তুমিও তাহা উত্তমরূপে বোধগম্য করিয়াছ।

(১৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে দীনদয়াল প্রভো! জীবের যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার স্থিতি অতি বিশাল। তাহাতে কি কিছু ত্রুটি রহিল?

(১৩) গুরুকৃত উত্তর।

হে শিষ্য! সে রহস্য বলি শুন। সকল জ্ঞানী মিলিয়া সে বিষয় বিচার করিয়াছেন। জ্ঞানের গভীর দশায় তিন দেহের বিস্মৃতি হইলেও জ্ঞ বা জ্ঞাতৃত্ব দশা শেষ থাকিয়া যায়। সেই জ্ঞাতৃত্ব দশার মধ্যে বেদের বিচারে ত্রুটি দৃষ্ট হইতেছে। সেইহেতু জ্ঞানীরা তাহার নিষেধ করিতেছেন। এক্ষণে সেই ত্রুটি ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। সেই জ্ঞাতৃত্ব দশার মধ্যে একোঽহং বৃত্তির স্ফূরণ হয়, তাহা হইতে বহুস্যাম্ সংকল্পের উত্থানহেতু বহু বিস্তার হয়, তখন সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যার অধিকারে আসিয়া পড়ে। এইরূপ ত্রুটি জ্ঞাতৃত্বের মধ্যে থাকে ইহা সকল সিদ্ধান্তেই বলিতেছে। জ্ঞাতৃত্ব স্ফূর্ত্তিমাত্র। ইহাকে কেহ সবল ব্রহ্ম, কেহ বা মহামায়া বলে। সকল প্রকার কর্ত্তব্যতা জ্ঞাতৃত্ব দশার মধ্যে থাকে, সেইহেতু জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতৃত্বরূপ ত্রুটি থাকে। স্বজাতি, বিজাতি ও স্বগত ভেদরূপ যে তিন ত্রিপুটী, তাহার নিষেধ হইয়া যাইলে এবং "আমি", "আমার" ইত্যাকার ভাবনা ছাড়িয়া গেলে ও চিত্ত হইতে জগৎরূপ অবিদ্যা দশা রহিত হইলে—আছি কি না আছি, যাহার মধ্যে এতাদৃশ বিজ্ঞান প্রকাশ পায়, সেই জীবন্মুক্ত এইরূপ বেদ বা শাস্ত্র প্রমাণে বলিয়া থাকে।

(১৪) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে প্রভো! শিষ্য জানিয়া কৃপা করুন, আমি আপনার মন্দমতি সেবক। এক্ষণে আপনার নিজের বিজ্ঞান বিজ্ঞাপিত করিয়া ভ্রান্তির ফাঁদ কর্ত্তন করুন। বেদশাস্ত্রাদি-নিরূপিত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছি।

(১৪) গুরুকৃত উত্তর। যখন জেনে বুঝেও জড়বৎ স্থিতি হয়, জানা বা না জানা কোনভাব থাকে না, উন্মত্তের যেরূপ শরীরের সামাল থাকে না, সেইরূপ মহানন্দে মগ্নতাহেতু সহজ দশার প্রাপ্তি হয়, যে দশা ভাবাতীত ভাব, কলাতীত ও অবস্থাতীত ভাব, দশাতীত দশা, আত্মা যেমন কার তেমনি বিরাজ করে, এক ও অনেকের ভ্রান্তি থাকে না, সজাতি, বিজাতি ও স্বগতভেদ শূন্য হওয়া যায়, তাহাই বিজ্ঞান। ইহারও দুইটী ভেদ আছে, এক বিজ্ঞানের লক্ষণ কথনমাত্র, আর এক উক্তলক্ষণ-বিশিষ্টপদে স্থিতি। যখন কেবল বিজ্ঞানদশামাত্র থাকিয়া যায়, তাহাই বিজ্ঞানী হংসদশা। যে জ্ঞান বাণীর কথন মাত্র, তাহা মিথ্যা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে স্থিতির দশায় যখন দ্বৈতভাব আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না, নিরন্তর একভাবে স্থিতি হয়, হে শিষ্য! কি বলি কতই আশ্চর্য্য। যখন কার্য্য কারণরূপে স্বয়ং স্থিতি হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবই সত্য বিজ্ঞান। আপনি বলে, আপনি বলায়, আপনি খেলে, আপনি আপনাকে খেলায়, আপনি করে, আপনি আপনাকে দিয়ে করায়, আপনি দেখে, আপনি আপনাকে দেখায়, আপনি কাঁদে, আপনি চুপ করায়।

আত্মার মধ্যে দ্বৈতভাব কেবল মিথ্যা সন্তাপ ও বেদান্তের অদ্বৈত ভাবও সন্তাপ। বিবিধ ভ্রান্তি জগতের সন্তাপ মাত্র জান।

(১৫) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরুদয়াল! আপনার চরণ ধরি, আত্মার বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত দিন, যাহাতে আমার মধ্যে নিশ্চয়তা আসে।

(১৫) গুরুকৃত উত্তর। হে প্রিয়বৎস! আত্মা হইতে যদি কিছু ভিন্ন থাকে তবেত দৃষ্টান্ত দিয়া তোমায় বুঝাইয়া দি; ইহাত সকল দৃষ্টান্তের অতীত। স্বরূপাবস্থায় না কিছু নিত্য বলিয়া ব্যবহার আছে, না অনিত্য বলিয়াই ব্যবহার আছে, না দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনের ব্যবহার আছে, সব কিছু আত্মা। আত্মাই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। নামরূপ সব মিথ্যা জান, কথন, শ্রবণ মিথ্যা মান। যেমন অনেক ভূষণ দেখিতেছি কিন্তু সমূহ ভূষণে এক স্বর্ণই দেখিতেছি। যেমন অনেক মৃন্ময় ঘট দেখিতেছি, কিন্তু সকল ঘটে মৃত্তিকাই সত্য দেখিতেছি। জলের বিকার বরফ দেখিতেছি, কিন্তু তাহাতে জল সত্য দেখিতেছি। সেইরূপ সমগ্র জগৎকে আত্মারই বিকার দেখিতেছি, কিন্তু বিকার স্থায়ী নয়। যাহার বিকার জগৎ সেই হংস আত্মাই স্থায়ী সত্য জান। যদি বলি সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, যা কিছু দেখিতেছ, ব্রহ্মেই সকল লয় হয়, ব্রহ্মই কথা বলে, বলায়, ব্রহ্মই বোধ দেয় ও দেওয়ায় কিন্তু আত্মা বা অনুভূতি, স্বরূপ বিজ্ঞানে এতটুকুও বলা সাজে না! কারণ হংস বা আত্মারই

বিকার ব্রহ্ম, ও ব্রহ্মের বিকার জগৎ। সুতরাং যেমন সাগর-জলের বিকার সাগরতরঙ্গ—সাগর নাম মিথ্যা, তরঙ্গ নাম মিথ্যা, জলমাত্র সত্য। সেইরূপ আত্মাই সত্য, আত্মার বিকার—ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র। যদি বলি, আত্মা এক অখণ্ডরূপ কিন্তু এরূপ কথনেরও অবকাশ দেখি না, কারণ যদি এক বলিত, দুই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে এক বলছে, সে এক হইতে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় নয়। যে আত্মাকে সে এক বলিতেছে, সে এক সে নিজেই বটে। আত্মার মধ্যে সবই সম্ভব, বিধি নিষেধ বলিয়া কিছু ধরিবার ছাড়িবার নাই। এক্ষণে বলত বলবার কি আছে? বোবার চিনি খাওয়ার স্বাদের মত আত্মা এইমাত্র।

(১৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। অন্ততঃ একটা কিছু করা উচিত ত! যাহাতে আত্মা হইতে পারি?

(১৬) গুরুকৃত উত্তর। আত্মা হওয়ার কথা যে বলিতেছ তুমি ত সদা আত্মাই আছ। হে শিষ্য! তুমি কাহাকে অখণ্ড, নিরন্তর, একরস, সমরস, বলিতেছ! যাহাকে বলিতেছ সেই না তুমি?

(১৭) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে দীনদয়াল গুরুপ্রভো! যখন জ্ঞান বিজ্ঞান কিছুই ছিল না, তখনওত কৃপালু গুরুরূপ আত্মহংস ছিলেন, না বিজ্ঞান পাইয়া এখন হইলেন?

হে শিষ্য ! তুমি আশ্চর্য্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। সমস্ত
(১৭) গুরুকৃত উত্তর। বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি। জ্ঞান, বিজ্ঞান যখন হয় নাই, তখনও স্বয়ং আত্মা ছিলেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান যখন উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও সর্ব্ববিহারী আত্মা বর্ত্তমান আছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান হয় আর যায় এবং অজ্ঞানও বহুবার নাশ হয়। আকাশবৎ আত্মা সর্ব্বদা স্থিররূপ। ইহার জন্ম মৃত্যু নাই।

অহো গুরুদেব ! বুঝাইয়া বলুন, জ্ঞান বিজ্ঞানের তাহা
(১৮) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হইলে প্রয়োজন কি ? যখন আত্মা সদা মনশূন্য হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের কারণ কি ? গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া লইলেইত সর্ব্বসংশয় অপসারিত হইল ?

হে শিষ্য ! চিত্ত দিয়া শ্রবণ কর, আমি তোমার ভ্রান্তি
(১৮) গুরুকৃত উত্তর। দূর করিবার জন্য যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করিলাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভ্রান্তি মিটুক আর নাই মিটুক, ভ্রান্তি না মিটিলেও আত্মা
(১৯) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। আছে কি না তাই বলুন ! অথবা এইরূপই বলুন যে যতদিন ভ্রান্তি না মিটিবে, ততদিন ইহাকে আত্মা বা হংস বলা যাইতে পারে না। যদি ইহাই আপনার স্থির নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে চাই—আপনি যে একতার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইলেন, অখণ্ড দিয়ে বুঝাইলেন, ও

আত্মাকে সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ বলিলেন, আপনার সে সকল দৃষ্টান্তের একটীও স্থায়ী থাকে না। প্রভু! কেন না যেই আপনি কিছু সম বিষম উপদেশ দিবেন, অমনি আপনার সব দৃষ্টান্তই দূষিত হইয়া যাইবে।

(১৯) গুরুকৃত উত্তর। ভ্রান্তি মিটুক্ বা না মিটুক্, আত্মাকে মিটায় কে? হে শিষ্য! তুমি নিশ্চয় করিয়া মানিয়া লও, যে আত্মা অনাদি ও অখণ্ড। বেদেরই বচন বল, আর গুরুরই বচন বল, বা গুরুগিরিই বল, সব মিথ্যা বলিতে পারি কিন্তু আমি আত্মাত সদা একরস (সম-বিষমভাব-শূন্য) সত্য। হাঁরে বালক! মিথ্যা সত্য যে কিছুই নয়। যদি পৃথক্ কিছু দৃশ্য থাকে তবে ত দ্রষ্টা বলি। সুতরাং না তাহার দ্রষ্টাই বটে, না দৃশ্যই বটে, যা কিছু বল্‌ছি সমস্ত আত্মারই বিলাস। আপনি খেলছে্, আপনি খেলাচ্ছে। ইহার মধ্যে কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি নাই। চূপ্‌চাপ্ নিজের মধ্যে সব চিন্তা ছাড়িয়া স্থির হইয়া যাও! যখন সকল বাণীর অন্ত হইয়া গেল, তখন আপনি আপন আত্মা অনন্ত। যেমনকার তেমন আত্মার বিরাজ। না তাহাতে মুক্তিই সাজে, না বন্ধনই সাজে, কিছু একটিও সাজে না।

(২০) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। চুপ্‌চাপত বসিয়া রহিলাম কিন্তু মনের মধ্যে যে সংশয় লেগেই রহিল। যেমন পূর্ব্বে ছিলাম তেমন পরেও (চুপের অবস্থাতেও) রহিলাম। না

স্থিতি বুঝিতে পারিলাম, না প্রাপ্তি। এক্ষণে আমার কোন্ দুঃখই বা ছুটে গেল, আর কোন্ উপাধিই ঘুচল, কিছুইত বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমি যেমন ছিলাম তেমনই রহিলাম তাহা হইলে আপনার উপদেশের বিশেষত্ব কি রহিল? আপনার উপদেশে বুঝিতে পারিলাম সকল আমারই বিলাস। তাহা হইলে সংসার হইতে যাওয়া, আবার আসা, ইহার ত্যাগ কিরূপে হয় এবং কিরূপেই বা ক্লেশ দূর হয়?

(২০) গুরুকৃত উত্তর। দুই না হইলে, আসা যাওয়া কিরূপে সিদ্ধ হইবে? যদি এমন হয় যে, যে আসে যায়, সে এক, আর যেখানে আসে যায়, সে এক। কিন্তু যেস্থলে আত্মা সদা এক, আত্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সেস্থলে আসা যাওয়ার (গমনাগমনের) চর্চ্চা উঠিতে পারে না। যা কিছু চর্চ্চা ভ্রান্তির বিলাপ। তাই বলি সকল প্রকার মিথ্যা ভ্রান্তিকে ঝাড়িয়া ফেলাও। আত্মাকে সর্ব্বদা এক ভাবের জান। দ্বিতীয়ের বোধ কেবল ভ্রান্তিমাত্র, তাহা মানিও না। সমস্ত প্রমাণ ভ্রান্তিরই বার্ত্তা, বিধি নিষেধের মূল ভ্রান্তিই জানিবে।

(২১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। আমিত কেবল আত্মা মাত্র, দ্বিতীয় ভ্রান্তি কোথা হইতে দেখা দিল। আমিত অজর অখণ্ড বলিয়া কথিত হই, মিথ্যাভ্রান্তি কোথা হইতে এল? ভ্রান্তির জন্যইত আমার এত দুর্দ্দশা। সকল দেশে কেবল দুঃখের জ্বালা দেখা যাইতেছে।

ভ্রান্তির দ্বিতীয় অধিষ্ঠান নাই, তুমি আত্মাই সকলের
(২১) গুরুকৃত অধিষ্ঠান। তোমার ভ্রম তোমাতেই জন্মে, ভ্রমের
প্রশ্ন। অন্য অধিষ্ঠান নাই। রজ্জু-সর্পন্যায়বৎ তোমার ভ্রম তোমাতেই জন্মে, তোমাতেই লয় পায়। সেইরূপ রৌপ্য শুক্তিবৎ জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান তোমাতেই জন্মে, তোমাতেই লয় পায়।

হে গুরো! মনোযোগের সহিত আপনার সুন্দর উপদেশ
(২২) শিষ্যকৃত শ্রবণ করিলাম—যেমন সর্পভ্রান্তির অধিষ্ঠান রজ্জু
প্রশ্ন। সেইরূপ জগৎআদি ভ্রান্তির অধিষ্ঠান আত্মা। স্বীকার করি বিনা অধিষ্ঠানের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না কিন্তু সেই ভ্রান্তি হে গোস্বামী প্রভো! ত্যক্ত হয় কিরূপে ইহাই জিজ্ঞাস্য।

হে শিষ্য! যাবৎকাল অজ্ঞানতা আছে, তাবৎকালই
(২১) গুরুকৃত ভ্রান্তিও আছে, জ্ঞান হইলেই ভ্রান্তির ত্যাগ হইল
উত্তর। জানিবে। আত্মা নিজে না অজ্ঞই বটে না‌ তজ্‌জ্ঞই বটে। তাহা স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ।

হে সুখদাতা গুরু মহারাজ! জ্ঞান সমাধি একদেশী
(২৩) শিষ্যকৃত দাঁড়াইতেছে, কিন্তু বিচারে দেখ্‌ছি, আত্মা
প্রশ্ন। যেরূপ সার্ব্বদেশিক দাঁড়াইতেছে, ভ্রান্তিও সেইরূপ সার্ব্বদেশিক দেখতে পাই। একদেশী জ্ঞান সমাধি, সহস্র জীবের মধ্যে কোন এক জীব সাধনা করে। ভ্রান্তি

সার্ব্বদেশিক, সুতরাং সকল জীবেই তাহা প্রাপ্ত আছে। আবার অধিষ্ঠান ব্যতীত ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, অধিষ্ঠানের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

(২৩) গুরুকৃত উত্তর। ওরে বাপু! জ্ঞানসমাধিও ভ্রান্তি বটে, জগৎ ব্রহ্ম ও ভ্রান্তি। অধ্যারোপ, অপবাদ এগুলিও ভ্রান্তির বিষাদ। কহা, শুনাও ভ্রান্তি, জিজ্ঞাসা ও ভ্রান্তিরই অনুমান, এবং সংকল্প ও বিকল্প ভ্রান্তি। কিন্তু আত্মা যেমনকার তেমন সদাই আনন্দকন্দপূর্ণানন্দ-সমুদ্র। তাহার মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গবৎ সংকল্প-বিকল্পরূপ মিথ্যা জগৎতরঙ্গ উঠিতেছে আর পড়িতেছে।

(২৪) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। তাহা হইলে আমি প্রলয়াম্বুবৎ হইলাম, অনেক তরঙ্গ আমাতেই আছে এবং সেই তরঙ্গের মধ্যে আমিও স্বভাবতঃ থাকি। জগৎরূপ সমস্তই আমার তরঙ্গ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সেই সকল তরঙ্গের শান্তি কিরূপে হইতে পারে? তরঙ্গ শান্ত না হইলেই বা আমি নিরন্তর সমরসভাব কিরূপে প্রাপ্ত হই?

(২৪) গুরুকৃত উত্তর। যখন চিত্তরূপ বায়ু শান্ত হইবে, তখন সকল তরঙ্গও শান্ত হইবে। ইহাত জগতে বিদিত যে বিনা পবনে তরঙ্গ উঠে না।

(২৫) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। চিত্তরূপ বাত কোথা হইতে উঠে? ইহার স্থান কোথায়? সদ্‌গুরো! তাহাই ব্যক্ত করুন যাহাতে চিত্তের চক্রান্ত মিটিয়া যায়।

সকলের অধিষ্ঠান তুমি, তোমা ব্যতীত আর কেহ নাই।

(২৫) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! তোমা হইতে পৃথক্ দ্বিতীয় থাকে তবে ত বলি।

(২৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। আমি নিজেই সকলের অধিষ্ঠান, সকল প্রকার রোগ, সন্তাপ আমাতেই আছে; সকল রোগের আমিই মূল, সুতরাং আমি যেরূপ সনাতন আমা হইতে উৎপন্ন জগৎরূপ ব্যাধিও সেইরূপ সনাতন এবং সেই ব্যাধিও স্বাভাবিক, এই ব্যাধির ত্যাগ হয় কিরূপে? ব্যাধি না ঘুচলেই বা কোন কাজ হবে? মহারাজকে সর্ব্বদাই রোগের বশে ব্যাকুল থাকিতে হইবে।

(২৬) গুরুকৃত উত্তর। সেই স্বাভাবিক রোগ কিরূপে ছাড়িয়া যায়, এইরূপ ভাব লইয়া তোমার বুঝবিচার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখ দেখি, মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? সে অসাধ্য রোগ আর যাবে কোথায়? তোমা ভিন্ন যে অন্যস্থান নাই। তোমাকে ছাড়িয়া রোগগুলি আর কি নাম ধরিবে? সেইহেতু বলি রোগ বল, রোগী বল, নিরোগী বল, তুমিই তুমি, আর কোন বিচার নাই। বলা কহা শেষ হইল, মনকে পাক দিয়া ভিতরে লও।

(২৭) শিষ্যকৃত প্রশ্ন! আমি আর কিছুই ব'লে উঠতে পারছি না, ধন্দ হ'য়ে রয়েছি। কিছু বিশেষত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। হে গোঁসাই! আমি প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলাম—জ্বর

মধ্যে গমনাগমন ভাব কিরূপে দাঁড়াল ? কিরূপে এই জ্ঞান-প্রকাশ গমনাগমন ভাবের মধ্যে বাস করিল ? তখন আপনি উত্তর করিলেন—তত্ত্বমসি আদি করিয়া যত বন্ধন আছে, সে সকল মানিয়া লওয়াতেই গমনাগমন দাঁড়াইল। তখন আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যত বন্ধন আছে সকলগুলিই নিরূপণ ক'রে বলুন, তখন আপনি তত্ত্বমসি আদি ক'রে যত বন্ধন-বিষয়ক বিচার আছে, এক একটি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে প্রভো ! আমিও সে সকলের শ্রবণ ও মনন করিয়া নিজ অধ্যাস সাক্ষাৎভাবে চিনিতে পারিলাম। হে প্রভো ! চিন্‌তে চিন্‌তে জ্ঞ হইতে অজ্ঞ হইয়া পড়িলাম। হে গুরুরায় ! বলিতে বলিতে আপনিও গুরু হইতে আপনি নিজেকে আত্মা বলাইতে লাগিলেন। বলুন ত ! আপনিও আত্মা, আমিও আত্মা আর এই সমস্ত জগৎ সনাতন আত্মা। এক্ষণে হে প্রভো ! কোন্ মুক্তি স্থির করিতেছেন ? আর কোন্ দুঃখটাইবা ছুটল বলিতেছেন। ইহাত (এই জগৎ) আত্মায় অনাদি সিদ্ধরোগ, যেমনকার তেমনিভোগ দাঁড়িয়ে আছে। হাঁ একটা বিশেষত্ব এই পাইলাম যে বলিতে বলিতে আপনিও এলে পড়িলেন, শুন্তে শুন্তে আমিও এলে পড়িলাম। প্রভো ! এক্ষণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

(২৭) গুরুকৃত উত্তর। আরে বাছা তুমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলে কেন ? আবার তোমাকে বিচার করাইয়া দিতেছি। আমি যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম, সে কথা তোমার

হৃদয়ে স্থায়ী হয় নাই। নির্ণয় শুনিয়া তুমি শেষটা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলে, কাজেই অন্তরে কোনরূপ স্থিতি বুঝিতে পারিলে না। কোন চিন্তা নাই, আমি আবার বুঝাইয়া দিতেছি। হে শিষ্য! তুমি প্রথমে এইত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে মনন কিরূপ? তাহাতে তোমাকে প্রথমেই শুনিয়েছিলাম এবং তত্ত্বমসির ভেদ খুলিয়া বলিয়াছিলাম। ত্বংপদ দুই প্রকার বলিয়াছিলাম। কর্ম্ম, উপাসনা, অজ্ঞানের লক্ষণ বলিয়াছিলাম। সকলের মধ্যেই দুই দুই ভেদ ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তারপর তৎপদের কথা জানিয়েছিলাম। ঈশ্বর ও জ্ঞানীর বিষয় সমান ও বিশেষ জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তারপর অসিপদ দর্শাইয়াছিলাম। পরমহংসাদি-মত বুঝাইয়া ছিলাম। পরোক্ষা-পরোক্ষ বিজ্ঞান আদি করিয়া সমস্ত শুনিয়েছিলাম। ভেদ শুন্‌তে শুন্‌তেই সব ভুলে ব'সলে। তিনপদের জ্ঞাতা তুমিই, তোমাকে জান। এক্ষণে পুনঃ নির্ণয় কর। তোমারই ভাস তোমাকে খাইতেছে। তিন পদই জীবকে ভ্রমে ফেলায়। তিন পদই গমনাগমনের কারণ। এই তিনপদ অমান্য করিয়া ত্যাগ কর এবং বিবেককে আশ্রয় কর!

(২৮) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।

হে গুরো! আপনি দীনদয়াল, আমি অজ্ঞান কি জানি? তিনপদকে ত্যাগ করিয়া চতুর্থপদ আমি কে? তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

হে শিষ্য! তুমি তিনপদের ভাসক (প্রকাশক),

(২৮) গুরুকৃত উত্তর। তুমি চতুর্থপদ—সদা অজর অবিনাশী হংস। হংসের প্রমাণ হংস। প্রকাশ না হইলে ইহার বিষয় ইদং (এই), ইত্থং (এই প্রকার) করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। যে তিনপদ তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়াছি, তাহার ভাস তোমার মধ্যে হইয়াছে কি না ?

(২৯) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। যে ভাবে বোধ দিলেন, হে গুরুদেব ! তৎসমস্তই এখন বুঝিতে পারিয়াছি। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে তিনপদই আমাতে ভাসিত হইয়াছে।

(২৯) গুরুকৃত উত্তর। এক্ষণে তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ—তিনপদ হইতে পৃথক্ হইতেছে কি না। তিনপদ যার অনুভূত হইল সে অনুভব হইতে পৃথক্ রহিল। অর্থাৎ তত্ত্বমসির অনুভবকর্ত্তা তত্ত্বমসি হইতে পৃথক্ দাঁড়াল। কিন্তু তুমি তোমার অনুভবের মধ্যে যাহা আসিয়াছিল, তাহাতেই তোমার আপনরূপ নির্ণয় করিয়াছিলে। এবং তাহাতেই মগ্ন হইয়াছিলে। আমি অনুভব হইতে পৃথক্ হংসরূপ, তুমি পরীক্ষা করিয়া তাহা ধরিতে পার নাই—কেমন বটে কি না ? অতএব যাহা ভাসযুক্ত হয়, তাহাই আমার স্বরূপ ইত্যাকার বোধ অজ্ঞানতারূপ মহা অন্ধকূপ। তুমি সকল হইতে ভিন্ন রহিয়াছ, কিন্তু ভিন্ন যে আছ তাহা জান না। কাজেই যাহা মানিয়া ধরিয়া রহিয়াছ, তাহাই তোমার বন্ধনরূপ দাঁড়াইয়াছে। সেই হেতু বহু দুঃখভোগ করিতেছ এবং গমনাগমনের মধ্যে থাকিতেছ।

হে পরীক্ষাপ্রবীণ গুরো ! বারম্বার আপনার চরণ বন্দনা
(৩০) শিষ্যকৃত করি, আরও যাহা কিছু রহস্য থাকে উদ্ঘাটন
প্রশ্ন। করিয়া ব্যক্ত করুন এবং সংশয়কে বাছিয়া ফেলাইয়া দিন। অসি পদের মধ্যে কি আমি মানিলাম ? সেখানে মানিবার কি জানিবার কি সম্ভাবনা আছে ? যেখানে এক কি দুইয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, ভেদাভেদের কোন ব্যাখ্যা নাই, সগুণ নির্গুণ চারি অবস্থার কোন বিচার নাই। সেখানে কিসের মনন বলিতেছেন ? সেখানে যে মনবাণীর কোন ভাবই নাই।

হে শিষ্য ! উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমি সর্ব্বতো-
(৩০) গুরুকৃত ভাবে বলিয়া দিতেছি। তাইত আমিও বলছি—
উত্তর। অসিপদের নিশ্চয় তোমাতে কিরূপে আসিল, যেখানে মনবাণী নির্গুণ সগুণ কিছুই নাই বলিতেছ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে, আমাকে বুঝাইয়া বল।

যেমন বোবা গুড় খায় কিন্তু স্বাদ বুঝাইয়া বলিতে পারে
(৩১) শিষ্যকৃত না, সেইরূপ আমাতেও নিশ্চয়তা আসিল।
প্রশ্ন।

হে শিষ্য ! তুমি ভালই শুনালে, যেরূপ তোমাতে আত্ম-
(৩১) গুরুকৃত বিষয়ক ভাস হইল, তাহা শুনিলাম। যেরূপ
উত্তর। বোবা গুড় বা চিনি খাইয়া তৃপ্ত হয়, ফলে স্বাদের বর্ণনা করিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও অসিপদের দ্বারা

আত্মার স্বাদ পাইলে কিন্তু স্বাদের ব্যাখ্যা বলিতে পারিতেছ না। অহো শিষ্য! তুমি বিচার করিয়া দেখ—যে স্বাদ গ্রহণ করে, সে স্বাদী সদাই স্বাদ হইতে পৃথক্। সেইরূপ অসির অনুভব-কর্ত্তা তুমি, অসিপদের অনুভব হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ রহিয়াছ। হে শিষ্য! যা বলছি, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন? কি! বোবা গুড়ের স্বাদ অনুভব ক'রে গুড়ই হইয়া গেল না পৃথক্ থাকিল? সেইরূপ অনুভবিতা (অনুভবকর্ত্তা) অনুভব করে কিন্তু অনুভব সে নয়, অনুভবকর্ত্তা বটে। অনুভব হইতে পৃথক্। কেবল সব মানিয়া লইয়া মাথার ভার বহন করে। **যাহা মান তাহাই বন্ধন**। সেইহেতু জীব ভূরি ক্লেশ ভোগ করে।

(৩১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। সংযোগ বিয়োগের কথায় কি লাভ দেখছি? পৃথক্ত কিছুই খুঁজে পাইলাম না। আমি আত্মা যেমনকার তেমনি দেখছি? প্রলয়াম্বুতে লঘু গুরুর বিচার কিসের? আমাতে এক দুই কিছুই নাই, এখন কাহাকে ব্যাপক বলি, কাকে ব্যাপ্য বলি? আমি সকল দেশের প্রকাশ চৈতন্য, এরূপত কিছু কহিয়া উঠতে পারি না।

(৩২) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! যেরূপ বলিতেছ, তোমার ভাস হইল, ভাস ব্যতীত এরূপ নিশ্চয় তোমাতে দাঁড়াল কিরূপে? অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি করিয়া দেখ, ভাস মিটাইয়া দিয়া বিশেষরূপে নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখ "যেমনকার তেমন পরিপূর্ণ" এরূপ ভাস কার হচ্ছে?

(৩৩) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।
হে দেব! যেমনকার তেমন আত্মা এরূপ ভাস আমারি হচ্ছে। আমা ব্যতীত ভাসক কে আছে? তাহারই ভেদ প্রকাশ করুন।

(৩৩) গুরুকৃত উত্তর।
হে শিষ্য! তুমি হও কে? কি দিয়ে ভাসের পরীক্ষা করিলে? আগে তাহাই আনুপূর্ব্বিক বল।

(৩৪) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।
আমার অনুভব যা তাই আমার রূপ, তাহাই আমি, আর সমস্ত জগৎ আর সব অন্ধকূপ।

(৩৪) গুরুকৃত উত্তর।
সব অনুভবের ভাস যে তোমাতে হইল সে তুমি পৃথক্। সেই অনুভব তোমার কিরূপে হইল হে শিষ্য! তাহারি বিচার কর।

(৩৫) শিষ্যকৃত প্রশ্ন।
হে গুরুদেব! দীনদয়াল! আমার হৃদয়ের কঠিন ব্যথা দূর করুন। আমি কে—আমাকে জানি না। অনুভবরূপ যে ভাস তাহাই আমি মানি। আপনি যে বল্লেন অনুভব হইতে পৃথকের কথা সেই আমি আপনার বিচার করিলাম। অনুভবকর্ত্তা পৃথক্ আমি যে কে? ইহা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই দ্বিতীয়। তাহাকে নিজস্বরূপ কি করে জানি? নিজস্বরূপ করিয়া যখন তাকে মানছি, তখনই তাহার আমার ভাস হচ্ছে। কিজন্য যে ভাস হচ্ছে তাহা জানি না! সেইজন্য অনুভূতিকেই সত্য

করিয়া মানিতেছি। হে পরমগুরু! আপনি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং আমি আপনার অযোগ্য অজ্ঞান শিষ্য। কিজন্য ভাস হয়? কে আমি? সেই স্থিতি বলিয়া দিন।

(৩৫) গুরুকৃত উত্তর। হে বৎস! অনুভবকেও তুমি তোমার ছায়া জান। জেনে বুঝেও কেন অজ্ঞান হইতেছ! ছায়ার আড়াল পড়ায় সত্য মলিন হেন ভাসিত হইতেছে! সুর, নর, মুনি সকলেই অনুভবের মধ্যে আটকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দ্বারাই তাহার পরীক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাদের যে অনুভবরূপ সিদ্ধান্ত তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। ইহাই আট্কাইয়া থাকার কারণ। এবং তাদের নিজেকে শুধরাইয়া না লওয়ার কারণ পরীক্ষার অভাব ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় না। জেনে বুঝে অজান হওয়া জ্ঞান-সুষুপ্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান যাহাকে 'সব কিছু' বলিতেছে তাই জ্ঞান-সুষুপ্তি।

(৩৬) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে দয়াল গুরুদেব! আমি কোন ভেদ জানিনা। সুষুপ্তি কয় প্রকারের আমাকে সেই ভেদ বলুন।

(৩৬) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য! সুষুপ্তির বিচার দুই প্রকার আছে। তুমি তাহারই নিরূপণ কর। সুষুপ্তির একটিকে বলে অজ্ঞান-সুষুপ্তি আর একটিকে বলে জ্ঞান-সুষুপ্তি।

গাঢ় মূঢ়ভাবরূপ যে নিদ্রাবস্থা তাহাকে অজ্ঞান-সুষুপ্তি বলে। যে অবস্থায় তত্ত্ব প্রকৃতির বিলীনতা দাঁড়াল, এবং সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন স্থানে বিলীন হইল, নিদ্রাগম হইল, জাগিয়া বলিল বাবা ! আজ সমস্ত রাত্রি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম। সেই অবস্থাকে অজ্ঞান-সুষুপ্তি বলে। এক্ষণে জ্ঞান-সুষুপ্তির বিষয় বলিতেছি শুন। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ত্রিবিধ অভিমান, সব জানার পর সেগুলিতেও নিজেকে ভুলিয়া যাইয়া জাগ্রত অবস্থার মধ্যে সুষুপ্তির ভাব স্থাপনহেতু সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিরূপ যে সমাধি, তাহাকে জ্ঞান-সুষুপ্তি বলে। অর্থাৎ জেনে বুঝে সব ভুলে যাবে। আপন ভাব রহিত হবে, তখন নিজ সুখের মধ্যে যাইয়া যে বিস্মৃতি দাঁড়াবে, তাহাই জ্ঞান-সুষুপ্তি এবং অজানিত অবস্থার মধ্যে যে বিস্মৃতি তাহাকে অজ্ঞান-সুষুপ্তি বলে।

(৩৭) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরুদেব ! জ্ঞান ও অজ্ঞান সুষুপ্তির লক্ষণ যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহা বোধগম্য হইয়াছে। জ্ঞান সুষুপ্তিকে যে দূষিত করিতেছেন, তাহাতে কি বিকার আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা।

(৩।) গুরুকৃত উত্তর। হে শিষ্য ! তাহার যথার্থ বিচার শ্রবণ কর। জ্ঞান সুষুপ্তির মধ্যেই যত বিকার পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হে বৎস ! যেমন অজ্ঞান-সুষুপ্তির (নিদ্রার)

কালে কোন বিকার দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু বিকার থাকে। যেহেতু বিকার অজ্ঞান-সুষুপ্তির মাঝে না থাকিলে, পুনঃ স্বপ্ন ও জাগ্রতাদির ব্যবহার কোথা হইতে আসে? যদি প্রারম্ভেই (মহাপ্রলয়ের মহাসুষুপ্তির অবস্থাতেই) বিকার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে অজ্ঞান জাগৃতি বা স্বপ্নাবস্থাই কেন দাঁড়াইত? অতএব বিচার করিয়া দেখত সুযুপ্তির মধ্যে কিছুই দেখতে পাবে না। অথচ শাখা পল্লব সব নষ্ট হইয়া বীজরূপে মহাসুষুপ্তিতেও থাকে, লঘু সুষুপ্তিতে থাকে। সুষুপ্তি হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, পুনঃ পুনঃ সুষুপ্তিতে প্রবেশ করে (লয় পায়)। সেইরূপ জ্ঞান-সুযুপ্তিতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না বটে কিন্তু বীজরূপে সবই থাকে। অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সকল বিকারের আধার বীজরূপ, সেই ব্রহ্মেই সব কিছু অদৃশ্যভাবে থাকে এবং ব্রহ্ম, জ্ঞান-সুযুপ্তিতে থাকে। সেখান হইতেই সমস্ত জগতের বিস্তার হয়, সেইখানেই লয় হয়। যদি ব্রহ্মে নিজের লয়াবস্থা হেতু নিজের বিকার সব নষ্টই হইত, তবে স্থূল জগৎ, স্থূল দেহ, স্থূল জীব পুনঃ কোথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত? সকল বিকারের মূল—আপনাকে (নিজেকে) ব্রহ্ম মনে করা। যে বস্তুর বীজ যেখানে আছে, সেই বস্তুও অব্যক্তরূপে সেইখানেই থাকে। সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মেই থাকে। ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ প্রকাশ পাবে কোথা হইতে? বীজ বৃক্ষের মত ব্রহ্মও 'জগতেরও বিবেক বটে। বীজ ও বৃক্ষের স্থিতি স্থান যেমন ভূপৃষ্ঠ, ব্রহ্ম ও জগতের স্থিতি স্থান সেইরূপ আত্মা।

অর্থাৎ আত্মারই ভাস ব্রহ্ম ও জগৎ। ভাস, যার তাহাতেই থাকে। সেইহেতু সমস্ত ভাস মিথ্যা। অতএব পরীক্ষারূপ প্রকাশের উদয়ে তুমি মিথ্যা ভাসরূপ সমস্তকে ছাড়িয়া দাও। জ্ঞান বল, অজ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, সুষুপ্তি বল, সর্ব্ববিষয়ক বিকার তোমারই ভাস বটে। সুতরাং সর্ব্ববিধ ভাস হইতে তুমি পৃথক্। অতএব হে শিষ্য! পরীক্ষা করিয়া সুখ দুঃখ ও মিথ্যা ভাসাদি সমস্ত ভাস ত্যাগ কর। যদি বল আত্মারই ভাস সকল, তখন সে সকল ভাসের ত্যাগ কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু যার ভাস তাহা তাহাতেই থাকবে সুতরাং ভাসের ত্যাগ হবে কি করে? **মিথ্যা জানিলেই ত্যাগ হবে। মিথ্যা জানিবার রীতি হইল পরীক্ষা।**

(৩৮) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে কৃপানিধান গুরো! পরীক্ষা করিয়া যেন ত্যাগ করিলাম, কিন্তু সব ত্যাগের পর আমার রূপ বুঝিবার আর কি বাকী রহিল? তাহার প্রমাণ দিন।

(৩৮) গুরুকৃত উত্তর। হে পরীক্ষাপ্রবীণ শিষ্য! তুমি কি দিয়ে ছাড়িলে আর কি দিয়া ধরিলে তার পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ দাও, তারপর বলছি।

(৩৯) শিশুকৃত প্রশ্ন। তত্ত্বমসি যে বন্ধনরূপ তাহা না জানিয়া অনেক ফাঁদে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলাম, হে গোস্বামিজী, নিজ স্বভাবের বশে ভুল হইয়াছিল, তাই বন্ধনকেই

এঁটে ধ'রে র'য়েছিলাম। দীনে দয়া করিয়া গুরু আপনি তিনপদেরই উজ্জ্বলভাবে পরীক্ষা করাইয়া দিলেন। তিনপদের মধ্যেই বিকার স্বরূপ যে কিছু ত্রুটি ছিল, আপনার কৃপাতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। না জেনে বন্ধনে পড়ে ছিলাম, জেনে বুঝে সব ত্যাগ করলাম।

(৩৯) গুরুকৃত উত্তর। বেশ! বন্ধন সব ত্যাগ হইয়া গেল তারপর আর বাকী কি রহিল? সেই বাকীর বিচার কর, সত্য-পরীক্ষক বাণীর সার লক্ষ্যকে পাবে।

(৪০) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে দয়াল! বাকীত আমাকেই জমারূপ দেখ্‌ছি, আর সমস্তই খরচ ভ্রান্তির জাল। জেনে বুঝে সমস্ত ত্যাগ করলাম।

(৪০) গুরুকৃত উত্তর। যার দ্বারা তিনপদের পরীক্ষা ক'রলে, সংসারের পরীক্ষা ক'রলে, সেই পরীক্ষা তোমার কাছে আছে কিনা? আমার প্রতি তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল।

(৪১) শিষ্যকৃত প্রশ্ন। হে গুরুরাজ! পরীক্ষা আমাতেই ছিল, আমা হ'তে ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। যদি আমাতে স্থিত (আপনার কৃপায়) পরীক্ষার মধ্যে না আসিয়া পড়িতাম তাহা হইলে কিরূপে সমস্ত ভ্রান্তির পরীক্ষা করিতাম? আমাতে পরীক্ষা সদাই থাকে, আমিও পরীক্ষার মধ্যে রহিলাম। কালসন্ধিরূপ যে ভ্রান্তির চক্র পরীক্ষার প্রতাপে সকলেরই নিরাকরণ হইয়া গেল। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও

কৈবল্যাদির নিষেধ করিয়া ফেলিলাম। সে পরীক্ষা না কোথাও যায়, না কোথা হইতে আসে। আমা হইতে ভিন্ন নয় কিরূপে তার স্বরূপ বলি? পরীক্ষায় আমি আছি, আমাতে পরীক্ষা আছে। আমিই পরীক্ষার স্বরূপ, পরীক্ষাই আমার স্বরূপ। আমি ও পরীক্ষা এক তাও বলিতে পারি না। ভাস, অধ্যাস, কল্পনা আমাকে পাইতে পারে না। এখন চুপ্।

(৪১) গুরুকৃত উত্তর। তাহা হইলে এই ভাবকে এখন নিজের মধ্যে স্থায়ী কর।

ইতি—

গুরুজ্ঞান-প্রকাশে দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত।

গুরুজ্ঞান-প্রকাশ

সাধনাত্মক বিচার

তৃতীয় স্তবক।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

পরমদুর্লভ নরবপুরূপ তরণী সুলভরূপে প্রাপ্ত, তাহাতে গুরুরূপ কর্ণধারের স্থিতি এবং ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর যোগে তাহাতেও যদি মানুষ ভবসাগর পার না হয় তাহা হইলে তাহাকে আত্মঘাতী জানিতে হইবে। যদিও দেহ অনিত্য ও দেহের সহিত জীবের বর্ত্তমান সম্বন্ধ অনিত্য, তথাপি দেহ যেরূপ বন্ধনের হেতু দেহই সেইরূপ মুক্তিরও হেতু। কারণ দেহের যোগেই আত্মসাধনা ও সাধনার যোগেই মুক্তি। প্রকৃত পক্ষে আত্মার মধ্যে বদ্ধ কি মুক্ত বলিয়া কোন প্রসঙ্গই নাই। বদ্ধ ও মুক্তবিষয়ক বিনোদ মায়াপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। কারণ সে বিনোদ ত্রিগুণের ধর্ম্মবশতঃ হয়, ত্রিগুণ মায়ামূলক।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥

একই চৈতন্য বস্তুর দুইটী ভাব দৃষ্ট হয়, এক আত্মভাব আর এক জীবভাব। আত্মভাবের মধ্যে কোন বিকার নাই।

তাহা বিকাররহিত নির্ম্মল শুদ্ধ পবিত্র ভাব। মায়ার সংস্রবহেতু জীবভাব বিকারযুক্ত হইয়া মলিন দেখায়। বস্তুতঃ আত্মা ও জীব বলিয়া দুইটী কিছুই নাই। যেমন প্রশান্ত জল ও তরঙ্গায়িত জল। জল প্রশান্ত ও তরঙ্গায়িত উভয় অবস্থারই জ্ঞাপক, সেই-রূপ আত্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্য দুইয়েরই জ্ঞাপক এক চৈতন্য। জলে তরঙ্গের হেতু যেমন বায়ু, চৈতন্যে জীবের হেতু সেইরূপ মায়া। বায়ুর প্রবাহ না থাকিলে জল প্রশান্ত জল। সেইরূপ মায়া না থাকিলে চৈতন্য প্রশান্ত আত্মা। জলে তরঙ্গ উৎপাদন করে বায়ু, চৈতন্যে তরঙ্গ উৎপাদন করে মায়া বা মন। প্রকৃত-পক্ষে জল যেমন স্থির পদার্থ, চৈতন্য বা আত্মাও সেইরূপ স্থির পদার্থ। জল তরল বটে কিন্তু আত্মা তরল কি কঠিন কিছুই নহে। চঞ্চল বায়ুপ্রবাহ জল উচ্ছ্বসিত করিয়া তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর করায় কিন্তু মায়ার রূপ চঞ্চল মন আত্মাকে ভিত্তি করিয়া আত্মার চৈতন্যে চেতনাযুক্ত হইয়া বিবিধ ভাবাভিনয়রূপ অজস্র তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর করাইয়া থাকে। জলের তরঙ্গ যেমন জলেরই উচ্ছ্বসিত রূপ এবং জল হইতে অভিন্ন, মনের বিবিধ ভাবের অভিনয়রূপ যে অজস্র তরঙ্গ তাহা আত্মা হইতে সেরূপ অভিন্ন নহে—বস্তুতঃ ভিন্ন। যেরূপ রজ্জুতে সর্প-দর্শন—রজ্জুতে সর্প দ্রষ্টারই মনের বিকার, রজ্জুর বিকার নহে, রজ্জু-অবিকৃত স্থিত। শুক্তিতে রজতদৃষ্টি রজতদ্রষ্টারই মনোবিকৃতি সত্যরূপ ধারণ করিয়া (সত্য রজত) প্রতীতি জন্মায়, আত্মায় সেইরূপ মনেরই বিকার-সঞ্জাত বিবিধ ভাবের অভিনয় দৃষ্টিগোচর হয়। রজ্জু যেমন

সর্পদৃষ্টি হইতে এবং শুক্তি যেমন রজতদৃষ্টি হইতে ভিন্ন অবিকৃত বস্তু, সেইরূপ সমভাবাপন্ন আত্মাও মনের বিকারসম্ভূত বিবিধ ভাবদৃষ্টি হইতে ভিন্ন অবিকৃত বস্তু। রজ্জু ও শুক্তিকে আধার করিয়া যেমন সর্প ও রজত দৃষ্ট হয়, আত্মাকে আধার করিয়া সেইরূপ মনের দ্বারা কৃত বিবিধ ভাবের দৃষ্টি হয়। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রপট রঞ্জিত দৃষ্ট হয় কিন্তু বর্ণ ধৌত করিয়া ফেলাইলে পট নির্ম্মলই দেখায়। ঈষৎ তরঙ্গায়িত জলে স্থির বদনমণ্ডলের প্রতিবিম্ব চঞ্চল দেখায় কিন্তু বদনমণ্ডল স্থিরই থাকে। আত্মার সেইরূপ চঞ্চল মনের বিবিধ ভাব সৃষ্টি চঞ্চল হইলেও আত্মা অচল অটল স্থিরই থাকে। না তাহা কোন কালে অস্থির হয়, না বিকৃত হয়। যত বিকারসৃষ্টি—মনের। যেরূপ দর্ব্বী গর্ভে (লোহার হাতায়) স্থাপিত অগ্নির তাপ দর্ব্বী দণ্ডে সঞ্চারিত হইলে উক্ত দণ্ড দাহিকাশক্তি-সম্পন্ন হয় অর্থাৎ অগ্নির গুণ গ্রহণ করে, তিল পুষ্পবাসিত হলে পুষ্পগুণ সদ্‌গন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ মায়ার রূপ মন আত্মার গুণ চৈতন্য গ্রহণ করিয়া চেতনাযুক্ত হইয়া বিবিধ রঙ্গালয় প্রস্তুত করিয়া বিবিধ অভিনয়বিনোদ প্রদর্শন করাইয়া থাকে, দেখে তদ্গত চৈতন্য জীব। মন বা মায়াগত চৈতন্য জীবেরই বন্ধন ও মুক্তি। আত্মা যেমনকার তেমন নির্ব্বিকার নির্দ্বন্দ্ব। সাধনা জীবের, মুক্তি জীবের, যেহেতু জীব বিবিধ বন্ধনের মধ্যে রহিয়াছে। মায়াগত চৈতন্য-জীব, মনের যাবতীয় কার্য্যকে নিজের ভাবে বলিয়াই মনের হইয়া রহিয়াছে। সাধনা দ্বারা যদি মনের না

হইয়া মনকেই নিজের করিয়া লইতে পারে, তবে অনায়াসে মুক্ত হয়। বিচার করিয়া দেখ্‌তে গেলে, সে স্বতঃই মুক্ত, যেহেতু মায়াগত চৈতন্য মায়াপ্রচ্ছন্নহেতু কল্পিত অংশ আত্মারই। মনকে নিজের করিতে হইলে দক্ষতার সহিত তাহাকে (জীবকে) সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এই সমর মনের সহিত, মনোবৃত্তিসমূহের সহিত, এই সমরে জীবের গুরুবোধ-মার্জ্জিত বিবেক সেনাপতি। আধ্যাত্মিক সাধন-সমর-বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই—স্থূল নাম ও রূপের বিলোপ সাধিত হইলে, বন্ধন কি মুক্তির প্রসঙ্গ বিস্মৃতির গর্ভে সুষুপ্তিকালবৎ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। যাবৎ কাল আমিত্ব আছে, তাবৎকালই বদ্ধ ও মুক্তের প্রসঙ্গও আছে এবং বন্ধন ও মুক্তির অনুশীলন আছে, সাধনার আবশ্যকতা আছে। যাঁহারা সাধন-সমরে জয়ী হইয়া সমরবিজয়ী সন্ত আত্ম-স্বরূপে স্থির স্থিতিযুক্ত, তাঁহারা বদ্ধ কি মুক্ত কিছুই নহেন, যেহেতু তাঁহারা স্বতঃ মুক্ত, স্বতঃ আনন্দরূপ আত্মায় স্থিত। তাঁহাদের পক্ষে বদ্ধ ও মুক্ত দুই ভ্রম। কারণ যাবৎ মায়াতীত বিশ্রাম লাভ না হয় তাবৎ আমিত্বের ভ্রান্তি দূরীভূত হয় না। ভ্রান্তি দূর হইলে বন্ধ মোক্ষের প্রসঙ্গ কোথায়? যদি প্রসঙ্গ উত্থিত হয় তবে তাহা মিথ্যাকল্পনা মাত্র। যেহেতু আত্মায় গুণসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াই বদ্ধ মুক্তের ব্যাখ্যা করা হয়, প্রকৃত পক্ষে আত্মার কোন ব্যাখ্যা নাই। মৃগতৃষ্ণিকার জলবৎ আত্মায়

কোনরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন মিথ্যা মেঘাড়ম্বরবৎ দৃষ্ট হয়। যেহেতু জ্ঞান-জাগৃতিকালে সত্যবৎ প্রতীয়মান যাবতীয় মায়িক স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া থাকে। আত্মার সহিত কোন গুণেরই সম্বন্ধ নাই। মায়াবৃত চৈতন্য-জীবের দেহাত্মবোধ আছে বলিয়াই, দেহাত্মবোধকাল যাবৎ বন্ধন, মুক্তির বিচার, সাধ্য-সাধনার বিচার ও সাধনার আবশ্যকতা আছে। 'গুরুজ্ঞান-প্রকাশের' প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে গুরুর বোধের ভিতর দিয়া বিচার,—আত্মা বা স্বরূপানুভূতিরই প্রকাশ করা হইয়াছে। বিচারে হংস-আত্মা গুরুর অনুভূতি সুস্পষ্টভাবে বিকাশ পাইয়াছে। বিচারের গতি অনুভুতি অবধি। অনুভুতির স্থায়িত্ব সাধনায়, সাধনার অভাবে অনুভব স্থির থাকে না। সুতরাং অনুভুত বিষয়ে স্থিতি হয় না। সাধনা অনুভুত বিষয়ে স্থিতি হয় না। সাধনা অনুভুত বিষয়ে স্থিতি দৃঢ় করিয়া দেয়। সাধনার-বিচারনিষ্পন্নসাধ্য বস্তু-গুরু (প্রকাশক) আত্মহংস-জীবের বিশুদ্ধাবস্থা। অবিশুদ্ধ অবস্থার মধ্য হইতে জীবকে তাহার বিশুদ্ধাবস্থা—আত্মার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাইতে হইবে। গুরুজ্ঞান-প্রকাশের বিচারভাগে সে আত্মানুভূতি বা স্বরূপানুভূতি অভ্রান্ত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু স্থির স্থিতি পায়নি, কারণ অনুভূতি কাল যাবৎ স্বরূপ হইতে পৃথক্ রহিয়াছে। যেহেতু অনুভূতি মন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায়। অনুভব মনেরই কার্য্য, তাহার স্থিতি বুদ্ধিতে হয়

কিন্তু গুরু-আত্মা বুদ্ধি হইতেও পর। তাঁহাতে শব্দ ও জ্যোতিঃ আছে। মনাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পৃথক্ না হইলে জীব **আত্মস্বরূপে অর্থাৎ শব্দপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যে** বিলীন হইতে পারে না। কাজেই জীবকে সাধনাত্মক সমরে বীরভাবে প্রবৃত্ত হইয়া মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং সে যুদ্ধ খেলা আজীবন পরিচালনা করিয়া যাইতে হয়। **সে (মন) কিছুতেই জীবকে স্বরূপে যাইতে দিতে চায় না।** চায়-জগতের খেলা খেলিতে, জীবই তার খেলার আধার, জীব স্বরূপে গেলে তার খেলার আধার থাকে না। এদিকে মনের যোগে জগতের খেলায় জীব ক্লান্ত, অবসন্ন, দীনভাবাপন্ন। এমত অবস্থায় দীনবৎসল দয়াল গুরুর কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত তাহার বিপদসাগর হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায় কি আছে? তাই তাহাকে স্ববোধ-বল প্রদান করিয়া মনের সহিত সাধন-সমরে প্রবৃত্ত করাইলেন। মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয়সঙ্গরহিত করিয়া সাধনাদ্বারা স্বাধীনে আনয়ন করিবার যুক্তি দিলেন, শ্বাস প্রশ্বাসরূপ পবনের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের যোগ ছাড়া যেন পৃথক্‌ভাবে মন না চলে সে বিষয়ে সতর্কতাবলম্বন করিতে বলিলেন ও অন্য যুক্তি দিলেন—ত্রিকুটীকে লক্ষ্যরূপ শরের দ্বারা অবিশ্রান্ত বিদ্ধ করিতে, যাহাতে শূন্যে অবাধ গতির পথপরিষ্কার হইয়া যায়। পথ পরিষ্কৃত হইলে ধরা ও অধর আকাশের যাবতীয় কৌতুক ত্রিকুটীতেই দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হইতে

থাকে। তখন আপনার কৌতুক আপনি দেখতে পাওয়া যায়। সাধ্যবস্তু আত্মার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই সাধনার উদ্দেশ্য। সাধনার পথ বা প্রণালী অনেক হউক এবং সে সকলের কোনটী অল্পায়াস-সাধ্য, কোনটী গুরু আয়াস-সাধ্য, কোনটী বিঘ্নবহুল, কোনটী নিরাপদ হউক—চাই অভ্রান্ত সাধ্য বস্তুর অনুসন্ধান ও অতর্ক নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির পর প্রত্যক্ষ দর্শন। তাই সাধ্য সাধনার বিচারপ্রসঙ্গ। সাধ্যবস্তুর কল্পনা করিতে হইলে কল্পনা করাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? যাহা স্বভাবতঃই নির্ব্বিকল্প (কল্পনারহিত) তাহার কল্পনা করিতে হইলে কল্পনারও কল্পনা ভাঙ্গিয়া যায়। বলপূর্ব্বক যদি কল্পনা করা যায়ত তাহা স্থায়ী হয় কিরূপে? যেহেতু কল্পনার দ্বারা সাধ্যের সহিত প্রকৃত পরিচয়ই স্থাপিত হয় না। চিত্ত কেবল ভ্রমপূর্ণ হইয়া উঠে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। নিরাকার কল্পনা করিয়া দেখিতে উদ্যত হইলে শূন্য দেখা যায়। সাকার কল্পনা করিয়া দেখিবার প্রয়াসে স্থূলের আদর্শে স্থূলরূপই দৃষ্ট হয়। যাহার জগতের আদর্শের রূপ নাই, যাহার কোন ভাস কি অধ্যাস নাই, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় নহে, সেই **নিরাভাস অদৃশ্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত কিরূপে চিনি?** অথবা সেই সকলহৃদয়ের আরাধ্য গুরুদেব সগুণ কি নির্গুণ, সাকার কি নিরাকার, দৃশ্য কি অদৃশ্য, ব্যক্ত কি অব্যক্ত, অচিন্ত্য কি চিন্ত্য কিরূপে জানি? অচিন্ত্যের চিন্তা, অনির্ব্বচনীয়ের ধ্যান বা ধারণা কিরূপে করি? সগুণ

নির্গুণের পরিচয় কিরূপে পাই ? অস্পর্শের স্পর্শ, অসঙ্গের সঙ্গ, নিরালম্বের অবলম্বন, নিঃশব্দের প্রতিপাদন কিরূপে করি ? সাধনাত্মক বিচার প্রসঙ্গে তাহাই বিচার্য্য। কারণ অচিন্ত্যের চিন্তা, নির্ব্বিকল্পের কল্পনা ও অদ্বৈতের ধ্যান করিতে হইলে দ্বৈত ভাবই উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। এরূপ বিচারে যদি ধ্যানাত্মক অনুসন্ধান না করি তাহা হইলে মহা সংশয়জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছি। এমন কি দ্বৈত ভয়ে সাধ্যবস্তুর বিচারও ছাড়িয়া দিলে চিরদিনের জন্য হৃদয় হতে শান্তি চলিয়া যাইতেছে। তাই বিচারাশ্রয়ে পাইতেছি—**নৈশ্চিন্ত্য চিন্তারূপ সাধনাই অচিন্ত্যের চিন্তা বা ধ্যান, চিত্ত হইতে বিবিধ কল্পনার ত্যাগই নির্ব্বিকল্পের কল্পনা। বাহ্য কি অভ্যন্তর সকল বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে স্থিতি তাহাই অসঙ্গস্থিতি, যাবতীয় বাহ্যদৃশ্য বস্তুর চিন্তাকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া স্থির স্থিতিই অদৃশ্যের দর্শন। অথবা চিত্তকে বাহ্য বিষয়ের অবলম্বন রহিত করিয়া যে স্থিতি তাহাই নিরালম্বের অবলম্বন। সর্ব্ববিধ জাগতিক স্মৃতির বিস্মৃতিই ভাগবত স্মৃতি।** এইরূপ অবস্থায় সুগভীর অনুভূতি ঊর্দ্ধগতির হেতু হইয়া থাকে। অনুভূতির পরিপক্কতা সদগুরু হইতে প্রাপ্ত সাধনাত্মক উপদেশের সাধনায় লাভ হয়। সাধনা দ্বারা যখন লক্ষ্যের

সহিত দৃষ্টি ত্রিকুটীতে স্থির থাকে ও দৃষ্টির স্থিরতাপ্রযুক্ত তাত্ত্বিক নাম (অনাহত ধ্বনির ঝঙ্কার—সোঽহংরাম সোঽহংরাম, তৎত্বংরাম তৎত্বংরাম) ও তাত্ত্বিকরূপ (প্রচণ্ডজ্যোতি) জাগিয়া উঠে তখন বিচারাত্মক অনুভূতির পরাবস্থা স্বরূপ-স্থিতির মধ্যে পরমানন্দোপভোগ হেতু পরমাশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। এই শান্তি ক্ষণিক নহে, দেহ যাবৎ ইহার স্থিতি নয় যেহেতু ইহা চৈতন্যময়ী স্থিতি। না চৈতন্যের কোনকালে অভাব আছে, না স্বরূপ বা চৈতন্যস্থিতি হেতু আনন্দ ও আনন্দহেতু শান্তির কোনকালে অভাব আছে। সেখানে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া কৈবল্যদেহ অবধি সকল দেহের অভাব আছে। সুতরাং স্থূলাদি পঞ্চ দেহের সহিত যে আনন্দের সম্বন্ধ তাহারও অভাব আছে। অভাব নাই চৈতন্যময় আনন্দের ও চৈতন্যময়ী পরমাশান্তির! স্থূল নরদেহের সাধনায় সিদ্ধিলাভহেতু নাম ও রূপের আনন্দ অনন্ত কালের জন্য স্থায়ী হয় যেহেতু সে আনন্দ স্থূলের ধর্ম্ম নহে—চৈতন্যের ধর্ম্ম। সুতরাং না চৈতন্যের অভাব হবে, না তাত্ত্বিক নাম রূপের অভাব হবে, না আনন্দের অভাব হবে। দেহের আয়ু শেষ হলে দেহেরই অভাব হবে। যতদিন সাধনা পরিপাকে সেই চৈতন্যানন্দের বা স্বরূপানন্দের প্রাপ্তি না হয় ততদিনই প্রকৃতপক্ষে অভাব না থাকিলেও অভাব বোধ আছে। দেহে প্রাপ্তির পর নিত্যভাব। সেই নিত্যভাবের অভাব ঘটায় এমন সাধ্য কাহার আছে? অনন্তকালব্যাপী অনন্তজ্যোতির মধ্যে অনন্ত নামে সংকীর্ত্তন কে ঘুচাইতে পারে?

এই নিগূঢ়তত্ত্ব অনুমান সিদ্ধ নহে, কবির কল্পনা সিদ্ধ নহে, মন বুদ্ধি চিত্তের ধর্ম্ম নহে, ইহা সাধনাসিদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শন ও শ্রবণের যোগ্য তত্ত্ববস্তু। দেহে যার প্রাপ্তি হবে দেহত্যাগেও তাহার সে প্রাপ্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। স্থূল নরদেহের সাধনায় ইহাই অলভ্য লাভ। সদ্‌গুরুর কৃপাব্যতীত এ হেন তত্ত্বের দর্শন ও শ্রবণ কে পাইতে পারে? নিশ্চিন্ত স্থিতির মধ্যে কি অপূর্ব্ব দর্শন কি অপূর্ব্ব শ্রবণ। ইহা জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিচার বিতর্কের অতীত প্রত্যক্ষ তত্ত্ব, কেবল সাধনা দ্বারা লভ্য হয়। এইরূপ লাভ মনুষ্য দেহের দ্বারা হয় বলিয়াই মনুষ্যের জন্ম—হীরার জন্ম। মনুষ্যেতর অন্য দেহধারী জীব ইহা পাইবার অধিকারী নহে। অনেক যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্যদেহের প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহা দুর্লভ। মনুষ্যদেহে তাহার (মানুষের) অমূল্য জন্ম। যে দেহের দ্বারা অলভ্য তত্ত্বের প্রত্যক্ষ লাভ হয় তাহা কি না লোকে হেলায় গুঁয়াইয়া চলিয়া যায়। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে না—দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া কি করিলাম। মনুষ্যদেহ সংসার ভোগের জন্য মূল্যবান্, কি পরমার্থ ভোগের জন্য মূল্যবান্, সে বিষয়ে চিন্তা করিবার তাহাদের অবকাশই থাকে না। কেবল দৈহিক ভোগ সাধন জন্য অক্লান্ত চেষ্টা, অজস্র পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত চিন্তা। মনুষ্য দেহেই যে ভগবানের দর্শনরূপ প্রাপ্তি হতে পারে, কি হয়, এরূপ বিশ্বাসকে আমলে আনিতেই চাহে না। তাহাদের ভয় ভগবৎদর্শনের প্রয়াসে কি জানি সংসারের ভোগটা ছুটে যায়? তাহারা আত্মার ভোগ চাহে না—চায়

দেহের ভোগ। দেহের ভোগ পূর্ণ হইলেই ফুলে কলাগাছ আর কি। জীব গুরুর অংশ, তাই জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহার দোষ সংশোধনের জন্য যাহা কিছু বলেন তাহাকে নিত্য সুখের মধ্যে লইয়া যাইতে প্রয়াস পান কিন্তু সে অনিত্য সুখেই রাজী থাকিতে চায় সেখানে হিতোপদেশ দিতে যাইয়া অরণ্যে রোদনের তুল্য হইয়া থাকে। সুকৃতিশালী জীব লইয়া গুরু সন্তুষ্ট। কোটির মধ্যে একটীকে ও সুখী করিতে পারিলে গুরুর কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যখন পূর্ণ জ্যোতি ও অবিরাম কীর্ত্তনের মধ্যে স্থিতি হয়, আত্মারামের প্রাপ্তি হয় তখন সেখানে জগতের কি জাগতিক বিষয়ের মধ্যে কি শব্দ, কি স্পর্শ, কি রূপ, কি রস, কি গন্ধ, কি কাম, কি ক্রোধ, কি লোভ, কি মোহ, কি মদ, কি মাৎসর্য্য কিছুরই নাম গন্ধ থাকে না। থাকে বিবেক, থাকে বৈরাগ্য, থাকে সাধুভাবে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ও ভক্তি। আর থাকে—সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্য এই পঞ্চ পক্ক তত্ত্বময় নির্ম্মল অনাময় অবিনাশী রূপ। এবং থাকে সে রূপের মধ্যে হংসমণ্ডলীর পূর্ণ বিলাস। হংস-মণ্ডলীর সকলের ভোগ, সকলের রূপ, সকলের প্রেম সমান। সেখানে সমস্ত দৃশ্য চৈতন্যময়, অনুভূতি চৈতন্যময়। চৈতন্য লইয়াই যত খেলা, যত কৌতুক। সাধনার দ্বারা জাগতিক স্মৃতির অভাব করিতে পারিলে, সেখানকার খেলায় পূর্ণ আনন্দ উপভোগ হয়। সেখানে না আছে সূর্য্য, না আছে উদয় অস্তহেতু দিবারাত্রি, প্রভুর স্নিগ্ধ প্রকাশে চিরদিবা বর্ত্তমান।

কালের কোন সংখ্যা নাই, না কালের কোনরূপ সেখানে গতি আছে যার অস্তিত্বে জগৎ সেখানে সেই সেই আছে। সেখানে সব কিছু, নাই কেবল জগত ও জাগতিক স্থূল দৃশ্য। আকাশবৎ আছে, ব্যাপ্তির মধ্যে পরম প্রকাশ, পরম প্রকাশের মধ্যে চৈতন্যের অনন্ত লীলা খেলা আছে। জগতের ভাষা দিয়া সেখানকার বর্ণনা কে করিবে? সে অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ বর্ণনার অতীত। যেহেতু স্থূল দৃষ্টির অপ্রত্যক্ষ, চৈতন্য দৃষ্টির প্রত্যক্ষ। সুতরাং চৈতন্যের যদি কোন ভাষা থাকে তবে সেই ভাষাই বর্ণনা করিতে পারে। সেখানকার ভাষা—ইঙ্গিতের ভাষা, গুরুজীর ইঙ্গিতে সেখানকার সমস্ত কৌতুক। ভাষা আছে ভাষার স্থূল অক্ষর নাই। দেহের মধ্যে এতবড়, এত গভীর, এত সূক্ষ্ম রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়, দেহের সাধনায়। এ রহস্য সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, মনে হয় কবির কল্পনা। কিন্তু ইহাতে কল্পনার লেশ নাই তাহাতে জ্বলন্ত জ্যোতির খনি। চাই অবিরত সাধনা। যেরূপ দাদের উপর হাত ফেরা কামাই থাকে না, সেইরূপ ত্রিকুটীর দৃষ্টিপাতে লক্ষ্যের যেন ক্রটী না থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের ভিতর যেন মন চলিতে থাকে, সাবধান হইতে হইবে—যেন মন ও দেহস্থ উর্দ্ধাধঃগতি বিশিষ্ট পবন, পৃথক্ হইয়া না চলে। পকেটে টাকা কড়ি নোট থাকিলে পাছে হারাইয়া যায় এই ভয়ে যেমন

মন হাতড়াইয়া দেখিয়া লইতে থাকে সেইরূপ দৃষ্টি ত্রিকুটী ছাড়া হইলে জ্যোতি সরিয়া পড়ে ভাবিয়া দৃষ্টিকে পলে পলে ত্রিকুটীতে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে। নামের খেলা, নাদের খেলা, রূপের খেলা, জ্যোতির খেলা দৃষ্টির অধীন। সদা-সর্ব্বদা কি দিবার আলোকে কি রাত্রির অন্ধকারে কেবল দৃষ্টির খেলা, দৃষ্টির মেলা (মিলন) মিলিত দৃষ্টির ঊর্দ্ধ চাউনী। দৃষ্টি পরিপক্ক হইলেই সমস্ত রহস্য প্রকট ভাবে দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে। এমন খেলায় যে মন দিবে সে অজর অমর হইবে, সত্যের প্রত্যক্ষতা লাভ করিবে, তাহার ভূল ভ্রান্তি দূর হইবে। ত্রিবিধ তাপপূর্ণ, পাপপূর্ণ, সংসার হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবন্তে ও জীবনান্তে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইবে। তখন গুরুতে ও গুরুর উপদেশে বিশ্বাস আপনি স্থায়ী হইবে ও কানফুঁকা ও তত্ত্বদর্শী গুরুর পার্থক্য সম্যক্‌ভাবে জানতে সক্ষম হইবে। যদি কেহ গুরুর পরীক্ষা করিতে চাও আগে সাধনাত্মক পরীক্ষায় স্বয়ং উত্তীর্ণ হও। অনুমান দ্বারা না তোমাকে জানিতে পারিবে, না গুরুকে না গুরুয়াকে। সাধনায় সিদ্ধি লাভের দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সত্যাসত্যের গুমোর আপনি স্পষ্ট হইয়া যায়। অন্ধের পক্ষে সকল দিকই অন্ধকার। চির অন্ধ আঁধারের ভিতর দিয়াই জন্মে, আঁধারে আঁধারেই বাড়ে, আবার, আঁধারেই মরে! অন্ধকারেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অনুসরণ করিতে থাকে। না সদ্‌গুরু পায়, না আঁধার ঘুঁচে। কান থাকিতে বধির, চক্ষু থাকিতে অন্ধ। না সাধন

করে, না চক্ষু কর্ণের সম্পুট খুলে। সেখানে গুরুর দুর্গমতত্ত্ব কিরূপে জানিবে ? সাধনার কষ্টিপাথর-সমাধি লাভ হইলে খাঁটী নকলের পরীক্ষা পাওয়া যায়। অনুমানের দ্বারা কে কার তত্ত্ব পায় ? সাধনার বেলায় ভাবে—বাবারে অত খাটিবে কে ? সংসারের কাজেই অবসর নাই আবার সাধন ভজন। কিছু না—খাও দাও আনন্দে বেড়িয়ে বেড়াও, সে চর্চ্চায় কাজ নাই ও সব কিছু বুজা যায় না, ইত্যাদি ! ভোঁতা বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে জীব বুঝিতে বসে বুঝিবে কিসে ? যখন যমের জুতার আঘাতে চক্ষু স্থির হয় তখন গর্ভের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। গর্ভে ভজনের প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে সংসারের ভোগ বিলাসে ভুলিয়া থাকে, মরণে মনে পড়ে। যাহার বারবার এইরূপ অবস্থা সে জীব কিরূপে বুঝিবে ? মরণকালে গর্ভের হরিভজনের প্রতিজ্ঞা মনে পড়িলেই বা হবে কি ? তখন সাধন ভজনের অবকাশই বা কোথায়, আর যে দেহ ধারণ করিয়া সাধন ভজন করিতে পারিত সে দেহই বা কোথায় ? সে দেহ ত ভস্মের স্তূপ হইতে চলিল, কুক্কুর, শৃগাল, কাক, চিল ও শকুনির ভক্ষ্য হইতে চলিল। ভস্ম হইল, ভস্মের উপর গাধা লুটাইতে লাগিল, পুনঃ বাতাসে উড়িয়া শ্মশানেরও কোন চিহ্ন রহিল না। যে দেহ লইয়া নানা আকারে গর্ব্ব ছিল তাহার পরিণাম এইরূপ হইল। সুকৃতিশালী পুরুষ সময়ে ভজন সাধনে মনোযোগী হইয়া মনুষ্য জন্ম সুধরাইয়া লইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতে মরণ মুক্ত হইয়া, আনন্দময় অমর ধামে গমন করিলেন। জীবনে

যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন মরণান্তে তাহাতেই স্থির চিরস্থিতি করিলেন। সংসারের গমনাগমন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। দেহের গতি যাহাই হউক আত্মার সংগতি লাভ হইল। আত্মহংস অনন্তকালের জন্য প্রচুর আনন্দের মধ্যে সাকেত পতির সেবায় নিযুক্ত হইল। সাধনার মহত্ব এইরূপ অখণ্ডনীয় অশোচ্য ও অভ্রান্ত। সাধনার অভাবে কিছুই বুঝা যায় না তাহা সত্য বটে। বুঝিতে হইলে সাধনার তত্ত্ব, সাধনা দ্বারাই বুঝা চাই।

ইতি সাধনাত্মক বিচার

গুরুর দয়ায় গুরুজ্ঞান-প্রকাশ সম্পূর্ণ।



পরিশিষ্ট।

গুরুজ্ঞান-প্রকাশ ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত

সত্য পরীক্ষক শব্দ বা বাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

সদ্গুরু কবীর বলিতেছেন :—সৃষ্ট্যারম্ভে জীব যখন স্ব-সংকল্প দ্বারা এক হইতে অনেক হইয়া কাঁচাতত্ত্বের দেহ প্রাপ্ত হইয়া অশুদ্ধ হইল, তখন ত্রিবিধ—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক তাপে তপ্ত হইতে লাগিল। ত্রিবিধ তাপের বিবরণ এই যে, যেখানে অন্তঃকরণ অধ্যাত্ম সেখানে বিষ্ণু অধিদেব ও নির্ব্বিকল্প অধিভূত বটে। যেখানে মন অধ্যাত্ম সেখানে চন্দ্র-অধিদেব ও সংকল্প বিকল্প অধিভূত। যেখানে চিত্ত অধ্যাত্ম সেখানে নারায়ণ অধিদেব ও অনুসন্ধান অধিভূত। যেখানে বুদ্ধি অধ্যাত্ম সেখানে ব্রহ্মা অধিদেব ও নিশ্চয়তা অধিভূত। যেখানে অহঙ্কার অধ্যাত্ম সেখানে শঙ্কর অধিদেব ও অহংকৃতি অধিভূত। যেখানে কর্ণ অধ্যাত্ম সেখানে দিক্ অধিদেব ও শব্দ অধিভূত। যেখানে নাসিকা অধ্যাত্ম সেখানে অশ্বিনীকুমার অধিদেব সুগন্ধ গন্ধ-অধিভূত। যেখানে রসনা অধ্যাত্ম সেখানে বরুণ অধিদেব এবং রস ও সুরস গ্রহণ অধিভূত। যেখানে নেত্র অধ্যাত্ম সেখানে সূর্য্য অধিদেব ও রূপদর্শন অধিভূত। যেখানে হস্ত অধ্যাত্ম সেখানে ইন্দ্র অধিদেব ও আদান প্রদান অধিভূত। যেখানে পদ অধ্যাত্ম

সেখানে অগ্নি অধিদেব ও গমন অধিভূত। যেখানে গুদমার্গ অধ্যাত্ম সেখানে যম অধিদেব ও মল বিসর্জ্জন অধিভূত। যেখানে লিঙ্গ অধ্যাত্ম সেখানে প্রজাপতি অধিদেব ও মৈথুন অধিভূত। যেখানে বাণী অধ্যাত্ম সেখানে উপেন্দ্র অধিদেব ও বার্ত্তাকরণ অধিভূত। এইরূপ ত্রিবিধ তাপে জীব সকল তাপ ভোগ করিতে লাগিল। দৈহিক বা আধ্যাত্মিক তাপ যাহা দেহ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে, যেমন জ্বরাদিরোগ। আকস্মিক ঘটনা হইতে যেমন বজ্রাঘাত হওয়া, দেহের উপর গৃহ পড়িয়া যাওয়া, বৃক্ষ পতনাদিহেতু যে তাপ, তাহাকে দৈবিক বলে। এবং ব্যাঘ্রের আক্রমণ, সর্পদংশন, চৌরনির্য্যাতন, রাজদণ্ডাদিহেতু অন্য জীব-দ্বারা যে দুঃখ ভোগ, তাহাকে আধিভৌতিক তাপ বলে। এতাদৃশ ত্রিবিধ তাপানুতপ্ত জীব সকল দুঃখে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল,—'আমাদের সুখ-দুঃখ-দাতা ঈশ্বর যাঁহার এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐশ্বর্য্য—কেহ আছেন, আমরা তাঁর অসমর্থ প্রজা।' অতএব প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, 'হে আমাদের রাজা প্রভো! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার, যেহেতু সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র তুমিই প্রভু, আমরা সকলেই তোমার মায়ার বশে রহিয়াছি, তুমি প্রভু আমরা দাস।' এইরূপ বিলাপ করিতে, করিতে অনেক প্রকারে ঈশ্বর-বিষয়ক সিদ্ধান্ত-করণে প্রবৃত্ত হইল। কেহ শক্তি, কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, কেহ সূর্য্য, কেহ গণেশকে এবং কেহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঈশ্বর মানিল। এইরূপে বিবিধ সিদ্ধান্ত ও উপাসনার ঝগড়া বাড়িয়া চলিল,

একে অন্যকে দোষী করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ‘ শুভ-সন্তুতি ’ নামে এক রাজার মনে মন্দ বৈরাগ্যের উদয়হেতু সেই ভাগ্যবান রাজা ভাবিতে লাগিলেন—‘ এই সংসারে উপাসনার যোগ্য কোন্ দেবতা আছেন, যাঁর উপাসনা করিতে পারি।’ এবং উপাস্যের নির্ণয় জন্য সকল মতের বিদ্বান্‌দিগকে আমন্ত্রিত করিলেন। সসম্মানে যথাযোগ্য আসনে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলের সমক্ষে প্রশ্ন করিলেন “ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি হইতে যিনি নির্দ্বন্দ্ব, যাঁহার নিকটে লোকে মুক্তির প্রার্থী হয় এবং ভক্তজনের মনে যাঁর ভাব সমুৎপন্ন হয়, এরূপ কোন্ দেব আছেন ?” সেই পৃথ্বীপতির এতাদৃশী বাণী আকর্ণনান্তর একজন সুজ্ঞানী ভক্ত বিদ্বান্ বলিলেন হে রাজন্ শ্রবণ করুন, আমি সেই দেবতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছি। সেই দেব সর্ব্বোপকারী শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, শিব-বিরিঞ্চি-পূজ্য, মঙ্গল-মূর্ত্তি, কৃপালু বিষ্ণু বটেন। তিনি নিজ সেবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শক্তি, শিব, গণেশ ও সূর্য্য সকলেই তাঁর আজ্ঞাকারী। তাঁহার বিষয়ে মহাভারত, পদ্মপুরাণ, রামতাপিনী, গোপালতাপিনী, নৃসিংহতাপিনী, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু শাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্র প্রমাণে বিষ্ণু হইতেই শিবশক্তি আদি সকল দেবতার উৎপত্তি দেখা যাইতেছে। বিষ্ণুই অনেক রূপ অবতার ধারণ করিয়া সকল দেবতার সহায়তা করিয়া থাকেন।

অতএব বিষ্ণুই উপাস্য বটেন, বিষ্ণুর সমান দ্বিতীয় কোন

দেবতাই নাই। যদিও শিব, বিষ্ণুর পরমভক্ত তথাপি তাঁহার স্বরূপ উপাসনার যোগ্য নহে। কেন যে, তাঁর রূপ অমঙ্গল মৃতকতুল্য। এই হেতু আমি তাঁর উপাসনা করিনা। বিশেষতঃ যিনি স্বয়ংই ভস্ম, ডমরু, হস্তিচর্ম্ম ও নরকপাল ধারণ করেন, তিনি অন্যকে কিরূপে কৃতার্থ করিতে পারেন? এতদ্ব্যতীত তাঁর পুত্র গণেশ তাঁরও অদ্ভুত রূপ দৃষ্ট হয়—কতক মনুষ্য রূপ, কতক পশুরূপ। আর যেসকল শঠ হঠকারিতা বশতঃ দেবীর উপাসনা করে, তাহারা দেবীরই রূপ পাইয়া থাকে। জানেনত স্ত্রী জাতি অতিনিন্দিত ও অপবিত্র বটে, তাহার বিচিত্র দুর্গুণ রাশির গণনা করা দুঃসাধ্য, কপটের খনি ও পরাধীন বটে। যে দেবীরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই গর্দ্দভ মনুষ্য তার সেবা করুক্। একটি লোকোক্তি আছে—'যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা বাহনভূষণম্'। 'যেমন শীতলা দেবী তেমন তার বাহন খর বটে'। বিষ্ণু উপাসকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, শিবোপাসক ক্রোধে রক্তচক্ষু করিয়া বলিতে লাগিলেন—রাজন্! আমার একটি কথা শ্রবণ করুন! আমি কোটি কোটি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। ভাল! বলুন ত দেখি, শিবের মতন শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কে আছে? শিব এমন ভোলা যে, তাঁর কাছে যে যা চায়, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলি? বিষ্ণু প্রার্থনা করিয়াই শিবের নিকট তাঁর সমগ্র ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন। এবং শিব সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া স্বয়ং ভস্ম ধারণ

করিয়াছেন। শিব যে গজচর্ম্ম ও নরকপাল ধারণ করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহার মধ্যে উত্তম বা মধ্যমের কোন বিচার নাই, সর্ব্ববিষয়ে তিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট। অথবা তিনি দিগম্বর হইয়া ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, বিরাগসদৃশ আর কিছুতেই সুখ নাই। কাশীপুরীতে তাঁহার সদা দানের ফলে কি পুরুষ, কি স্ত্রী যে যখন মরে, তৎক্ষণাৎ সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া, পুনঃ গর্ভবাসের দুঃখ ভোগ করিতে আসে না। কাশীতে শিব সদৃশই স্ত্রী পুরুষ দিব্য ভোগ পাইয়া থাকে। এবং শিব স্বয়ং সকলকে অদ্বৈত জ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহার ফলে দেহত্যাগ হওয়ামাত্র শিব-ব্রহ্মে জীবের প্রবেশ হইয়া থাকে। শিবের নিকটে উচ্চ কি নীচের কোন বিচার নাই, ভক্ত অভক্ত সকলকেই সমান মুক্তি দিয়া উদ্ধার করেন। অতএব হে রাজন্! বিচার করিয়া দেখুন, শিবের সমান আর কোন্ দেব আছে? বিষ্ণুর স্বভাব প্রাকৃত মনুষ্যের মত দেখিতে পাই, অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্য যেরূপ তাহার ভক্তকে রক্ষা করে, কিন্তু অভক্তকে উপেক্ষা করে, বিষ্ণুও সেইরূপ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার জগতে সকলের মধ্যেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বিষ্ণুকে সেবক ও শিবকে সেব্য বলা হয়, যেহেতু বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র, রামেশ্বরকে মান্য করিয়াছেন। ব্যাসদেবও স্কন্দপুরাণে শিবকে সেব্য ও বিষ্ণুকে সেবকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণূপাসক যে তাপিনী, ভারত ও পদ্ম পুরাণাদির বলে বিষ্ণুকে

সকল দেবের শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, তাহাতে কি আসে যায়? কেন যে, ইহা মহাভারতেরই কথা—যখন অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র পাণ্ডব ও পাণ্ডব সৈনগণের প্রতি প্রয়োগ করিলেন, তখন সৈন্যগণের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের মৃত্যুক্ষতি হইল না। তখন অশ্বত্থামা রথ ত্যাগপূর্ব্বক ধনুর্বেদ ও আচার্য্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এবং পথে ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, ব্যাস বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! তুমি আচার্য ও বেদকে কেন ধিক্কার দিতেছ? জানন৷ কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণরূপ বটেন? ইহাঁরা শিবের ঐকান্তিক উপাসনা করায় শূলপাণি মহাদেব ইহাঁদের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ইহাঁদের রথের অগ্রে গমন করিয়া থাকেন, সেই হেতু ইহাঁদের প্রতি অন্যকর্ত্তৃক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে, ব্যর্থ করিয়া দেন। অপিচ মহাভারতের প্রসঙ্গ পাঠে বিদিত হওয়া যায়, কৃষ্ণচন্দ্রের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি মহাদেবের কৃপা বশতঃই হইয়াছে। এই সকল কারণে সকলেই শিবকে শ্রেষ্ঠ দেব মধ্যে গণ্য করেন। এবং বিষ্ণুই শিবের ভক্ত বলিয়া গণ্য হন। অন্য দেবতা সকল কেবল দেব ও ঈশ বলিয়া কথিত হন, কিন্তু শিব মহৎ শব্দযোগে মহাদেব ও মহেশাদি নামে আহুত হন। শিব বলে কল্যাণকে, শিব হইতে যাহা ভিন্ন তাহা অশিব অর্থাৎ অকল্যাণরূপ বটে। সেই হেতু শিব ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনায় কল্যাণপ্রাপ্তির আশা নাই। আরও দেখুন, যাঁর নাম জলশায়ী, তিনি যে জাগ্রত হন, ইহা কদাপি বিশ্বাস যোগ্য

নহে। দেবাসুরের মন্থন হেতু সমুদ্র হইতে যে বিষ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা শিবই স্বয়ং পান করিয়া দেবাসুর সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গণেশ তাঁর পুত্র বলিয়াই বিঘ্নবিনাশন নামে প্রখ্যাত হন। কারণ গুণ কার্য্যের অন্তর্নিহিত থাকায় বিঘ্নবিনাশন শিবপুত্র গণেশও বিঘ্নবিনাশন। জন্ম মৃত্যুরূপ দুঃখকে বিঘ্ন বলে, শিবের ধ্যান সেই বিঘ্নকে সমূলে নষ্ট করে বলিয়া সদাশিবই একমাত্র উপাসনার যোগ্য বটেন। তাঁহার প্রতাপে সমাধিসহ বিবেক উৎপন্ন হয়। পাশুপত তন্ত্রের বিধানানুযায়ী শিবের ধ্যান ও পূজা কর্ত্তব্য বটে। নারদ পঞ্চরাত্রে যে সকল বিষ্ণুমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে সূত্রভাষ্যে তাহা খণ্ডিত হওয়ায় এবং তদনুসার কল্পতরুর টীকা পরিমলে সবিস্তার বর্ণিত হওয়ায়, তাহা মিথ্যা। অতএব হে রাজন্! শিব সেবায় দত্তচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারিপুরুষার্থ মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন। শিবোপাসক মুখে গণেশের জন্ম শিব হইতে এবং পিতার গুণ পুত্রে থাকায় গণেশ বিঘ্নবিনাশন শুনিয়া, গণেশোপাসক এক বিদ্বান, ক্রোধান্ধ হইয়া এত উচ্চ গর্জ্জন তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল যে, রাজার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—রাজন! শুনুন, শুনুন। কথাত ইহাঁরা অদ্ভুত সত্যের মত বলিতেছেন, কিন্তু দেখ্ছি ঃবিষ্ণু ও শিবোপাসক উভয়েই মিথ্যাবাদী। এই শৈব বলিতেছে যে গণেশ শিবের পুত্র। স্বমহত্ত্ববিষয়ে একটী প্রসঙ্গ বলিতেছি শ্রবণ করুন! ভগবান্ ব্যাস মুনি

পুরাণের মধ্যে সেই প্রসঙ্গটীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদা বিষ্ণু, মহাদেব ও অন্যান্য প্রতাপী দেববৃন্দ ত্রিপুরাসুরবধ জন্য প্রস্থিত হইয়া, গণেশের পূজা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ত্রিপুরাসুরের একটি লোমও উৎপাটন করিতে কেহ সমর্থ হন নাই। যখন পশ্চাত্তাপের সহিত সকলে গণেশ পূজা করেন, তখন ত্রিপুরাসুর বধ হয়। সুতরাং যাঁর পূজন ফলে লব্ধসামর্থ্য শিব উক্ত অসুর বধে সমর্থ হ'য়ে ছিলেন সেই গণেশই একমাত্র উপাস্যদেব, অন্যে কিছুতেই হইতে পারে না। যেরূপ বিষ্ণুর অবতার রাম,—দশরথপুত্র, সেইরূপ শিবপুত্র গণেশ হইলেনই? মহর্ষি ব্যাস তৎকৃত গণেশপুরাণে কি বলিতেছেন? তিনিত গণেশ হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও শক্তি, আদি করিয়া সকলের সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। ধ্যানস্থ হওয়া মাত্র গণেশ সমস্ত বিঘ্ন হরণ করেন, সেই হেতু তিনি দিবা রাত্রি সকল সময়ের জন্য জাগ্রত থাকেন। অতএব ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনায় রত থাকা উচিত। শক্তির (দেবীর) উৎপত্তি গণেশ হইতে হইয়াছে শুনিয়া, শাক্ত সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! আমার সত্য কথায় কর্ণপাত করুন। বৈষ্ণব, শৈব গাণপত্য (গণেশোপাসক) এই তিন জনই মিথ্যাবাদী। কেন যে, বিষ্ণু, শিব ও গণেশাদি যত দেবতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি শক্তির অংশ না থাকিত তাহা হইলে প্রাণহীন শরীরবৎ সকলকে মৃতকবৎ অমঙ্গলময় হইতে হইত। যাহাতে শক্তির অভাব থাকে, তাহাকে অসমর্থ

বলে। যে অসমর্থ (শক্তিহীন) তাহা হইতে কার্য্য কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? দেখুন যে যে দেবতা বিশেষরূপে শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহারা শক্তি-উপাসনা প্রভাবেই বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ ইহঁাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তি দৃষ্ট হওয়ায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সকল শক্তি ভগবতীরই রূপ বটে। তন্ত্রগ্রন্থে যে মাতৃকাগণের বর্ণনা আছে, সে সকল ভগবতীরই অংশ। কালী-ত ভগবতীর শ্রেষ্ঠ অংশই বটেন, এতদ্ব্যতীত মাহেশ্বর্য্যাদি আরও অনেক অংশ আছেন, যাঁদের ধ্যান ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশাদি দেববৃন্দ করিয়া থাকেন ও তাঁর কৃপায় আপন আপন অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন উপাসক স্বীয় উপাস্যের রূপ প্রাপ্ত হন, তখন জানিতে হইবে, তাঁর উপাসনা সিদ্ধ হ'য়েছে। এরূপ সিদ্ধি শিব ও বিষ্ণুই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার ফলে নর হইতে নারীরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত উত্থিত হইলে এবং সেই অমৃত লইয়া দেবাসুর সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইলে, বিষ্ণুই ভগবতীর ধ্যানপ্রভাবে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া, সকল অসুরকে মোহিত করিয়া, বিবাদভঞ্জনে সমর্থ হ'য়ে ছিলেন। শিব, ভগবতীর সম্পূর্ণ ধ্যান করিতে না পারায় অর্দ্ধেক অঙ্গ হর ও অর্দ্ধেক গৌরী রূপ ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে শিব বিষ্ণু সদৃশ ভগবতীর ভক্ত আর

কে হইতে পারে ? এতদ্ব্যতীত যে সকল ভক্ত মহামায়ার উপাসক তাহারাও ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবতীর উপাসনা ব্যতীত এমন কোন্ সাধনা আছে ? যার ফলে ভোগ ও মোক্ষ একত্রে লব্ধ হয় ? শিবকৃত তন্ত্রে ভগবতীর ভক্তি সুখপ্রদরূপে বর্ণিত আছে, যেহেতু মদ্য, মাংস মৈথুন ও মুদ্রা পঞ্চমকারের সেবন কোনকালে ত্যাগের নাই। কারণ সনাতন কাল হইতে সকলে সেবন ও করিয়া উপদেশ আসিতেছেন। এমন কি মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ ও বলদেবও জলবৎ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। মহোপকারী পঞ্চমকারের সেবন বিধি শিব স্বয়ং স্বমুখারবিন্দ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। শিবের বচন যে হৃদয়ে ধারণ করিবে, সে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের অধিকারী হইবে। ব্যাসকৃত উপপুরাণ-দেবীভাগবতে মহাকালীর প্রভাব, ভক্তি ও পূজার বিধি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণপতি আদি করিয়া যত দেবতা আছেন, সকলেই ভগবতীর উপাসক ও ভক্ত। তাঁহারা মদ্য পান করিয়া প্রসন্ন চিত্তে শক্তির পূজা করিয়া থাকেন। সংসারে জগজ্জননী দেবীই জাগ্রতরূপিণী। তাঁহার সেবকেরাই পরমানন্দ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে ভগবতীর যশ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এক সূর্য্যোপাসক সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! আমি কোটি কোটি শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্য বলিতেছি, আমার একটি কথা শ্রবণ করুন। সম্প্রতি যার কথা শ্রবণ করিলেন তাহার মত মহাপাপিষ্ঠ ও নীচ

বটে। সংসারে যত দুর্গুণ আছে, সে কেবল দুর্গুণের গণনা এই খনি হইতেই হয়। ইহারা মদ্যাদি ঘৃণিত পদার্থকে কারণ ও তীর্থাদি উত্তম নামে প্রচার করিয়া থাকে। বুদ্ধিহীন শিবতন্ত্র সেবকগণ মহামলিন পদার্থ সমূহের বিপরীত নামকরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বাম সম্প্রদায়ী বলে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর এক সম্প্রদায় আছে তাহাদিগকে দক্ষিণ সম্প্রদায়ী বলে। যদিও অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাহাদের সৎকার করিয়া থাকেন কিন্তু সূর্য্যের উপাসনা ব্যতীত তাহাদের মন এরূপভাবে স্বমতে লাগিয়া থাকে, যেমন অন্ধকে লড়ী ধরাইয়া দিলে হয়। কেননা সূর্য্য সকল স্থান প্রকাশিত করিয়া থাকেন, সূর্য্যাভাবে তৎকালেই অন্ধকার হয়। চন্দ্র, তারাগণ, বিদ্যুৎ, অগ্নি আদি যত প্রকাশক পদার্থ জগতে দৃষ্ট হয়, সকলই সূর্য্যের অংশ। সংসারে সূর্য্যের মত আর কে হিতকারী পরোপকারী আছে যিনি পরোপকারার্থ হিতবুদ্ধি ধারণপূর্ব্বক অহর্নিশি শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন? সংসারের সকল কার্য্য যে কালের অধীন, আচার্য্যগণ যে কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন ভাগে বিভক্ত করেন, সেই সকল সূর্য্যের ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হয়। যাঁহাতে কিঞ্চিৎমাত্র অন্ধকারের লেশ নাই, যাঁহার উদয়ে অখিল বিশ্ব-প্রাণী জাগ্রত হয়, যাঁহার ধ্যানে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেই সূর্য্য কখন নিদ্রিত হন না। এই সকল উপাসকেরা যে অন্য দেবতাকে জাগ্রত বলিতেছেন, তাহা (তাঁহাদের সে উক্তি) কস্মিন্‌কালেও সত্য নহে। অতএব সূর্য্যই একমাত্র উপাস্য

দেব মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। এইরূপে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌরাদি পঞ্চ দেবোপাসক এবং পৃথিবীর অপরাপর অংশের বিবিধ মতবাদিগণ স্ব স্ব মতের সমর্থন ও পরমতের দোষোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক খণ্ডনরূপ বাদ বিসম্বাদ (ঝগড়া) আবহমান কাল হইতে বর্দ্ধিত করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই সদ্‌গুরু বলিতেছেন—'ঝগড়া এক বঢ়্যো' 'এক ঝগড়া বাড়িয়া চলিয়াছে।' রাজা অর্থে-ঈশ্বর, রাম অর্থে আত্মা। সকলে নিরূপণ করিল - ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ঈশ্বর ও চৈতন্য, পিণ্ডাণ্ড ব্যাপী আত্মাও চৈতন্য। চৈতন্যাংশে উভয়ই এক। পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ উপাধি। সুতরাং মিথ্যা। চৈতন্য সত্য। যেমন সমুদ্র, কূপ ও সরোবর সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব (আত্মা)। সমুদ্র, কূপ ও সরোবরের জল সত্য, নামও রূপ মিথ্যা উপাধিমাত্র। ঈশ্বর উপাধি মিথ্যা, চৈতন্য আত্মা সত্য। যে এইরূপ নিরূপণ করিল, সে নির্ব্বাণরূপ আত্মা হইল। ঝগড়া (বিবাদ) অর্থে ত্বং প্রত্যয়গোচর জগৎ ও জীব। রাজার সহিত ঈশ্বরের একতা রামের সহিত আত্মার একতা নির্ব্বাণ। সদ্‌গুরু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরবাদিগণ! বিচারপূর্ব্বক বল দেখি ব্রহ্ম বড় না—যেখান থেকে এসেছ সে বড়? অর্থাৎ যাহা হইতে 'ব্রহ্ম' ইত্যাকার ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে সে বড়? 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্' আনন্দই ব্রহ্মের রূপ এইরূপ যে বলিতেছে এবং সেই আনন্দে মগ্ন হইতেছে তাহার (সেই আনন্দের) পরীক্ষা করিয়া কেম

দেখ না ? আনন্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ? পরীক্ষা করিয়া দেখ—সকলের উদ্ভব স্থান কোথায় এবং সত্য কে ? পৃথিবীতত্ত্বের দুই কলা—গন্ধত্যাগ ও গন্ধাকর্ষণ এবং দুই ইন্দ্রিয়—নাসিকা ও গুহ্যদ্বার। গুহ্যদ্বার দ্বারা গন্ধত্যাগ ও নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ হয়। পরন্তু 'গন্ধ' এতাদৃশ জ্ঞান তোমারই হয়। অর্থাৎ গন্ধকে তুমিই জানিয়া থাক। জানার স্বভাব তোমারই বটে। জলতত্ত্বের দুইকলা রসোৎপাদন ও রসাকর্ষণ। জলতত্ত্বের দুই ইন্দ্রিয় লিঙ্গ ও জিহ্বা। জিহ্বা দ্বারা রসাকর্ষণ হয়, লিঙ্গ দ্বারা ত্যাগ হয়। কিন্তু রসকে জানে চেতন, তুমি ব্যতীত এমন দ্বিতীয় আর তোমাতে কে আছে ? অগ্নি বা তেজতত্ত্বের দুই ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও পদ এবং তেজ-তত্ত্বের কলা দুই-রূপ দেখা ও পদকে বেগবান করা, পরন্তু তেজকে যে জানে, সে চৈতন্য একমাত্র তুমিই বটে। বায়ুতত্ত্বের দুই ইন্দ্রিয়—হস্ত ও ত্বক্ এবং কলা দুই—স্পর্শ করা ও স্পর্শাকর্ষণ। পরন্তু স্পর্শের বোধকর্ত্তা তুমিই। আকাশ-তত্ত্বের দুই ইন্দ্রিয়—বাক্ ও কর্ণ। তাহাদের দুই কলা—বাক্-শক্তি দ্বারা কথা বলা ও কর্ণ দ্বারা শব্দাকর্ষণ। পরন্তু ইহাদের জ্ঞাতা একা তুমিই। বিচার করিয়া দেখ দেখি পাঁচ তত্ত্ব ও জড় আর ইহাদের বিষয়ও জড়, তুমি (জীব) ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে এমন কোন্ সত্তা আছে, যাহা সকলের রসকে ও স্বভাবকে জানে ? যে স্থলে পাঁচ তত্ত্ব ও তাহাদের বিষয়

জড়, সে স্থলে তুমি ব্যতীত ইহাদের জ্ঞাতা আর কে থাকিতেছে? যদি বল ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাত্রী চতুর্দ্দশ দেবতা রয়েছেন, তাঁরাত চেতন? কিন্তু সে সকল দেবতাত তোমারই কল্পনোদ্ভুত! কল্পনা কোন্‌কালে সত্য হ'য়েছে? আরও দেখ— যে ব্রহ্মকে বৃহৎ, আনন্দ, আনন্দ ও নির্ব্বিকল্পরূপ মানিতেছ, সে মানাত অন্তঃকরণের কলা—আকাশের স্বভাব বটে, জীবের সহিত অনুভবের মধ্যে আসিয়া থাকে, কিন্তু সেই নির্ব্বিকল্প জীবের প্রবেশ না থাকিলে, নির্ব্বিকল্প কোন্ বস্তু? শূন্য, জড়, মিথ্যা, ভ্রম বইত নয়? পুনঃ যদি ব্রহ্মকে সবিকল্প মনে কর তবে তাহা চিত্তের স্বভাব মধ্যে গণ্য হয়, যাহা বায়ুর কলা বটে, যদি তাহার অন্তর্গত হইয়া জীব না থাকে, তাহা হইলে সবিকল্প কোন্ বস্তু বটে? জীবইত সবিকল্পকে মনের দ্বারা মানিতেছে! যদি বল—না সবিকল্প বটে, না নির্ব্বিকল্প, ব্রহ্ম যেমনকার তেমন অনির্ব্বচনীয় বটে, বুদ্ধি পৃথ্বীতত্ত্বের কলা জড় বটে, জীবের সংযোগে অনুভবের মধ্যে আসিয়া থাকে। যদি জীব না থাকে, তবে তাহাও কিছু নয়। যদি তোমার কল্পিত দ্বিতীয় ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডে বা স্বর্গাদিতে মানিয়া লও, তবে তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? কেন যে, সংকল্প বিকল্প মনের স্বভাব. মনের মধ্যে সংকল্প না থাকিলে, মানা যায় কিরূপে? আবার সেই মন জলতত্ত্বের কলা, জীবের সংযোগ থাকা হেতু দ্বিতীয় ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বোধ উৎপন্ন হয়। যদি সংকল্প বিকল্পের অন্তর্গত হইয়া জীব না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা

মিথ্যাভূত হইয়া পড়ে। যদি চক্ষুর্দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তু সমূহকে পরমাত্মা বলিয়া মান্য কর, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু দেখা অগ্নিতত্ত্বের কলা, জাগ্রতাবস্থা অহংকারের স্বভাব, জীবের সংযোগে দেখার বোধ হয়, যদি জীব দেহাভিমানের অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে যা কিছু প্রত্যক্ষতার মধ্যে আসে, সমস্তই জড়, নাস্তিরূপ। জীব জাগ্রতের অন্তর্গত হইয়া না থাকিলে, প্রত্যক্ষতা কোন বস্তু নহে, তাহাও মিথ্যাভূত। এমত স্থলে ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়? তাহা হইলেই ব্রহ্মকে জীবের মিথ্যা অনুমান ব্যতীত আর কি বলিতে পার? সুতরাং যেস্থলে জীব ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতেছেনা, সেস্থলে জীবই সত্য এবং ব্রহ্মাদি অনুমান মিথ্যা। অতএব জীবই মুখ্যতা হেতু বড় দাঁড়াইল। যদি বল—বেদ, (শ্রুতি) ব্রহ্মকেই বড় ও সকলের অধিষ্ঠান বলিতেছে, জীব অজ্ঞানতা বশতঃ কিছুই নহে, তদুত্তরে সদ্‌গুরু বলিতেছেন— বেদ বড় কি বেদকে যে উৎপন্ন ক'রেছে, সে বড়? অর্থাৎ বেদত আর আকাশ থেকে চুইয়া পড়ে নাই? জীব হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বেদ বল, বিবিধ শাস্ত্রবাণী বল, নির্জ্জীব হ'তে কিছুই প্রকাশ পায় না, জীব হইতেই প্রকাশ পায়। জীবই নানা ভাষায় নানা ছন্দে বাণী প্রস্তুত করে, জীবই তাহা পড়ে, পড়িয়া ব্যাখ্যা করে, মনন করে ও করায়। জীবই পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে বাণীকে আধার করিয়া ব্রহ্ম মানে। সেই বাণী জীবেরই কল্পনাপ্রসূত বটে। সুতরাং তাহা অসত্য নাস্তি

রূপ বটে এবং জীবই সত্য বটে। যদি বল বাণী জীবের কল্পনা তাহা না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু বড় বড় ঋষি, মুনি, সমর্থ সনকাদিগণও সেই বাণীকেই মানিয়াছেন? যদি স্বয়ং তাহা না মানিত (মান্য না করিত) দোষের হবে না? তদুত্তরে গুরু বলিতেন—বেশ বলেছ! কিন্তু বিচার লইয়া দেখ দেখি—বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আদি বহু মত মতান্তরের শাস্ত্র মতের বাণী যে মন মানে সেই মন বড় (শ্রেষ্ঠ) না—যার (যে মনুষ্যের) মন মানে, সেই মনুষ্য (জীব) বড়? স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছ মানুষের মন হ'তে মানুষই বড় (শ্রেষ্ঠ)। যদি জীব না মানে তাহা হইলে তাহার মন্তব্যরূপ ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর কোন্ বস্তু? তাহার কাল্পনিক মনন মিথ্যা, যে মানে সেই সত্য। পুনঃ ব্রহ্মবাদী সংশয়োত্থাপনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছে—ভাল! আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—বড় বড় অনুভব-কর্ত্তারা বলিতেছেন—রাম সর্ব্বহর্ত্তা, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ সচ্চিদানন্দ, তাঁহাকে কোন্ বিচারে মান্য না করি? তদুত্তরে গুরু বলিতেছেন—বিবেচনা করিয়া দেখত! কে বড়? হাঁরে সচ্চিদানন্দ রামের জ্ঞাতা জীব যদি না থাকে তবে সচ্চিদানন্দ রাম কোন্ বস্তু? জীবইত সচ্চিদানন্দ রামের প্রচার করিতেছে! সেখানে চৈতন্যরূপ প্রচারক মুখ্য অথবা সত্য কি মিথ্যা জড় বাণীর প্রচার মুখ্য বা সত্য? যাহা মুখ্য ও সত্য তাহারই ধারণা করিতে হইবে। এরূপে নানা ভাবের ভিতর দিয়া জীব সকল উদাসীন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কেহ

ভ্রমণ করিতে করিতে নানা স্থানে তীর্থাদিরই স্থাপন করিয়া বেড়াইতেছে ও সেই তীর্থের স্বয়ং দাস হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখে না তীর্থের দাস অভাবে তীর্থ কোন্ বস্তু ? তাহার মূল্য কি থাকে ? পর্ব্বে পর্ব্বে গঙ্গাতীর্থে লোকে যায়, এবং মান্য করে বলিয়াইত তীর্থ সকলের মহত্ত্ব ? যদি কেহ না যায়, তবে তীর্থের কি মহত্ত্ব থাকে ? যেমন সব নদী তেমন গঙ্গাও নদী বিশেষের মধ্যে গণ্য হয়। সেখানে তীর্থস্থাপয়িতা ও তীর্থের মান্যকর্ত্তা—তীর্থের দাসেরই মুখ্যতা দেখা যাইতেছে। তীর্থের মুখ্যতা দেখা যাইতেছে না।

সত্য পরীক্ষক শব্দ বা কবীর বাণী।

সার শব্দসে বাঁচি হো, মানহু ইতওয়ারা হো।
আদি পুরুষ এক বৃক্ষ হ্যায়্, নিরঞ্জন ডারা হো।
ত্রিদেবা শাখা ভয়ে, পত্র সংসারা হো।
ব্রহ্ম বেদসহী কিয়া, শিব যোগ পসারা হো।
বিষ্ণু মায়া উৎপত কিয়া, ই উরলে ব্যব্হারা হো।
তিন্‌লোক দশহুঁ দিশা, যম রোকিন দ্বারা হো।
কীর ভয়েঁ সব জীয়রা, লিয়ে বিষকা চারা হো।

জ্যোতি স্বরূপী হাকিমা, জিন্ অমল পসারা হো।
কর্ম্মকী বন্সী লায়কে, পকড়্যো জগ সারা হো।
অমল মিটাওঁ তাসুকা, পঠওঁ ভও পারা হো।
কহহিঁ কবীর নির্ভয় করোঁ, পরখো টকসারা হো।

সদ্গুরু কবীর বলিতেছেন—হে জীব! যদি আমার উপদেশের প্রতি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমার উপদেশরূপ সার শব্দের দ্বারাই ভ্রম হইতে ত্রাণ পাইবে। যেহেতু পরীক্ষা-নিষ্পন্ন শুদ্ধ জীব হংসপদে স্থির স্থিতি সম্পন্ন হইবে। ভ্রম শব্দে তত্ত্বমসি গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ তত্ত্বমসিরই অর্থ করিয়া সেই অর্থপ্রতাপে জীব জগদাকারে আত্মা হইয়া রহিয়াছে। তত্ত্বমসির অর্থ—তৎ—ত্বং—অসি তিন পদ লইয়া তত্ত্বমসি পদ। ত্বং পদে কাল, তৎ পদে সন্ধি ও অসি পদে ব্রহ্মরূপ ছায়া জানিতে হইবে। ত্বং পদ অজ্ঞান, তৎ পদ জ্ঞান ও অসি পদ বিজ্ঞান এই তিনটি জাল। এই ত্রিবিধ জাল যাহার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণান্তর পরীক্ষিত পদের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে সারশব্দ বলে। সদ্গুরুকৃত সারশব্দের দ্বারাই জীবের বিশুদ্ধতার নিরূপণও উক্ত নিরূপিত পদে স্থির স্থিতির প্রাপ্তি হয়। আদি পুরুষ একটি বৃক্ষস্থানীয় ও নিরঞ্জন তার শাখাস্থানীয়। অতঃপর গুরু সৃষ্টির আরম্ভ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে যে পুরুষ ছিলেন, তিনিই আদি পুরুষ! তিনিই এক। সত্য, বিচার, শীল, দয়া ও ধৈর্য্য এই পঞ্চ পঞ্চতত্ত্বময় তাঁর রূপ ছিল। সেই আদি

পুরুষের পাকা দেহ বৃক্ষস্থানীয়। যখন আদি পুরুষ বা আদি জীব তাঁহার পাকা রূপ দেখিতে পাইলেন তখন সেই রূপের সৌন্দর্য্যাতিশয্যে তাঁহার পাকা দেহ হইতে আনন্দ উত্থিত হইল। সেই আনন্দকে বেদ অসি পদ-বাচ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ—সচ্চিদানন্দ নিরঞ্জন ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। পাকা দেহ হইতে আনন্দের উদ্ভব হেতু বেদোক্ত আনন্দরূপ নিরঞ্জন উক্ত দেহ বৃক্ষের মূল শাখাস্থানীয় হইলেন। এবং উক্ত শাখা স্থানীয় নিরঞ্জন হইতে প্রশাখাস্থানীয় তিন দেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ হইলেন ও পত্রস্থানীয় সংসার হইল। পাকা দেহের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন হেতু চিদ্রূপ জীব পাকা দেহের আকারে পরিণত হওয়ায়, নিজ চৈতন্যময়রূপ হইতে বিচ্যুত হইল এবং পাকা দেহ হইতে যে আনন্দ উত্থিত হইল, সেই আনন্দে মগ্নতা হেতু আনন্দরূপ হওয়ায়, পাকা দেহেরও বিস্মৃতি ঘটিল। এবং তাহার আনন্দরূপ স্ফূরণ হওয়ায়, পাকা দেহের সমগ্র তত্ত্ব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কাঁচা দেহে পর্য্যবসিত হইল। তখন তাহার আনন্দরূপও বিস্মৃত হইয়া পড়িল। যখন সকল অবয়বসহিত কাঁচা মনুষ্যরূপের পাঞ্চভৌতিক দেহ দেখিতে পাইল, তখন তাহা হইতে যে ইচ্ছার উদ্ভব হইল, সেই ইচ্ছা নারীরূপ ধারণ করিল। নারী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ তিন পুত্র ও তিন পুত্র হইতে নানা বাণী নানা কল্পনা সহ জগৎ উৎপন্ন হইল। এইরূপে পাকাতত্ত্বের দেহরূপ বৃক্ষ হইতে আনন্দরূপ শাখা, সেই শাখা হইতে ত্রিদেবরূপ প্রশাখা ও পত্র

সংসাররূপে বিস্তার হইল। ফলিতার্থ—আদি পুরুষ - মনুষ্যরূপ। সেই মনুষ্যের অন্তর হইতে অনুমানরূপে ব্রহ্ম নিরঞ্জন দাঁড়াল। যেহেতু—মনুষ্য ব্যতীত 'নিরঞ্জন ব্রহ্ম' ইত্যাকার কল্পনা আর কে করিবে? মনুষ্যই ব্রহ্ম কল্পনা করিল ও সেই ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের উৎপত্তি ব্যক্ত করিল। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যক্ত করিল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখত ব্রহ্ম কোন্ বস্তুতত্ত্বরূপে দাঁড়াইতেছে? সমস্তই আদি মনুষ্যের কল্পনা নয় কি? আদি মনুষ্যই কল্পনা ক'রে ক'রে সমস্ত বেদ বাণী প্রস্তুত করিল। এবং যে মনুষ্য সেই বেদ সত্য মানিয়া স্বীকার করিল, তাহার নাম ব্রহ্মা, যে যোগ বিস্তার করিল, তাহার নাম শিব এবং যে নানাবিধ উপাসনা ও ভক্তির বিবরণ দিল, তাহার নাম বিষ্ণু। কিন্তু এই সকল ব্যবহার পৃথক্ বটে। যেহেতু এই সকলের প্রবর্ত্তন পাকা দেহ হইতে হয় নাই, কাঁচা দেহ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিন লোক হইতেছে—ত্রিকূটি (ভ্রূ সন্ধি-স্থল—ব্রহ্মার লোক), শ্রীহট্ট (কণ্ঠস্থান—বিষ্ণু লোক), গোলহট্ট (হৃদয়স্থান—শিবলোক)। দশদিক হইতেছে—দশ ইন্দ্রিয়। যম অর্থে সাধনা। তিন স্থানে বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া, দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ আয়ত্তাধীন করিয়া, সকলে সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সকল জীব বিষয়রূপ প্রলোভন জন্য তোতাপাখী হইল। অর্থাৎ তোতাপাখী যেমন প্রলোভন লোভে নলীকাযন্ত্রে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব সকল স্বর্গাদি প্রাপ্তি বিষয়ে, ধন-

ধান্যাদি ও পুত্র পৌত্রাদি প্রাপ্তি বিষয়ে এবং অণিমাদি সিদ্ধি ও মুক্তি বিষয়ে, লুব্ধ হইয়া বন্ধনে পড়িল। ফলের আশায় বহুবিধ মত মতান্তরের শাস্ত্র বাণীতে আবদ্ধ রহিল। জ্যোতি-স্বরূপ হাকিম হইতেছে—মায়া, মায়াস্বরূপ হইতেছে কাণে মন্ত্রদাতা গুরুগণ। তাহারা হাকিম (বিচারক) রূপে সংসারে স্ব আদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইল। যোগ জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ পূর্ণ বাণীর প্রচারক হেতু তাহারা জ্যোতিস্বরূপ হাকিম অর্থাৎ শাস্ত্রবাণীর বিচারক হইল। নানা প্রকার অধিকার বিস্তার করিল অর্থাৎ বেদাদি যত কল্পনার ফলশ্রুতিপূর্ণ বাণী চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিল। এবং বিবিধ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিয়া জাব সকলকে বন্ধনের মধ্যে ফেলাইয়া রাখিল। সেই হেতু সদ্‌গুরু বলিতেছেন—মন্ত্রদাতা গুরুদিগের জীবের বন্ধনস্বরূপ যে সকল অধিকার তাহার পরীক্ষা করিয়া, অসারবোধে ত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভব হইতে পার করিয়া দিতেছি। এখানে ভব শব্দে লক্ষ্যার্থ আত্মা। যাহা মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্র সদৃশ দুস্তর ‘ অসি ’ প্রত্যয়গোচর যেমনকার তেমন, তার পারে অর্থাৎ পারখ, পরক্ বা পরীক্ষারূপ ভূমিকায় স্থির হইলে, জগৎভাব, ব্রহ্মভাব ও আত্মভাব তিনটিই পরীক্ষা করিতে পারা যায়। সেই পরীক্ষারূপ ভূমিকায় তোমাকে পাঠাইতেছি। এবং উক্ত ভূমিকায় (হংসপদে) তোমাকে স্থিতি দিয়া নির্ভয়

করিয়া দিতেছি। অতএব তোমরা আমার (কবীরের) সত্য পরীক্ষক শব্দ বা বাণীর রূপ যে টক্‌সার বাণী তাহার দ্বারা সমস্ত অপর বাণী 'অনির্ব্বচনীয়' সিদ্ধান্ত, 'যেমনকার তেমন' সিদ্ধান্ত, সমুদয়ের ত্রুটি পরীক্ষা করিয়া দেখ যাহাতে নির্ভয় (সংসার ভয় রহিত) হইতে পার। কবীরের বীজক নামক গ্রন্থকে টক্‌সার অর্থাৎ সত্য পরীক্ষক বাণী বা সার শব্দ বলে। বীজকের অক্ষর অক্ষরের (প্রত্যেক অক্ষরের) বিচার করিলে, জীব পারখ ভূমিকা (স্বরূপ স্থিতি) প্রাপ্ত হয়—সর্ব্বাবস্থা-রহিত স্থিতি পায়, এইরূপ সদ্‌গুরু কবীর বলিতেছেন।

ইতি পরিশিষ্ট সমাপ্ত।



শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	করুন	কর
২	১	করুন	কর
২	৩	করুন	কর
৪	৫	করিবে ?	করিবেন ?
৭	১০	নিজচ্ছায়া	নিজ ছায়া
২০	১৬	ঠহবাই	ঠহরাই
২৫	১০	যিনিই	যিনি
৩০	২১	বিচারর্ণ	বিচারপূর্ণ
৬০	২	অনুমানসত্ত্বেরও	অনুমানসত্ত্বে
৬২	১২	প্রত্যেক	প্রত্যক্ষ
৬৯	৮	মনমনা	মনমানা
৭০	২০	তাহার দোষ	দোষ
৭০	২১	অনুমানিক	আনুমানিক
৭৭	১	সাবধান	সমাধান
৭৮	৬	সদগুরুর	সদ্গুরু
৭৯	৪	তাহাতে	তাঁহাতে
৮২	১২	ঔরল্	ঔরন্
৮২	১৫	য্যহ	য়্যহ
৯০	৬	আগ	আপ
৯০	৬	লঘু	লখু

৯০	৮	য্যাহ্	য়্যাহ
৯০	১৩	গুরুযারা	গুরুয়ারা
৯৩	১	যোও	যোঁও
৯৩	৭	য্যাহ	য়্যাহ
৯৫	১৩	যোযিনি	যোইনি
৯৮	২০	য্যা	য়্যা
১১০	১২	বিচার	বিচারঃ
১১১	১৯	তৎশীসং	তৎশীলং
১১৩	১	হইয়াছে	হইয়াছ
১১৫	১১	ক্ষরুণ	করুন
১১৫	১৮	তাহাকেই	তাঁহাকেই
১১৭	১৫	পলাও	পোলাও
১১৯	১৮	বন্ধাতি	বধ্নাতি
১২০	২০	স্নান	দান
১২৩	১৬	পবিত্র	পরিত্রাণ
১৩৩	১১	তাহার	তাহা
১৩৯	৫	তাহাতে	তাহাত
১৪০	১০	হইতেছে	হইতেছ
১৪২	৯	মাথার	মাথায়
১৫৫	৪	বলিল	বলিলে
১৪৬	৮	লঘুসুষুপ্তিতে	লঘুসুষুপ্তিতেও
১৫৩	৩৬	বন্ধ	বদ্ধ
১৫৭	১৮	নিবাবলম্বের	নিরাবলম্বের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	১৪	তাহাতে	তাহাত
৶০	১৮	প্রেমাসক্তি	প্রেমাশক্তি
।৵০	১৫	কয়লায়	কয়লার
॥০	৩	সূক্ষ্মনাপ্যায়ং	সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং
॥০	৩	সূক্ষাৎ	সূক্ষ্মাৎ
॥০	৪	সূক্ষতরো	সূক্ষ্মতরো
॥০	৪	সূক্ষ	সূক্ষ্ম
॥০	৪	সূক্ষাতিসূক্ষ	সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
॥০	৫	সূক্ষ	সূক্ষ্ম
॥০	৭	সূক্ষ	সূক্ষ্মা
॥০	২২	জীবেত্তঁ	জীবত্তেঁ
॥০	২৩	নিজ্জীবত্তেঁ	নিৰ্জ্জীবত্তেঁ
১৭০	৩	সৈনগণের	সৈন্যগণের
১৭৪	৭	সেবন ও করিয়া	সেবন ও উপদেশ করিয়া
১৭৫	১	কেবল	সকল
১৭৬	২২	বলিতেছে	বলিতেচ্ছ
১৭৬	২২	হইতেছে	হইতেচ্ছ
১৭৭	১৩	বটে	(omit)
১৭৮	৭	নির্ব্বিকল্প	নির্ব্বিকল্পে
১৭৯	১	চক্ষুর্দৃষ্ট	চক্ষুদৃষ্ট
১৮০	৬	তন্ত্রও	ও তন্ত্র